বন-পাহাড়ের চিঠি
(সচিত্র প্রথম খণ্ড)
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব
প্রণীত

ওঁ

বন-পাহাড়ের চিঠি

(প্রথম খণ্ড)

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

প্রণীত

কোজাগরী পূর্ণিমা, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ

- নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ -

- ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ -

অযাচক আশ্রম

রহিমপুর, ডাকঃ- মুরাদনগর, জেলা ঃ- কুমিল্লা-৩৫৪০।

ধর্ম্মার্থ শুল্ক ঃ ২০/- (বিশ) টাকা [মাশুলাদি স্বতন্ত্র]

মুদ্রণ সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার)।
প্রকাশক—ডাঃ শ্রী যুগল ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম।
রহিমপুর, ডাক ঃ- মুরাদনগর,
জেলা ঃ- কুমিল্লা-৩৫৪০।

[2002]

-ঃ পুস্তক সমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ-

কেন্দ্রীয় কার্যালয়

অযাচক আশ্রম

রহিমপুর, ডাক ঃ- মুরাদনগর,

জেলা ঃ- কুমিল্লা-৩৫৪০।

ফোন ০৮০২৬-৮০০৩

০৮১ ৭৭৩১০/৭৭৩২০ এক্স ৮০

জন্মস্থান কার্যালয়

অযাচক আশ্রম

পুরাতন আদালতপাড়া,

ডাক ও জেলা ঃ চাঁদপুর,

পোষ্ট কোড-৩৬০০।

ফোন ঃ ০৮৪১-৬৫৮০৬

ডাকযোগে পুস্তক নিতে হইলে অগ্রিম মূল্যসহ একমাত্র অযাচক আশ্রম (রহিমপুর)এর ঠিকানায় পত্র দিবেন।

নিবেদন

পরমপূজ্যপাদ অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব সারাটী জীবন ধরে সমাজের অনুন্নত জনগোষ্ঠীর জীবনের মানোন্নয়নে শ্রম করে গেছেন। তিনি এতদঞ্চলের বন-পর্ব্বতবাসী পশ্চাদপদ সমাজের কল্যাণে যে শ্রম করে গেছেন তা' তুলনারহিত। এতদঞ্চলের বন-পর্ব্বতবাসী সনাতনী সমাজের সামাজিক পশ্চাদবর্ত্তীতা এবং নিদারুণ আর্থিক অনটনের সুযোগে ওদের ধর্ম্মান্তরীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয় বৃটিশ শাসনামলে। এ প্রক্রিয়ায় রাজানুকূল্য এবং বন-পর্ব্বতবাসী আপনজনদের জীবনের মানোন্নয়নে সহযোগিতার হস্ত প্রসারণে সনাতনী সমাজের অনাগ্রহ, বন-পর্ব্বতবাসী সহজ, সরল ভাই বোনদের নিজ ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি পালনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তুলে। পরিস্থিতি এমনই ভয়াবহ রূপ ধারণ করে যে স্বদেশেরই বন-পর্ব্বতবাসীদের মধ্যে সনাতন ধর্ম্মের বাণী প্রচার সরকারীভাবে নিষেধ করা হয়েছিল আর এরই সঙ্গে সদ্য ধর্ম্মান্তরিতদের মধ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বাষ্প এমন ভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল যে একটি নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের বাণী ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মের প্রচারকারীদের আগমন মাত্র ধর্ম্মের ললিত-বাণী প্রচারকারীদের রক্তে বন-পাহাড়ের শান্তিময় পরিবেশ রঞ্জিত করার মত জঘণ্য অধর্ম্মীয় হিংসার ষড়যন্ত্রে কোন কোন সরল-প্রাণ পাহাড়ী ভাইয়েরা নিজেদের অজান্তেই যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এমনতর পরিস্থিতিতে শ্রীশ্রীঅখণ্ডমণ্ডলেশ্বর ধারাবাহিক সুপরিকল্পিত কর্ম্মসূচী নিয়ে বন-পর্ব্বতবাসী ভাই-বোনদের জীবনের মানোন্নয়ন, স্বধর্ম্ম ও স্বীয় সংস্কৃতিতে আস্থা স্থাপন এবং সাম্প্রদায়িক বিষ-বাষ্প হতে মুক্তির পথ দেখিয়ে গেছেন বৎসরের পর বৎসর ধরে। প্রচার বিমুখ এ মহান কর্ম্মযোগীর এ ধর্ম্মাভিযানের ইতিহাস আজ আর জানার সুযোগ নেই। তৎকালে তিনি তাঁর কোন কোন ঘনিষ্টজনদের নিকট এতদ্‌প্রসঙ্গে যে পত্র লিখেছিলেন তার মাত্র কয়েকটির প্রতিলিপি সংরক্ষিত আছে। এ অতি সামান্য সূত্র হতে এ মহাপ্রেমিকের প্রেমময় ধর্ম্মাভিযানের যে তথ্য পাওয়া যায় তা'তেই বিস্মিত হতে হয়।

শ্রীশ্রীঅখণ্ডমণ্ডলেশ্বর তাঁর অশেষ স্নেহধন্যা মানসকন্যা বিস্ময়কর কর্ম্মক্ষমতার অধিকারিণী পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী, তাঁর একনিষ্ঠ সেবক পূজনীয় ব্রহ্মচারী প্রেমাঞ্জন এবং অশেষ গুণসম্পন্ন ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় শ্রী হরিপদ পোদ্দারকে সঙ্গে নিয়ে ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন এবং চৈত্রের প্রকৃতির আগুন ঝরা দিনগুলিতে ত্রিপুরার দেওনদী এবং লঙ্গাই নদীর উপত্যকায় যে প্রেমের বান বহিয়েছিলেন এ গ্রন্থে তার আংশিক পরিচয় পাওয়া যাবে।

এ গ্রন্থ আমাদের পরস্পরের প্রতি আত্মীয়তাবোধকে নিবিড় করুক শ্রীগুরু চরণে এ প্রার্থনা। ইতি- কোজাগরী পূর্ণিমা, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ।

অযাচক আশ্রম
রহিমপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

নিবেদক-
ডাঃ যুগল ব্রহ্মচারী

ভূমিকা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে একখানা পত্রে লিখিয়াছিলেন–"আমি সোনার গৌরাঙ্গ অপেক্ষা লোহার ভীম অধিক ভালবাসি।" (আপনার জন, ১ম পত্র)।

সেই পত্রেই অন্যত্র লিখিয়াছিলেন–"আমি নিজেই যে আদৌ সোনার ছেলে নই, ঘোরতর লোহার ছেলে ; মধ্যভারতের কোল, ভীল, সাঁওতালরা নিজেরা খনি হইতে লোহা তুলিয়া নিজেদের হাতে একেবারে সাঁওতালি ঢংয়ে আমাকে বানাইয়াছে। আমাতে সভ্যজনের মোলায়েমত্ব নাই, শিক্ষিতের আদব-কায়দা নাই, সব একেবারে জংলী, সব পূর্ণতঃ বন্য। নিজের সহিত সভ্য জগৎকে আমি বারংবার সন্তর্পণে মিলাইয়া তৌল করিয়া দেখিতে চেষ্টা পাইয়াছি। আমি যেন অনুভব করিয়াছি, সেখানে আমি যেন ঠিক ঠিক মত খাপ খাইয়া উঠি না। মিলন-পথে আত্ম-বিনিময়ে কোথায় জানি খোঁচ, কোথায় জানি খাঁজ রহিয়া গিয়াছে। অসভ্য বন্য পার্ব্বত্য নাগা, কুকি, লেপ্‌চা, ভুটিয়া, কোল, ভীল, ওরাওঁ, সাঁওতাল, রিয়াং, মল্‌সুং, কাইফেঙ্গ এরাই যেন আমার বেশী নিকট, বেশী আপন, এরাই যেন আমাকে বেশী বুঝিবে, বেশী ভালবাসিবে। আমার বাহু-যুগ যেন প্রসারিত হৃদয়ে ইহাদেরই অভ্যর্থনা করিয়া বুকে টানিয়া আনিবার জন্য উদ্যত হইয়া রহিয়াছে।"

ইহা গ্রন্থকারের আবাল্য সংস্কার। তরুণ কৈশোরেই তিনি মুচির কন্যা সোনিয়াকে ব্রাহ্মণের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বসাইয়া খাবার খাওয়াইয়াছেন। দুর্গা মেথরের পুত্র রামবিরিখকে নিজ হাতে সাবান মাখিয়া স্নান করাইয়া জামা পরিতে শিখাইয়াছেন।

কাঁচা কৈশোরেই ইনি বারংবার ভগবানের খোঁজে ঘর পালাইয়া বাহির হইয়াছেন এবং একবার হিংস্র নাগাদের ঘরে বেশ কয়েকদিন

বাস করিয়া আসিয়াছেন। ইংরাজ যদি হাতে পায়ে শিকল্ বাঁধিয়া নাগা পাহাড় হইতে সরাইয়া না আনিত হয়ত ইহাঁর প্রকাশ নাগা সমাজকেই লাভবান করিত।

প্রথম যৌবনে বারংবার ইনি পাহাড়ীদের সংস্পর্শে আসিয়াছেন এবং তাহাদিগকে সেবা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

পরিণত বয়সেও বন-পাহাড়ের নেশা ইঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। এখনও ইনি ছুটিয়া ছুটিয়া বন-পাহাড়ে যাইতেছেন। অনুন্নত জাতিগুলির মধ্যে উন্নতির অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

সেই সকল অফুরন্ত চেষ্টার কিয়দংশ মাত্র "বন-পাহাড়ের চিঠিতে" প্রতিফলিত হইয়াছে।

আশা করি, এই গ্রন্থ প্রকাশের দ্বারা সমাজ-কল্যাণের প্রেরণা বাড়িবে।

কিমধিকমিতি, আশ্বিন, ১৩৬৯

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী

বন-পাহাড়ের চিঠি

প্রথমাংশ

(১)

ওঁ শ্রীগুরু　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　দশধা, ত্রিপুরা

২৫শে ফাল্গুন, ১৩৬৮

কল্যাণীয়াসু ঃ-

স্নেহের মা মঙ্গলময়ী-, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি ত ব্যগ্র হইয়া বসিয়া আছ শুধু এই সংবাদটী পাইবার জন্য যে, নিরাপদে কৈলাসহরে বিমান হইতে নামিতে পারিলাম কি না। বিমানের ইঞ্জিন আদি খুব ভাল ছিল কিন্তু চালক ছিল বড় দুঃসাহসী প্রকৃতির। ফলে প্রতিবার উঠিতে আর নামিতে প্রতিটি যাত্রী বেশ টের পাইয়াছিলেন যে, আমরা শূন্য পথের যাত্রী, মহাশূন্য অধিক দূরে নহে। কিন্তু মহাশূন্য কাহাকেও দর্শন করিতে হইল না। উৎসব-কোলাহল মুখরিত কৈলাসহর বিমান-ঘাটীতে সকলেই নিরাপদে হাস্যমুখে অবতরণ করিলাম। নামিবার সময়ে -বিমান-চালককে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, We thank you heartily for your skilful, playful and safe piloting ধন্যবাদ তোমাকে তোমার নিপুণ, কুশলী, নিরাপদ বিমান-চালনার জন্য।

পথে পথে আদর-অভ্যর্থনার ত্রুটি ছিল না। আগরতলা বিমান ঘাটীতে প্রায় শতখানিক ভক্ত নরনারী সমাদরে সম্বর্দ্ধনা করিল। আমার কয়দিনের ক্ষুধার্ত্ত জঠর অদ্য হাতের মুঠার মধ্যে পাইয়া টাটকা নাড়ু আর খৈয়ের মোয়া বেপরোয়া উদরস্থ করিতে লাগিল। আমারই মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল, ইহা ভীমের একাদশী নহে ত !

খোয়াই বিমান-ঘাটীতে দুই সহস্রের উপর জনসমাগম হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে কয়েক মিনিট মিষ্ট বাক্য বর্ষণ করিলাম, মিষ্ট দ্রব্য বর্ষণের প্রচুর আয়োজন ছিল। কিন্তু বিমান ছাড়িবার সময় হইয়াছিল। তাড়াতাড়ি উঠিতে হইল।

কমলপুর বিমানঘাটীতে শত তিনেক নরনারী আসিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে দুই একজন ছাড়া সবাই আমার অপরিচিত। এক এক জনের চখে যে প্রেমাশ্রু দেখিলাম, তাহাতে বিগত ছয় দিনের জ্বরের তাপ আমার কমিয়া গেল।

তিন দিনের প্রগ্রাম কৈলাসহরে অর্দ্ধদিনে সমাপ্ত করিতে হইয়াছে। কাজ অবশ্য ভালই হইয়াছে। তাহার কারণ, এখানকার শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা ও পারস্পরিক আনুগত্য ও দায়িত্ববোধ থাকিলে অল্প সময়ে বেশী কাজ করা যায়। এখানে তাহাই হইয়াছে। পুনরায় এখানে আমাদিগকে আসিতে হইবে। "আসিব" বলিয়া প্রতিশ্রুতিও দিয়াছি।

ফটিকরায়ে দেড় দিনের প্রগ্রাম ছিল। মাত্র ১॥০ ঘন্টায় তাহা সারিয়াছি। তিনশত দীক্ষার্থী প্রস্তুত ছিলেন। সময় নাই বলিয়া দীক্ষা দেই নাই। সেখানে যে প্রবল নয়ন-বারির স্রোত দেখিয়াছি, তাহা বর্ষা-স্ফীত যমুনার জলের সঙ্গে তুলিত হইতে পারে। আমি ও সাধনা সিক্ত নয়নে ফটিকরায় ত্যাগ করিয়াছি। প্রবল বারিধারার মধ্যে পড়িলে শুষ্ক কাষ্ঠও সলিল-সিঞ্চনে কোমল হয়।

কাঞ্চনপুর আসিলাম জীপে। সুদীর্ঘ পথ। বিকাল বেলায় আসিয়া পৌঁছিলাম। ভাগ্যে ফটিকরায়ে প্রায় প্রত্যেকে নিজ নিজ উদরে কিঞ্চিৎ হালুয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, নতুবা পার্ব্বত্য পথে জীপের অবিরাম ধাক্কা সহিতে সহিতে পেটের বয়লার হয় ত জবাব দিত। কাঞ্চনপুরে দীক্ষার্থী রিয়াংরা তখনো দীক্ষার ঘরে অনড় হইয়া বসিয়া আছে। তাহাদের বিশ্বাস, বাবামণির বাক্য নড়ে না, তিনি নিশ্চয় আসিবেন।

বিকালে ভাষণ হইল। মনে হইল, অনেকের প্রাণে দাগ কাটিয়াছে। সাধনার ভাষণগুলি আজকাল আগের চেয়েও প্রাণস্পর্শী হইতেছে। আমি আগে মাটীতে চলিতাম, এখন আকাশে উড়ি, এজন্য অনেকে আমার কথার ভাব বক্তৃতা শুনিবার পরে সাত দিন পার না হইলে বুঝিতে পারে না।। এখানে তাহার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেল।

কাঞ্চনপুরে অখণ্ড মাত্র তিনজন, পবিত্র, যোগেশ আর মাখন। কিন্তু ইহারা অসাধ্য-সাধন করিয়াছে। থাকিবার স্থান হইয়াছিল শ্রীবিনোদ বিহারী

পালের বাসায়।

এখানে নাকি বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারকারী কোনও কোনও নবদ্বীপ-খ্যাত গোস্বামী মহাশয় আমার মতকে অশাস্ত্রীয়, আমার পথকে বিপথ বলিয়া খুব যত্ন সহকারে প্রচার করিতেছেন। শুনা কথা, নিজ কানে শুনি নাই, অন্যেরা শুনিয়াছেন বলিয়া বলিলেন। আমি কি মা এসব গ্রাহ্য করি? সম্মান আর অপমান, প্রশংসা আর নিন্দা, ইহাদের কোনটাই আমাকে আমার গতি-হ্রাস করিত বাধ্য করিতে পারে নাই। সুতরাং কাঞ্চনপুরের কাজ সারিয়া ছুটিলাম দশধা।

কিন্তু বাদ সাধিল হাতী। তিনটী হাতীর ব্যবস্থা ছিল। একটী ত আসিলই না। একটী আসিয়া চোরাই হাতী বলিয়া বন-রক্ষীদের গারদখানায় কয়েদ হইল। আর একটী হাতী আসিয়াই পাগলামী সুরু করিল। আমি ও সাধনা উঠিবার চেষ্টা করিয়া আহত হইলাম, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে স্থির হইল, এই হাতীতে চড়া যাইবে না। ইহা কেবল পাগল ও অবাধ্য নহে, ইহা গাছটানা বন্য হাতী, মানুষকে কখনো পিঠে চাপায় নাই। আরও জানা গেল, আসিবার কালে পথিমধ্যে কয়েকজনকে মাহুত সাহেব টাকার লোভে পিঠে চাপাইয়াছিলেন, আর হস্তী মহাশয় অপথে বিপথে দৌড়াইয়া ইহাদের কাহারও মাথায়, কাহারও কাণে, কাহারও হাতে পায়ে গাছের ডালের চোট্ লাগাইয়া পৃষ্ঠচ্যুত হইতে বাধ্য করিয়াছেন। এমন মহিমান্বিত হস্তি-সম্রাটের পৃষ্ঠদেশে আরোহণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা শেষ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে নৌকার শরণাপন্ন হইতে হইল।

কাল বিকাল বেলা বড় অসময়ে দশধা আসিয়া পৌঁছিয়াছি। উঠিয়াছি শ্রীঅখিল নাথের বাড়ী। লোকটী কি ভক্তিপরায়ণ ও আতিথেয়, তাহা বলিবার নহে। অদ্যই পুনঃ নৌকাযোগে তৈসামা পার্ব্বত্য বস্তিতে যাইব। চমৎকার আনন্দ উপভোগ করিতেছি, পাহাড়ী ছেলে মেয়েদের ছবি তুলিতেছি আর ভাবিতেছি তুমি সঙ্গে নাই। সঙ্গে থাকিলে তোমাকেও একবার ঐ পাগলা হাতীর পিঠে চাপাইয়া একটু আস্বাদ দিয়া লইতাম যে আমরা আজীবন কি কঠোর শ্রম স্বীকার করিয়া জনসমাজের প্রাণে ভালবাসাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শ্রম করিয়া যাইতেছি।

এমন ব্যস্ততার মধ্যে পত্র লিখিতেছি যে, একটীর পরে একটী বিষয় সাজাইয়া লিখিবার অবসর নাই।

কাঞ্চনপুরে স্বস্তি সমিতি সৃষ্টি করিয়া হাজার হাজার উদ্বাস্তুকে স্বাবলম্বী করিয়াছেন যিনি, এমন একটি দামী মানুষের সহিত আমার দেখা হইল, —নাম রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন। একদা আমি পাহাড় অঞ্চল নিয়া যে বিরাট পরিকল্পনা করিয়াছিলাম ৮ই জানুয়ারী, ১৯৪১, ইনি তাহারই মতন একটি পরিকল্পনার এখানে সার্থক রূপায়ণ সাধিয়াছেন।

কাঞ্চনপুর হইতে দশধা আসিবার পথে শুকনাছড়াতে একটি চাকমা মহিলা নদীর জলে নামিয়া আসিয়া ইক্ষু উপহার দিলেন। নাম লক্ষ্মীমালা চাকমা। আরম্ভ হইল আতিথ্য। পথে পথে কত বাঙ্গালী, কত পাহাড়ী মহিলারা যে ভিড় করিলেন চরণ--ধূলির জন্য, ছবি রাখিলে এক শত খানা রাখা যাইত। দরদরিতে পাথরের উপর দিয়া নৌকা ঠেলিয়া ছিলেন শুকনাছড়ার ছোট ছোট ছেলেরা আর কয়েজন প্রাণবান পুরুষ।

সাতনালাতে দলে দলে বাঙ্গালী ও রিয়াংরা আসিয়া নৌকায় দেখা করিয়া যাইতে লাগিলেন।

দশধা আসিয়া দেখি, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার কণ্ঠের বাণী সাতদিন ধরিয়া শ্রীহট্টে শুনিয়াছেন, এমন শ্রোতাও আছেন। দরদরির কিছু আগে শুকনাছড়ার পরে অনেক গ্রামের মেয়েদের মধ্যে কেহ কেহ তিনসুকিয়া আমার ভাষণ শুনিয়াছেন। পরিচিত অপরিচিতে মিলিয়া এক অদ্ভুত আলোছায়ার খেলা সুরু হইয়াছে। ইহার ভবিষ্যৎ অতীব উজ্জ্বল। যে কাজ সুরু করিয়াছি, শেষ না করিয়া আর অন্য দিকে মন দিব না, ভাবিতেছি। ইতি-

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২)

হরিওঁ কাঞ্চনপুর
৩০শে ফাল্গুন, ১৩৬৮

কল্যাণীয়াসু ঃ-

স্নেহের মা মঙ্গলময়ী, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

দশধাতে কয়েকটী প্রবীণ খ্রীষ্টিয়ান রিয়াং দীক্ষা নিল। আমি কাহাকেও ডাকি নাই যে, আসিয়া দীক্ষা নেউক, আমাদের সাধন-পন্থা অবলম্বন করুক, কিন্তু ইহারা প্রাণের তাগিদে গভীর আবেগে আসিয়া দীক্ষা নিল। তৈসামাতে খ্রীষ্টান লুসাই ছেলেও জন জয়েক আসিয়া দীক্ষা নিয়াছে। এই সকল পাহাড়ী জাতির ভিতরে কত আগে আমাদের প্রবেশ করিবার প্রয়োজন ছিল। এতদিন আমি অভিযাত্রী দল পাঠাইয়া ইহাদের মধ্যে কেবল সর্ব্বজনীন প্রেম জাগাইয়াছি, এবার স্বয়ং আসিয়াও আমি নিজ ধর্ম্মমতের কথা নিয়া কাহাকেও উপদেশ দেই নাই। সকলকেই বলিতেছি, যে যেই পথ পাইয়াছ, সেই পথেই চল। একাগ্র মনে চলিতে থাকিলে ঐ পথেই ভগবদ্দর্শন হইবে। আমার পথই পথ, আমার মতই মত, অন্য সব মত-পথ বিপথ ও ভ্রান্ত মত, এমন কথা জীবনে আমি কখনো বলি নাই, এমন চিন্তা কখনো কল্পনাও করি নাই। যেখানে যিনি যে-ভাব নিয়া জনসমাজের মধ্যে কাজ করিতেছেন, প্রত্যেককে আমি সহকর্ম্মী বলিয়া জ্ঞান করিতেছি, প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে নহে। এই সরল কথাটা বুঝিতে না পারিয়া অসাম্প্রদায়িকতার ধ্বজাধারী সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বৃথা কলহ সৃষ্টি করিবার ছল খুঁজিতেছেন।

জাম্পুই পাহাড়ের ওপার হইতে বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া অনেক রিয়াং এবং কতক লুসাই তৈসামাতে আসিয়াছিল। তৈসামার চৌধুরী শ্রীমান জয়মঙ্গল রিয়াং কেবল সপরিবারে সপরিজনেই দীক্ষিত হয় নাই, চতুর্দ্দিকের দূর-দূরান্তর হইতে প্রায় আড়াইশত রিয়াং পুরুষ ও নারীকে আনিয়া দীক্ষা লওয়াইয়াছে। শরীরে ও বস্ত্রে অপরিচ্ছন্ন এই জাতিটার প্রাণের ভিতরে এত সদ্‌গুণ রহিয়াছে, ইহা এতকাল কেন যে আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যেরা চিন্তা করেন নাই, তাহাই ভাবিয়া পাইতেছি না। "বর্জ্জন কর" "বর্জ্জন কর" রব তুলিয়া আচার্য্যপাদেরা তাঁহাদের ভক্তিমান্ অনুবর্ত্তীদিগকে গোঁড়া মানব-

দ্বেষীতে মাত্র পরিণত করিয়াছেন,-"গ্রহণ কর" "গ্রহণ কর" বলিয়া সভ্যতা-বর্জ্জিত কোটি কোটি মানবকুলকে আদর করিয়া বুকে তুলিয়া আনিয়া মনুষ্যত্বের অভ্রভেদী হিমাচলের তুঙ্গশৃঙ্গে আরোপণ করিতে চাহেন নাই। এই ভ্রান্তির ফলে তোমরা বারংবার জগদ্বাসীর কাছে ঝাঁটাপেটা হইতেছ।

তৈসামাতে মাত্র দুইদিন ছিলাম। চলিয়া আসিবার সময়ের দৃশ্য কি করিয়া বর্ণনা করিব। চখে চখে জল, বুকে বুকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস, মুখে মুখে "বাবামণি আবার কবে আসিবে।" আমি তবু রিয়াং ভাষা কতকটা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছি, সাধনার হইল বিপদ। দলে দলে নারীরা সাধনাকে জড়াইয়া ধরিতেছে আর ফোঁফাইয়া ফোঁফাইয়া কাঁদিয়া কহিতেছে,-"দিদিগো, আবার কবে আসিবে।" যুগ যুগ ধরিয়া ইহারা কাহারও আসিবার প্রতীক্ষায় ছিল, কেহ আসে নাই। আমি বলিব, সভ্যতা-গর্ব্বী ভারতবাসী আচার্য্যদের প্রতি এই প্রতীক্ষা একটী চ্যালেঞ্জ। খ্রীষ্টান মিশনারীরা ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন কিন্তু প্রাণের নাগাল পাইয়াছেন কি ? মুসলমান ধর্ম্মও কতক স্থানে ঢুকিয়াছে কিন্তু অখণ্ড-মানব-প্রীতির শিক্ষা দিয়াছে কি ?

ফিরিবার পথে সাধনা রহিল নৌকায়, আমি আর অঞ্জন উঠিলাম লক্ষ্মীপুরের ঘাটে। কতকদূর গিয়া অঞ্জনকে পুনঃ নৌকায় পাঠাইয়া দিলাম। আমি শ্রীমান ননী পালের গৃহে উঠিতেই হরিনাম কীর্ত্তন সুরু হইল। দশধা বাজারে আসিয়া কি যে আনন্দের প্রবাহ বহিল, বলিবার নহে। সমগ্র বাজারটীর ঘরে ঘরে হরি-নামের কলরোল উঠিল। কত মিঠাই, কত মণ্ডা, কত সন্দেশ আর কত রসগোল্লা, কত লজঞ্জুস ও কত বাতাসা যে প্রসাদরূপে বিতরণ করিলাম, বলিতে পারিব না। হরিপদ, লালমোহন ও যজ্ঞেশ্বর মৃদঙ্গ-করতাল লইয়া পদব্রজে আসিতেছিল, তাহারা দশধায় মিলিত হইল।

দশধা ঘাটে পুনরায় নৌকায় উঠিলাম। সন্ধ্যার পরে রাধামাধবপুরে শ্রীমান্ হেমন্ত রায়ের গৃহে পৌঁছিলাম। পাইলাম চাঁদপুরের সব লোককে। কত যে ভাল লাগিল। আর কি কখনো চাঁদপুর যাইব ? সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। এখানেই যেন চাঁদপুরটীকে পাইলাম। কিন্তু শরীরে বড় উদ্বেগ। ছই-বিহীন নৌকায় রৌদ্রে দগ্ধ হইতে হইতে চলিতেছি। তদুপরি তৈসামাতে মহামারীর আকারে ম্যালেরিয়া [illegible] চলিয়াছে। রাধামাধবপুরের আসিতে না

আসিতেই শয্যার জন্য ব্যাকুল হইলাম। প্রত্যেক স্থানেই ভাষণ দিয়াছি। এখানে প্রগ্রাম না থাকিলেও ভাষণ দিলাম। গভীর রাত্রে লক্ষ্য করিলাম, শরীর উত্তপ্ত। শেষ রাত্র হইতে সুরু হইল নিদারুণ অতিসার। প্রগ্রাম একটী দিন পিছাইয়া দিলাম।

গতকাল বেলা ১২টাতে কাঞ্চনপুর পৌঁছিয়াছি। পথে পথে প্রায় ত্রিশটী স্থানে ব্যাকুল নরনারী জলে নামিয়া নৌকা থামাইতে বাধ্য করিয়াছে। লক্ষ্মীপুরের লোকেরা সাতনলা ছুটিয়া আসিয়াছে, সাতনলার লোকেরা উড়িছড়া ছুটিয়া আসিয়াছে। শুকনাছড়াতে এক বৃদ্ধা মহিলা জলে ঝাঁপ দিয়া নৌকা ধরিলেন, আর জলে ভাসিতে ভাসিতে কাঁদিতে লাগিলেন, আমাদের ধরিয়া রাখিবার জন্য। ভাগ্যে তাঁহার স্বামী আসিয়া তাঁহাকে ছুটাইয়া নিলেন, নতুবা বিপত্তিই হইত।

যাহা হউক, জীপ পাইলে আজই ধর্ম্মনগর আশ্রমে চলিয়া যাইব, স্থির করিয়াছি। লালজুরিতে স্থানীয় অসুবিধার দরুণ সেখানকার প্রগ্রাম বাতিল হওয়াতে রক্ষা। আজ রক্ত দাস্ত বন্ধ হইয়াছে, তবে জ্বর কমে নাই। শরীর তাজা বোধ করিতেছি। চিন্তার কারণ নাই। ইতি-

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ।

(৩)

হরিওঁ

কাঞ্চনপুর
৩০শে ফাল্গুন, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু :-

স্নেহের বাবা শশাঙ্ক-, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস্ নিও।

আগরতলা হইতে শ্রীমতী শ্যামলার লিখিত কার্ডখানা গতকল্য সাধনার হস্তগত হইয়াছে। সে লিখিয়াছে-"সেদিন দুর্ভাগ্য-বশতঃ আগরতলা বিমান-ঘাটীতে যাওয়া হয় নাই। কিন্তু অন্তরে জ্বালা অনুভব করিয়াছি। তুমি ও শ্রীশ্রীবাবা অসুস্থ দেহে ত্রিপুরা-ভ্রমণে বাহির হইয়াছ। তোমরা কি মনে করিয়াছ, বুঝিলাম না। বাবামণি ত মনে করিয়াছেন যে, তাঁহার পবিত্র দেহ এই অধঃপতিত হতভাগ্য [illegible] জন্য নিপাত করিয়া দিবেন। আর পিতার যাহা ইচ্ছা,

পুত্রীরও তাহাই। তাই তোমরা দেহের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ছুটিয়া আসিয়াছ ত্রিপুরার দুর্গম অঞ্চলে মানুষের কল্যাণ-সাধন করিতে। কিন্তু আমি বলি যে, অসময়ে মূল্যবান্ দেহপাত করিয়া সমাজের কোন্ কল্যাণ সাধিত হইবে? সমাজ ইহার কি মূল্য দিবে? কেন তোমরা এভাবে শরীরপাত করিবে? বালামণির জ্বর নিয়া, তোমার পা ফুলা নিয়া কি দরকার ছিল অবুঝ মানুষের মঙ্গলের জন্য ছুটিয়া আসিবার? আমার একান্ত কামনা, অনুরোধ ও দাবী এই যে, শরীরকে পীড়ন করিয়া তোমরা কাজ করিতে পারিবে না। তোমাদের অমূল্য জীবন এ ভাবে নষ্ট করিতে পারিবে না।" –ইত্যাদি।

পত্রখানা পাইয়া আমরা সত্যই সুখী হইয়াছি কিন্তু পত্রে যে সকল প্রশ্ন করা হইয়াছে, তাহার জবাব ত পত্রের মধ্যেই রহিয়াছে। নূতন করিয়া জবাব আর কি দিব?

কলিকাতায় আমার জ্বর ছিল, কিন্তু প্রগ্রাম বাতিল করিবার কল্পনাও করি নাই। এখানে আসিয়া পাইলাম পাগলা হাতী, তবু প্রগ্রাম বাতিল করি নাই। হাতী ছাড়িয়া দিলাম, খোলা নৌকা ভাড়া করিলাম। তৈসামা আসিয়া শরীর পীড়িত হইল, রাধামাধবপুরে শয্যা লইলাম, তবু প্রগ্রাম বাতিল করি নাই। কাঞ্চনপুর আসিয়া শুনিলাম, লালজুরিই প্রস্তুত হইতে পারিতেছে না, আমরা আর জোর করিয়া যাই কি করিয়া?

এখানে আসিয়া জীপ পাইতেছি না। গতকাল হইতেই চেষ্টা চলিতেছে। অদ্য বিকাল সাড়ে চারিটা পর্য্যন্ত কোন জীপ সংগ্রহ করা যায় নাই। সত্যি, কি সুখেই শ্রীমান্ গোপাল তারণ আর তারাভূষণ রায়ের জীপ নিয়া দক্ষিণ ত্রিপুরার দুর্গম অঞ্চলে ঘুরিয়াছিলাম! যদি কাল পর্য্যন্ত জীপ পাই, তাহা হইলে ধর্ম্মনগর আশ্রমে গিয়া দুইটী দিন জিরাইয়া নিব। তারপরে পুনরায় পার্ব্বত্য দামছড়া, মনাছড়া, দোগাঙ্গা, বাহাদুরপুর। এই স্থানগুলিতে রিয়াং ছাড়াও অনেক লুসাইকে পাইব, কিছু রূপিণীকে পাইব।

–"মানুষ খুঁজিয়া মরে মানুষের মন"-এ গান আমিই না গাহিয়াছিলাম? নিজের রচিত সঙ্গীতকে নিজে জীবন দান করিব না? আমার আত্মোৎসর্গ ছাড়া কি আমার গানে প্রাণ আসিবে? ইতি-

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪)

হরিওঁ

রিয়াং মনাছড়া, ত্রিপুরা
১০ই চৈত্র, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু :-

স্নেহের বাবা অবনী ও ব্রজনাথ, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমি, সাধনা, অঞ্জন ও হরিপদ ১৭ই ফাল্গুন হইতে ত্রিপুরার মনু উপত্যকায় আদিম জাতি রিয়াংদের ভিতরে কাজ করিতেছি। বর্ত্তমানে লঙ্গাই উপত্যকাতে প্রবেশ করিয়াছি। গতকল্য দামছড়াতে নৌকায় চাপিয়াছি প্রাতে, রাত্রি ১১টায় মনাছড়া পৌঁছিয়াছি। রাত্রি একটায় আহারাদি করিয়া শয্যাশ্রয় করিয়াছি। অতি দুর্গম রাস্তা, পাহাড়ী জোয়ান ছেলেরা কোথাও সাত আট জনে, কোথাও বিশ বাইশ জনে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া গাছ পাথর ও কাদার উপর দিয়া নৌকা চালু রাখিয়াছে। নতুবা পার্ব্বত্য নদী লঙ্গাইর স্রোতের বিপরীতে এত অল্প জলে নৌকা রাত্রি তিনটা পর্য্যন্তও পৌঁছিতে পারিত কিনা সন্দেহ। বাহাদুরবাড়ীর লোকেরা সত্যই বাহাদুর। তাহারা এই আশঙ্কাতেই আমাদিগকে রাত্রি সাড়ে সাত ঘটিকার সময়ে আটক করিয়াছিল,–অনুরোধ করিয়াছিল যেন আমরা রাত্রিটা বাহাদুরবাড়ীতেই কাটাইয়া দেই। বাহাদুরবাড়ীর বুদ্ধিমান নর নারীরা এমন ভাবে লঙ্গাই নদীর সমগ্র বুকটা জুড়িয়া কদলীবৃক্ষ, দীপাবলি ও সুদৃশ্য বন্য লতাপাতা দিয়া তোরণ সাজাইয়া রাখিয়াছিল যে, আদরের এই অকৃত্রিম প্রকাশ আমাদিগকে আগেই মনে মনে বন্দী করিয়া ফেলিয়াছিল। কেবল কর্ত্তব্যপালনের দায়িত্ব আমাদিগকে বাহাদুরবাড়ী থাকিতে দেয় নাই।

মনু উপত্যকায় কাজ করিতে গিয়া প্রবল দাস্ত, জ্বর ও আমাশয়ে আক্রান্ত হই। আমি চোট সামলাইতে না সামলাইতে সাধনা অসুস্থ হয়। তারপরে হরিপদ ও অঞ্জন। তাদের দু'জনের উপর দিয়া অসুস্থতার প্রকোপটা কম দেখা গেলেও কায়িক শ্রমের ধকলটা তাহাদের উপরে সর্ব্বদাই বেশী থাকে বলিয়া ক্লান্তও হইয়াছে বেশী। এমতাবস্থায় আমরা যদি মনু উপত্যকার কাজটুকু সারিয়াই ভ্রমণ–তালিকা বাতিল করিয়া দিয়া বারাণসী চলিয়া

যাইতাম, তাহা হইলে কেহ সঙ্গত ভাবে আমাদিগকে দোষী করিতে পারিত না। কিন্তু একবার ভ্রমণ-তালিকা হইলে সহজে আমরা তাহা বাতিল করি না বা তাহাতে পরিবর্ত্তন ঘটাই না।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কাল পথে আসিতে আসিতে একটা আশ্চর্য্য জিনিষ লক্ষ্য করিলাম। ইংরাজ মিশনারীরা লুসাইদিগকে শিক্ষা দিয়া বন্য হিংস্র কুকীর অবস্থা হইতে শিক্ষিত কৃষিজীবীর পর্য্যায়ে ঠেলিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। যাহা করা আমাদের পক্ষেও অসাধ্য ছিল না কিন্তু আমরা অসাধ্য বিবেচনায় বা নিষ্প্রয়োজনীয় জ্ঞানে গত দুইশত বা দুই হাজার বৎসরের মধ্যে যাহা করি নাই, তাহা ইঁহারা করিয়াছেন। আমাদের নৌকা চলিয়াছে ত্রিপুরা ও মিজো পর্ব্বতের মধ্য দিয়া। এক ঘাটে ত্রিপুরার রিয়াং ও হালামরা স্নান করিতেছে, অন্য ঘাটে স্নান করিতেছে লুসাইরা। ত্রিপুরার রিয়াংরা জানে যে আমি পর্ব্বতের অভ্যন্তরে যাইতেছি কিন্তু লুসাইদিগকে এই সংবাদ দেওয়া হয় নাই বা দেওয়া যায় নাই। তথাপি একটী লুসাই মেয়ে মাছ ধরিতে ধরিতে আমাদের নৌকা দেখিয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে যেন বিনা তারে টেলিগ্রাফ হইয়া গেল। অল্প সময় মধ্যে আমরা নদীর একটা বাঁক ঘুরিতে না ঘুরিতে, মিজো পাহাড়ের তীরে তীরে শত শত লুসাই এই নবাগতকে দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া গেল। কেহ কেহ দেখিয়াই ভয়ে পলাইল, কেহ কেহ নিজের অজানিতে হঠাৎ স্যালিউট করিয়া বসিল, অধিকাংশই বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে তাকাইতে লাগিল। দুর্ব্বৃত্ত কুকী আজ সুসভ্য কৃষক হইয়াছে, অজ্ঞ, মূর্খ লুসাই আজ ইংরাজি বলিতে পারে, লিখিতে পারে, সপ্তাহে একদিন গির্জ্জায় যায়। খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর লোকেরা বিংশ শতাব্দীতে বাস করিতেছে। খ্রীষ্টান হইলেও ইহাদের দেখিয়া আনন্দ হইতেছে। একদিন ইহারা সহস্রে সহস্রে আমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। মিশনারীরা হয়ত ইহা বুঝিয়াছেন। তাই হরেক রকমের হাজার হাজার প্রচারপত্র বিলি করিয়া এই নিরীহ সমাজ কর্ম্মীটীর গতিপথে বাধা-সৃষ্টির চেষ্টায় নামিয়াছেন বলিয়া লোকের প্রদত্ত বিবরণী হইতে অনুমান করিলাম।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কাল ঘুমাইয়াছি অনেক রাত্রে! তবু শেষ রাত্রিতে জাগিতে হইয়াছে।

তোমাদের রিয়াং গুরুভাইদের বাড়ীর কুক্কুট-কুক্কুটীবৃন্দ উচ্চ কণ্ঠে উষাগম ঘোষণা করিয়াছে। পালিত শূকর-পালের ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। সারাদিন চলিবে দীক্ষাদানকার্য্য। আগামী কল্য পাহাড়ী নদীর খাড়া উজান ঠেলিয়া পুনরায় যাত্রা করিব দুর্গমতর অরণ্যের দিকে। ইতি-

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ।

(৫)

হরিওঁ

রিয়াং মনাছড়া, ত্রিপুরা

১০ই চৈত্র, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা দ্বিজেন্দ্র ও যোগেশ, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা

কাঞ্চনপুরের কতিপয় ভক্ত শিষ্য। অধিকাংশ ফটোই শ্রীশ্রীবাবামণি নিজে তুলিয়াছেন বলিয়া সকল চিত্রে তিনি নাই।

স্নেহ ও আশিস জানিও।

ত্রিপুরার পার্ব্বত্য-ভ্রমণটা চলিতেছে মন্দ নয়। প্রতিস্থানে একটা করিয়া অনিশ্চিত অবস্থা চলিয়াছে। কলিকাতা হইতে রওনা হইব ত দুইবার করিয়া বিমানের টিকিট বদল করিতে হইল। কাঞ্চনপুর আসিলাম ত তিনটী হাতীর একটীও আমাদের কাজে আসিল না। নৌকায় চাপিব ত পথে পথে গাছ-পালার আর পাথরের বাধায় প্রায় প্রত্যেক স্থানে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করিয়া পৌঁছিতে হইয়াছে। তবে একটী মস্ত বড় আশার রশ্মি কৈলাসহর অখণ্ডমণ্ডলীর এবং দামছড়ার জনসাধারণের আচরণে দেখিয়াছি। মনু উপত্যকার বিপুল ব্যয়ের একটা মোটা অংশ কৈলাসহরের অখণ্ডগণ বহন করিয়াছে। লঙ্গাই উপত্যকার প্রায় পূর্ণব্যয়ভার দামছড়ার জনসাধারণ সাদরে সানন্দে সসম্ভ্রমে বহন করিতেছেন। সুনির্দিষ্ট অভিযানে ইহার পূর্ব্বে এইরূপ স্বতঃপ্রকাশ দাক্ষিণ্য আমরা আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সুখের বিষয় এই যে, আমাদের অভিযান অভিলষিত সুফল প্রসব করিবে বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তিন চারি বৎসর ধরিয়া কর্ম্মী লালমোহন

তৈসামাতে নবদীক্ষিতা রিয়াং-গুরুভগিণীগণ সহ ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী।

বীরগুরুবাক্য পালনের জন্য অকাতরে পাহাড়ের পর পাহাড় আর অরণ্যের পর অরণ্য অতিক্রম করিয়াছে। ক্ষেত্র এইভাবে কতকটা তৈরী হওয়াতেই আমাদের নিজেদের নেতৃত্বে অভিযান আরম্ভ করা সহজে সম্ভব হইয়াছে।

সর্ব্বত্রই এভাবে প্রারম্ভিক সংগঠন হইয়া থাকা প্রয়োজন। কি শিক্ষিত সমাজ, কি অশিক্ষিত গোষ্ঠী সমূহের মধ্যে, তোমাদিগকে আমার আদর্শ ও বাণী লইয়া প্রবেশ করিতে হইবে। পূর্ব্বাচার্য্যদের সহিত সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে আমার কতকগুলি পার্থক্য আছে। রামানন্দ, গোরক্ষনাথ, কবীর, চৈতন্য প্রভৃতি নানকের পূর্ব্বেই আসিয়া নিজ নিজ অমূল্য দান দিয়াছিলেন, কিন্তু নানক কি সুনির্দ্দিষ্টভাবে তাঁহাদের প্রত্যেকের অপেক্ষা ভিন্ন ঢংএর ছিলেন না? গুরুগোবিন্দ যে শাণিত অসি নির্ম্মাণ করিলেন, গুরু নানক কি তাহার ইস্পাতটুকু তৈরী করিয়া রাখেন নাই? বিগত দুই–চারি–পাঁচশত বৎসরের ধর্ম্মাচার্য্যদের প্রত্যেকের আদর্শ ও বাণীর সহিত তোমরা আমার আদর্শ ও বাণীকে তুলনা করিয়া দেখিতে কেন কুণ্ঠিত হইতেছ? সমসাময়িক কালের

এ নৌযাত্রা নির্ব্বিঘ্ন নয়, পদে পদে বাধা, কত গাছ আর ডালপালা যে নদীর বুকে পড়িয়া আছে, তার স্থিরতাই নাই।

আচার্য্যদের দান ও শিক্ষার সহিত আমার দান ও শিক্ষাকে কি তোমরা একই বলিয়া বুঝিয়াছ ? আমি কি কাহারও অনুকরণ বা অনুসরণ ? কেন তোমরা আমার চিন্তার সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ অংশগুলিকে বিচারের সূর্য্যালোকে আনিতে ভয় পাইতেছ ? তোমাদের এই অযত্ন-অবিশ্বাসের কারণ কি ?

স্রোতের বিরুদ্ধে অতি অল্প জলের মধ্যে গাছ আর পাথরের উপর দিয়া ঘর্ঘর আওয়াজ করিতে করিতে প্রয়োজন মত দশ, বিশ, পঁচিশ, ত্রিশ জন রিয়াং যুবক নৌকা ঠেলিয়া এক স্থান হইতে অপর স্থানে আমাদের নিয়া যাইতেছে। কখনো কখনো ভয় হইতেছে, নৌকার বক্ষ বুঝি বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। পাওয়া যাইত কি অন্য কোনও স্থানে এতগুলি যোয়ান ছেলেকে এক সঙ্গে সাত আট ঘণ্টা করিয়া নৌকা ঠেলিতে ? এক একটী তুড়িতে যেন আলাদিনের আশ্চার্য্য প্রদীপের কাজ হইয়া যাইতেছে। অন্যত্রও ইহা সম্ভব। অন্যত্রও অসম্ভবকে সম্ভবের পর্য্যায়ে তোমরা আনিতে পার।

চেনা ছিল না, জানা ছিল না, কেবল স্বামীর মুখে শুনিয়াছে, পতিত উদ্ধার করিতে আসিয়া "বাবামণি" আর "দিদিমণি" পাগলা হাতীর পিঠ হইতে পড়িয়া গিয়াছেন। তাই চাক্‌মা মহিলা লক্ষ্মীমালা শুক্‌নাছড়ার পথে অভ্যর্থনা করিতে ছুটিয়া আসিয়াছেন। সকলের দক্ষিণে লক্ষ্মীমালা, ঠিক মধ্যস্থলে তাঁহার স্বামী।

কিন্তু কাছাড়ের অখণ্ডগণ নিজ জেলার প্রান্ত-প্রান্তান্তরে অবস্থিত খাসিয়া, ডিপরা, রিয়াং, ডিমাছা ও জেমিনাগাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়া কাজ করিল কৈ ? নগাঁও, লামডিং মণিপুর রোডের অখণ্ডগণ, মিকির, লালং, কাছাড়ি, কুকি ও আঙ্গামী নাগাদের ভিতরে কাজ করিয়া রাখিল কৈ ? প্রত্যেকে নিজ নিজ অঞ্চলের সর্ব্বাপেক্ষা অনুন্নত জাতিগুলির মধ্যে বারংবার প্রবেশ করিতে থাকিলে আমার গমনপথ সুগম হয়। আমি কি শ্রম করিতে কখনও কুণ্ঠিত হই, না বিপদকে কখনো ভয় পাই। এতদিন আমাকে দেখিয়াও তোমরা ইহা বোঝ নাই।

অবিলম্বে তোমরা সর্ব্বত্র কাজ সুরু কর। জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, মলসুং, হালাম, কাইফেং, চাকমা, মিকির, লালং আদি সকল শ্রেণীর বন-পর্ব্বতবাসী জাতির মধ্যে তোমরা বারংবার প্রবেশ করিতে থাক। আমি একা যাহা করিতে পারিতেছি না, তোমরা সকলে মিলিয়া অল্প অল্প করিয়া কাজ করিয়া রাখিয়া আমাকে তাহা করিতে সহায়তা দাও। বারংবার বলিতেছি,—তোমরা আমার বাহু হও।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

আমি সুনিশ্চিত জানি, আমার মতবাদ, আদর্শ ও কর্ম্মনীতি আধুনিক
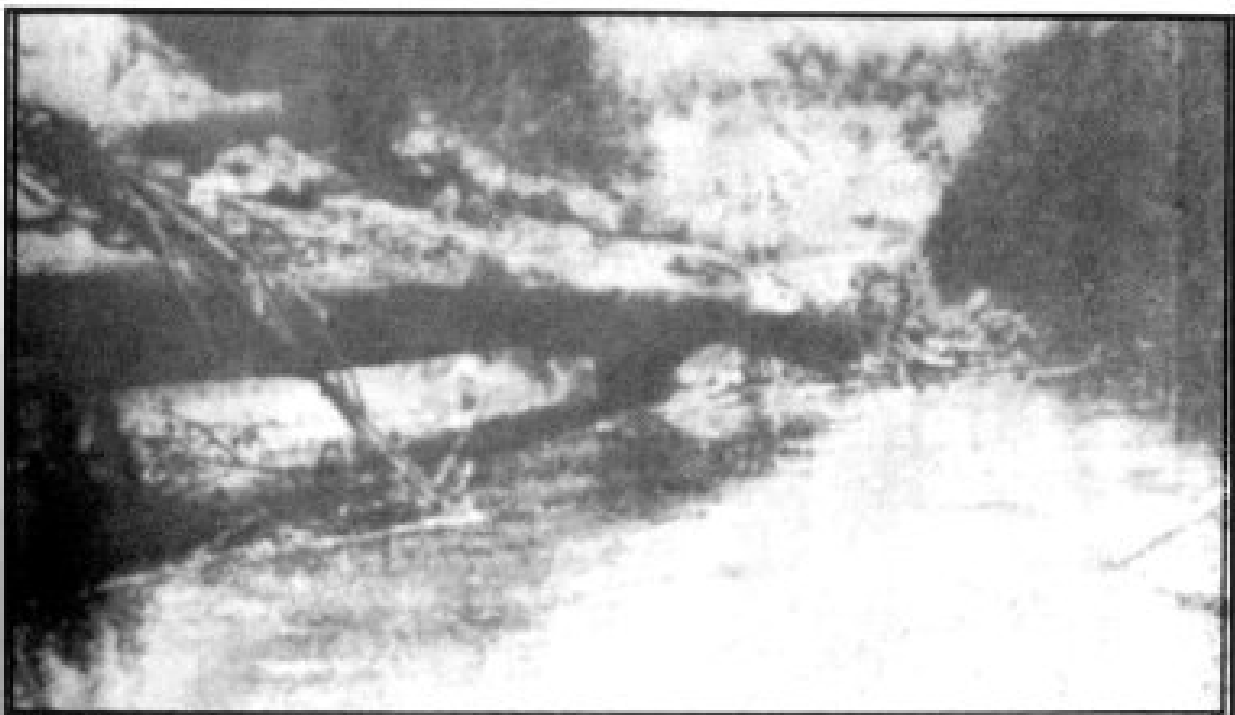
মহামহীরুহ আজ সিকি শতাব্দী ধরিয়া পথরোধ করিয়া আছে। ইহার নীচে দিয়া নৌকা টানিয়া নিতে হইবে।

কালের কোনও প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষেরই অনুকরণ নহে। মধ্যযুগের প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষগণেরও কাহারও ইহা অনুসরণ নহে। আমি সুনিশ্চিতরূপে জ্ঞাত যে, অতীতের বিপুল গৌরবের সহিত ভবিষ্যতের অনন্ত মহিমার আমি সেতু-স্বরূপ। তিনশত বৎসর পার হইলে আমার প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ হইবে। তাই আমি নিজেকে প্রচারিত, প্রতিষ্ঠিত বা পরিপূজিত দেখিবার জন্য বিন্দুমাত্র ব্যস্ত নহি। নির্দ্দিষ্ট একটী ধর্ম্মসম্প্রদায় গড়িয়া ভারতের অন্তহীন সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে একটী সংখ্যার বৃদ্ধি আমার কাম্য নহে। বিগত দুই হাজার বছরের মধ্যে সম্প্রদায় অনেক গড়া হইয়াছে কিন্তু তাহার মধ্যে কয়টী সম্প্রদায় 'নেশান' গড়িয়াছে? বিগত এক দেড়শত বৎসরের মধ্যে অনেক ধর্ম্মগুরুর আবির্ভাব হইয়াছে কিন্তু যাঁহাদের উপরে দেশ ও জাতি অনেক আশা ন্যস্ত করিয়াছিল, তাঁহাদের কেহ কেহ ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজনীয়তাকে মানিলেন না বলিয়া, কেহ কেহ বা উদাত্ত আদর্শবাদকে কেবল অবতার প্রতিষ্ঠার খাতে খরচ করিয়া ফেলিলেন বলিয়া অভিলষিত ফললাভ হইল না। আমি সেই ভুলগুলি করিতে চাহি না। শাস্ত্রে অবতারের

কাঞ্চনপুরের উৎসাহী বাঙ্গালী যুবকেরা দুপুর রৌদ্র পর্য্যন্ত পদব্রজে নৌকার অনুসরণ করিতেছেন। এখন তাহারা ফিরিবেন।

যাহা যাহা লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত হয়, আমার মত অতি তুচ্ছ লোকের ভিতরেও তাহার সাত কি সাড়ে সাত গণ্ডা লক্ষণ খুঁজিলে মিলিতে পারে বলিয়া অনেক শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি। কিন্তু আমি অবতার হইয়া ভবিষ্যৎ ভারতের উন্নততর মহিমা অর্জ্জনের পথে নূতন একটী কণ্টক হইতে চাহি না। যাঁহাদের আবির্ভাব কেবল অপরের পূজা পাইবার জন্য, সকলের ভিতরে পূজাস্পদতার উন্মেষণ নহে, আমি তাঁহাদের দলে থাকিতে চাহি না। এই জন্যই এই গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াও আমি ব্রহ্মচর্য্যের বাণী আর মানুষ মাত্রেরই ব্রাহ্মণত্বের বার্ত্তা ছড়াইতেছি। প্রত্যেককে বলিতেছি, তুমিই ব্রহ্ম, তুমি আর কিছু নহ।

প্রাতঃকালে ব্রজনাথকে এক পত্র দিবার সময়ে লিখিয়াছিলাম, অনুমান করিতেছি যে, খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রচারকেরা এই অঞ্চলে আমার আগমনকে অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। সায়ংকালে তোমাকে পত্র লিখিবার কালে একথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারিতেছি যে, তাঁহারা আমাদের কাছে লুসাই খ্রীষ্টানদিগকে আসিতে পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এত ভয়

নিদারুণ 'দরদরি' বা জলপ্রপাত। জল মাত্র ৬" (ছয়) ইঞ্চি, কিন্তু তোড়ের সম্মুখে দাঁড়ান দুঃসাধ্য। নীচে কঠিন পাথর। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়াছেন, আগামী অভিযানে সম্ভব হইলে ছেনি, হাতুড়ি, গাইত ও সাবল নিয়া আসিবেন এবং পাথরের দন্ত দূর করিবেন।

কেন বলিতে পার ? জোড় কলমের গাছ পুতিতে হইলে সব সময়েই মনে ভয় থাকে, কি জানি, আগেকার আসল গোড়াটা হইতে যদি আবার নূতন অঙ্কুর উঠিয়া কলমী বিদেশী ডালটুকুর বৃদ্ধিকে বন্ধ করিয়া দেয় ? আমাদের ধর্ম্ম ও আদর্শ এদেশের মাটির জিনিষ। বিলাতী গ্র্যাফটিং করিবার পরে কলমের চারার তত্ত্বাবধায়কদের কেবলই ভয়, কি জানি, সামান্য ঝড়ে যদি জোড় কলমের কৃত্রিম জোড়টী হঠাৎ মট করিয়া ভাঙ্গিয়া যায় ? হঠাৎ যদি এতদিনের পরিশ্রমে নির্ম্মিত গির্জ্জাঘরগুলির বাঁশের চালা দাউ দাউ করিয়া পাহাড়ী দাবানলে জ্বলিয়া যায় ? ধর্ম্ম যেখানে মাটির স্বভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, সেখানে এই জাতীয় ভয়ের কারণ কম। ভারতীয় ব্রহ্মবাদ যে বৌদ্ধ শূন্যবাদের বিপুল প্লাবন, ছয় সাতশত বৎসর মুসলমান রাজত্ব আর দুইশত বৎসর খ্রীষ্টান রাজত্বের পরেও লুপ্ত হয় নাই, তাহার বাস্তব কারণ ইহা।

একটু চিন্তা করিলেই বুঝিবে, মিশনারী সাহেবদের ভয় নিশ্চয়ই

"দরদরি"র মুখে কয়েকখানা নৌকা আসিয়া জমিয়াছে। সব নৌকার লোক এবং স্থানীয় অধিবাসীরা সকলে মিলিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির নৌকাখানা ঠেলিতেছেন। স্থানটা বিপজ্জনক বলিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি, ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী প্রভৃতি নীচে নামিয়া গিয়াছেন। এই খোলা নৌকাখানাতেই প্রচণ্ড রৌদ্র-তাপ সহিয়া ভ্রমণ চলিতেছে।

তোমাদের উৎসাহ-বৃদ্ধির সঙ্গত কারণ হইতে পারে। আমরা খ্রীষ্ট-ধর্ম্মকে তাহার যোগ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহি না, ভারত হইতে যীশু খ্রীষ্টের অবদানকে আমরা মুছিয়া ফেলিবার কামনা করি না, বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্করের ন্যায় তাঁহাকেও আমরা জগৎপূজ্য মহাপুরুষ বলিয়া জ্ঞান করি। কিন্তু আমাদের অখণ্ড-বাদের দুর্ব্বার গতি আপনা আপনি জগতের অনেক মতবাদকে রূপান্তরিত করিবে, এই বিশ্বাস বন-পর্ব্বত ভ্রমণের পরে আমার শতগুণ বাড়িয়াছে। ☆ ☆ ইতি।

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ।

(৬)

হরিওঁ

দুগাঙ্গার পথে নৌকায়
১১ই চৈত্র, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা নরেন্দ্র, অমলা, সত্যেন্দ্র, ক্ষিতীশ ও করুণাময়, তোমরা
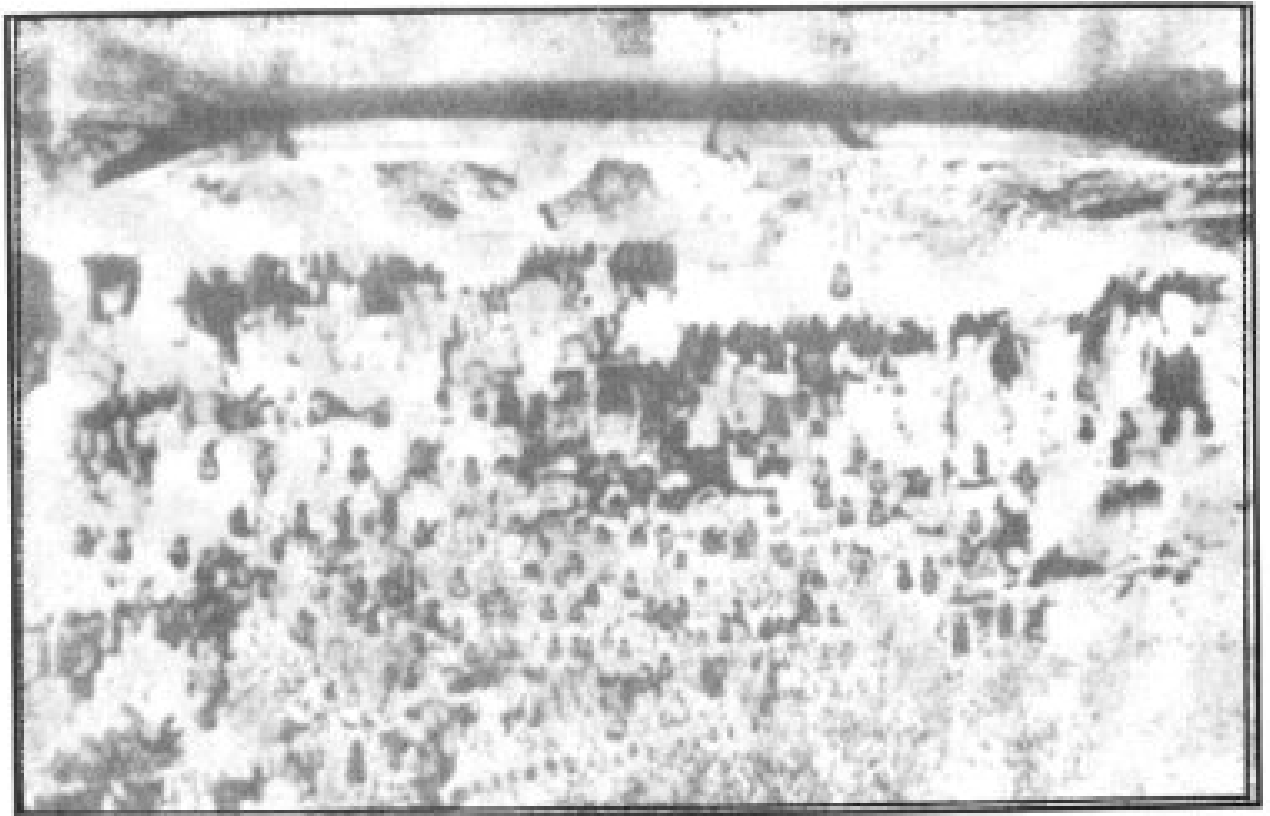
সাতচলার ঘাটে বিপুল সংখ্যায় রিয়াং এবং পূর্ব্ববঙ্গের দেশ-ত্যাগী বাঙ্গালী নরনারীরা তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন, যাঁহার কথা এক যুগ ধরিয়া পাহাড়ে পাহাড়ে শোনা যাইতেছিল।

সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পার্ব্বত্য ত্রিপুরার এক দুর্গম অঞ্চলে নৌকা-পথে চলিতে চলিতে এই পত্রখানা লিখিতেছি। দুই এক পংক্তি করিয়া লিখিতেছি আর দুই চারিটি করিয়া দংশমশক বা ডাঁশকে তাড়াইতেছি। এই মশাগুলি দেখিতে ক্ষুদ্রাকৃতি মাছির মত, পাখাগুলি অনেক বড় ও লম্বা, রক্তশোষক শুণ্ডটী অতি দীর্ঘ এবং তীক্ষ্ণ, পুরু জামার ভিতর দিয়াও শূল বিধাইয়া অনায়াসে রক্তপান করে। চর্ম্মের যেখানে ইহাদের শুণ্ডটী ফুটিবে, রক্ত শোষণ করিতে সক্ষম হউক কি না হউক, রাখিয়া যাইবে তীব্র একটী দীর্ঘস্থায়ী বেদনা আর তাহার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টি করিবে একটী চর্ম্মস্ফীতি। ইহাদের হাত হইতে শরীরটী বাঁচাইতে হইলে সর্বক্ষণ ইহাদেরই শ্রীচরণ ধ্যান করিতে হয়। কারণ, চরণ-লাভ হইলেই শুণ্ডটী চর্ম্মে প্রবেশ করিল আর কি ! সুতরাং সেই দিকে লক্ষ্য না দিয়া জোর করিয়া লেখনীর সেবায়ই মনঃসন্নিবেশ করিলাম।

পরশ্ব রাত্রে আমি মনাছড়া পদার্পণ করিয়াছি। আমি আসিবার চারি বৎসর পূর্ব্বেই ইহারা অখণ্ড-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মন্দিরে অখণ্ড-বিগ্রহ

দশঘাতে নবদীক্ষিতগণের একাংশ। এই সমাবেশের একচতুর্থাংশ ভক্ত এবং তিনচতুর্থাংশ শিষ্য।

বিরাজমান। ইহারা মন্দির মধ্যে আমার কোনও প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করে নাই। আমার আদর্শকে এই পাহাড়ী রিয়াংরা অন্তর দিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এখানে আসিয়া সত্যই প্রাণে বড়ই শান্তি পাইয়াছি। এই মন্দিরে বসিয়া দ্বিশতাধিক পুরুষ ও নারী দীক্ষা নিয়াছে। আমার একটী ও সাধনার দুইটী ভাষণ শুনিয়াছে, সাধনার ভাষণ শুনিতে শুনিতে চখের জলে বুক ভাসাইয়াছে, আর নদীতীর পর্য্যন্ত আমাদের অনুগমন করিয়াছে, নৌকা ছাড়িবার সময়ে আকুল হইয়া কাঁদিয়াছে। শ্রীমান্ ভক্তিরাম রিয়াং কয়টী বৎসর ধরিয়া কি শ্রম করিয়াছে, ফলের দ্বারা তাহার পরিচয় হইল। তোমরা কত জন কত স্থানে আমাকে আসিবার জন্য ডাক কিন্তু আমার আসার চারি বৎসর পূর্ব্ব হইতেই অখণ্ড-মণ্ডলী স্থাপন করিয়া অখণ্ড-মন্দির রচনা করিয়া, নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনাগুলি চালাইয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখ না। ভক্তিরামেরা

জাম্পুই পাহাড় অতিক্রম করিয়া দশধাতে দীক্ষা নিতে আসিয়াছেন চারিজন রিয়াং। মধ্যস্থলে দশধার আতিথ্যদাতা ভক্তিমান শ্রীঅখিলচন্দ্র নাথ, বামে দ্বিতীয় স্বর্গীয় শশীচন্দ্র রিয়াং।

ইহা করিয়াছে। ইহারা তোমাদের মত বাংলা-ইংরাজি পড়ে নাই, ব্যবসা-বাণিজ্য করে নাই, ধন-দৌলত দেখে নাই, রেল-মোটর চড়ে নাই কিন্তু আসল জায়গায় কেমন খাঁটি রহিয়াছে। তোমরা যদি সর্ব্বস্থানে ইহাদের মতন হইতে, তাহা হইলে এই নশ্বর তনু খসিয়া যাইবার পূর্ব্বে আমি কত কাজই না করিয়া যাইতে পারিতাম।

লঙ্গাই নদীর এক তীরে ত্রিপুরার বন ও পাহাড়, অন্য তীরে মিজো (লুসাই) রাজ্যের বন ও পাহাড়। খ্রীষ্টধর্ম্ম শতাধিক বৎসর জুড়িয়া মিজো রাজ্যে একচ্ছত্র প্রতাপে প্রচারিত হইয়াছে, বাহিরের কাহাকেও এই রাজ্যে ইংরেজ-রাজ প্রবেশ করিতে দেয় নাই। শতাধিক বৎসরের মধ্যে একমাত্র খ্রীষ্টান মিশনারীদের বচনামৃত ছাড়া আর কিছু লুসাইরা শোনে নাই। ফলে ইহারা গীর্জ্জায় যাইতে শিখিয়াছে, সিগার খাইতে শিখিয়াছে, গায়ে পায়ে

তৈসামার চৌধুরী শ্রীজয়মঙ্গল রিয়াং, তাঁহার পত্নী ও পুত্র কন্যাগণ সহ শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব। ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবীকে শ্রীশ্রীবাবামণির ঠিক পিছনে একখানা পাহাড়ী চাদর গায়ে দেখা যাইতেছে।

সাবান মাখিতে শিখিয়াছে, ফাউণ্টেনপেন দিয়া লিখিতে শিখিয়াছে, মাথায় হ্যাট চড়াইতে শিখিয়াছে। আর কি কি ইহারা শিখিয়াছে, আমাদের এখনও জানিবার সুযোগ হয় নাই। স্বাধীন ভারতের সরকারও মিজো রাজ্যে আমাদের প্রবেশ সম্পর্কে ইংরাজের ন্যায়ই কঠোরতা রক্ষা করিয়াছেন, শুনিলাম। ইহাতে খ্রীষ্টধর্ম্মকে আরও উগ্রভাবে প্রচারিত হইবার সুযোগ দেওয়া হইতেছে কি না, বিবেচ্য। একশত বৎসরের মধ্যে ভারতে রামমোহন, দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রামতীর্থ, অরবিন্দ আদি চিন্তাবীরের জন্ম হইয়াছে। মিজো রাজ্যে ইহাদের একটী বাণী প্রবেশ করে নাই, ইহাদের নাম কেহ শোনে নাই। অথচ ইহা ভারতবর্ষেরই অংশ, আসামের দণ্ডমুণ্ড-বিধাতাদের শাসনাধীন।

চলিতে চলিতে লক্ষ্মীছড়া বাজারের নিকট আসিলাম। বাজারটী মিজো রাজ্যে। কয়েকটী লুসাই ছেলে স্নান করিতেছিল। ক্যামেরা ধরিতেই অ্যাটেনশান হইয়া দাঁড়াইল। বুঝিলাম, ইহারা ফটো তোলা ব্যাপারটা ভালভাবে জানে। কিন্তু ছবি আর তোলা হইল না। আমি স্বাভাবিক "পোজ" চাহিতেছিলাম।

নদীর কয়েকটী বাঁক ঘুরিতেই একস্থানে দেখিলাম, একটী চিতা সাজান রহিয়াছে। কাঠগুলি সাজাইবার ভিতরে বেশ একটা শিল্পবোধ লক্ষ্য

তৈসামাতে নবদীক্ষিতা রিয়াং-গুরুভগিণীগণসহ ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী।

করিলাম। ফটো তুলিয়া লইলাম। বেলা তখন সাড়ে এগারটা, শুনিলাম লুসাই হিলের কে একজন অখ্রীষ্টান রিয়াং মারা গিয়াছে। দুই এক ঘণ্টা পরে তাহার শব আসিবে এবং সৎকার সুরু হইবে। চলিয়াছি দুগাঙ্গা, অনেক দূরের পথ, শুনিলাম, পৌঁছিতে পৌঁছিতে রাত্রি দুইটা এমন কি চারিটাও হইতে পারে, পথে আবার খেদাছড়া অখণ্ডমন্দির দেখিয়া যাইতে হইবে। তাই আর দেরী করিলাম না। সজ্জিত চিতার ফাঁকে ফাঁকে আমরা সকলেই এক এক টুকরা কাঠ গুঁজিয়া আসিলাম। সাধনা, অঞ্জন ও রিয়াং শিষ্যগণ হরিওঁ ধ্বনি করিল। —যে কায়া পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার আত্মার শান্তি হউক।

মনাছড়া হইতে নৌকা ঠেলিবার জন্য দশটী যুবক আসিয়াছিল। লক্ষ্মীছড়া পার হইতে না হইতে নূতন পনেরটী যুবকের সহিত দেখা হইল। নৌকা ঠেলিবার জন্য খেদাছড়া হইতে ইহারা আসিয়াছে। পুরাতন দল বিদায় হইল, নূতনেরা কাজ হাতে নিল। বেলা ১॥০ টায় খেদাছড়া পৌঁছিলাম। বিরাট জনতা নদীর তীরে দাঁড়াইয়াছিল। সকলকে নিয়া গেলাম অখণ্ড-মন্দিরে। দুই বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অথচ এ
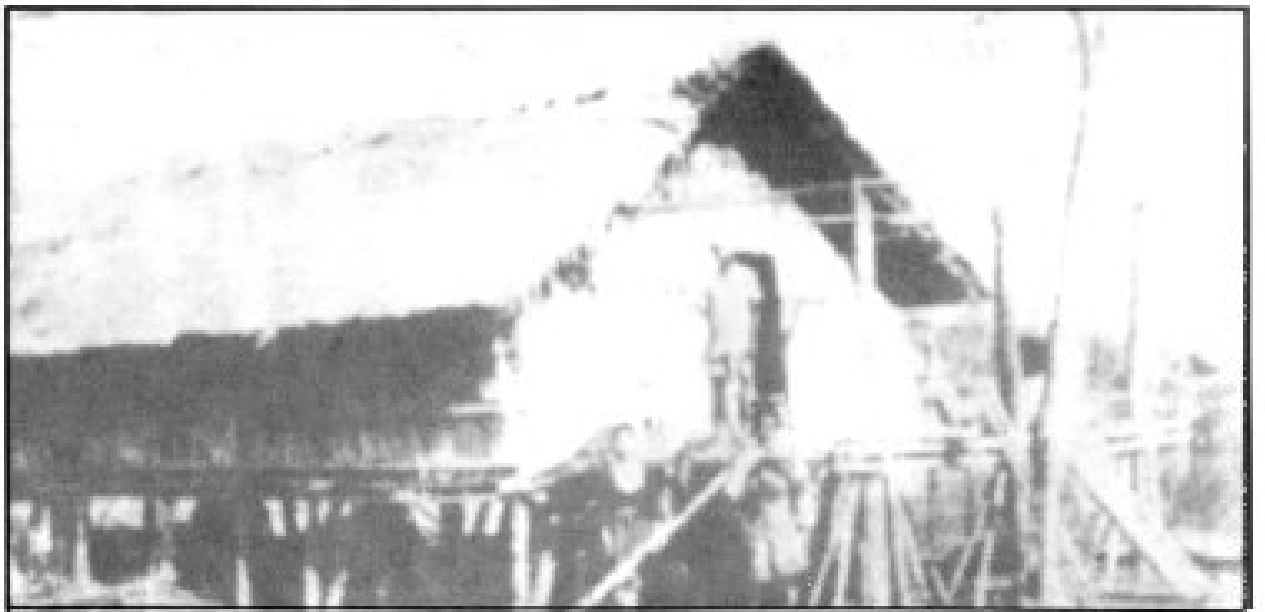
তৈসামার জনৈক রিয়াং গৃহস্থের গৃহ। এই একটি ঘরের মধ্যেই পরিবারের সকল লোক থাকে, রান্না করে, খায় ও ঘুমায়। রাত্রিতে মলমূত্র ত্যাগের জন্য বাহিরের বনে যায় না। মাচার নীচে গৃহপালিত শূকরেরা নিয়ত মেথরের কাজ করে।

অঞ্চলে পূর্ব্বে কখনো আসি নাই। ভগবানের কাজ ভগবান করিয়া যাইতেছেন, আমি উপলক্ষ্য মাত্র।

কিন্তু তোমাদের মনে ইহা হইতে কি কোনও প্রেরণা আসিতেছে না? রিয়াংরা আমাকে না দেখিয়াও অগ্রগতির পথে চলিতেছে। আর তোমরা? খেদাছড়ায় দ্বিতীয় দল যুবকও বিদায় নিল, এবার আসিল দোগাঙ্গার রিয়াং যুবকদল। সংখ্যায় ইহারা পঁচিশজন। ইহাদের নেতা কুসৌফা। মিজো পাহাড়ে থাকে, অত্যাচার উৎপীড়নের ভয় প্রদর্শন সত্ত্বেও খ্রীষ্টান হইতে রাজি হয় নাই। নির্ভয়ে সে বাঘের মুখে লাফাইয়া পড়িতে পারে। মারো জোরে—হেঁইও, চল সমানে—হেঁইও, ডবল জোরে—হেঁইও, চল্ উড়িয়া—হেঁইও—নৌকা দারুণ বেগে ছুটিল। হেঁইও কথা অধিক তাৎপর্য্যযুক্ত নয়, সুতরাং কিছুক্ষণ পরে সুরু হইল, মারো জোরে—জয়গুরু, ঠেল জোরে—জয়গুরু, টানো জোরে—জয়গুরু, চল্ সাম্‌নে—জয়গুরু। এসব রিয়াং কথা নহে, বাঙ্গালীর কাছে এসব ইহারা শিখিয়াছে, কিন্তু কেবল কথা, তর্ক আর আলোচনা না করিয়া সত্যই ইহারা একত্রিশ হাত লম্বা নৌকাখানাকে ঝড়ের বেগে উড়াইয়া নিয়া ছুটিল। নৌকার বেগে জল উল্টা দিকে বহিল, যেখানে
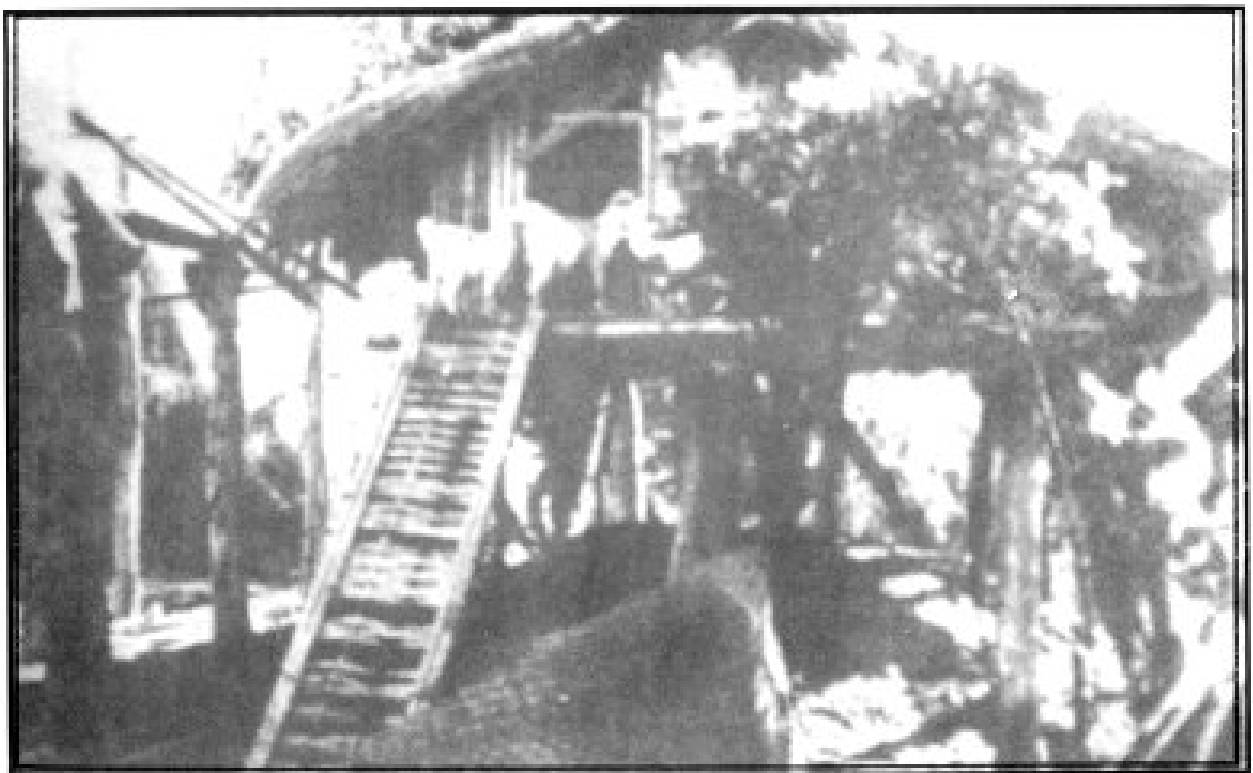
রিয়াংদের ছাগপালন-গৃহ—তৈসামা। সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া ছাগলেরা দিনমানে ওঠে এবং নামে। হিংস্র জন্তুর ভয়ে রাত্রে নীচে রাখা অসম্ভব।

শুকনা ছিল, সেখানে নৌকা আপনা আপনি ভাসিল ও চলিল। এবার সত্যই যমুনা উজানে বহিতে লাগিল। কাণ্ড দেখিবার জন্য লুসাই খ্রীষ্টান আর রিয়াং খ্রীষ্টানের দল বাল-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। প্রথমে আসিল দেখিতে, তারপরে ছুটিতে লাগিল নৌকার পিছে পিছে, শেষে মহানন্দে নিতে লাগিল প্রসাদ। হয়ত কাহারো নিষেধ ছিল কিন্তু প্রেমের বন্যায় সেই নিষেধ ভাসিয়া গেল মনে হইতেছে।

অনাসক্ত দর্শকের মতন সব দেখিয়া যাইতেছি। তরুণ কৈশোরে পাহাড়ে ছুটিয়া আসিয়াছিলাম, ইংরাজ-প্রভু পুলিশ-বেষ্টিত অবস্থায় হাতকড়ায় বাঁধিয়া বাহির করিয়া দিয়াছে। বর্ষীয়ান জীবনে দেখিতেছি, আমার আর নিষিদ্ধ এলাকায় যাইতেও হয়ত হইবে না,—হাজার হাজার নরনারী আপনি কি ছুটিয়া আসিতে পারে না?

পারে, কিন্তু আমার দীক্ষিত পুত্রকন্যাগণ সত্য সত্যই শিষ্য হইল
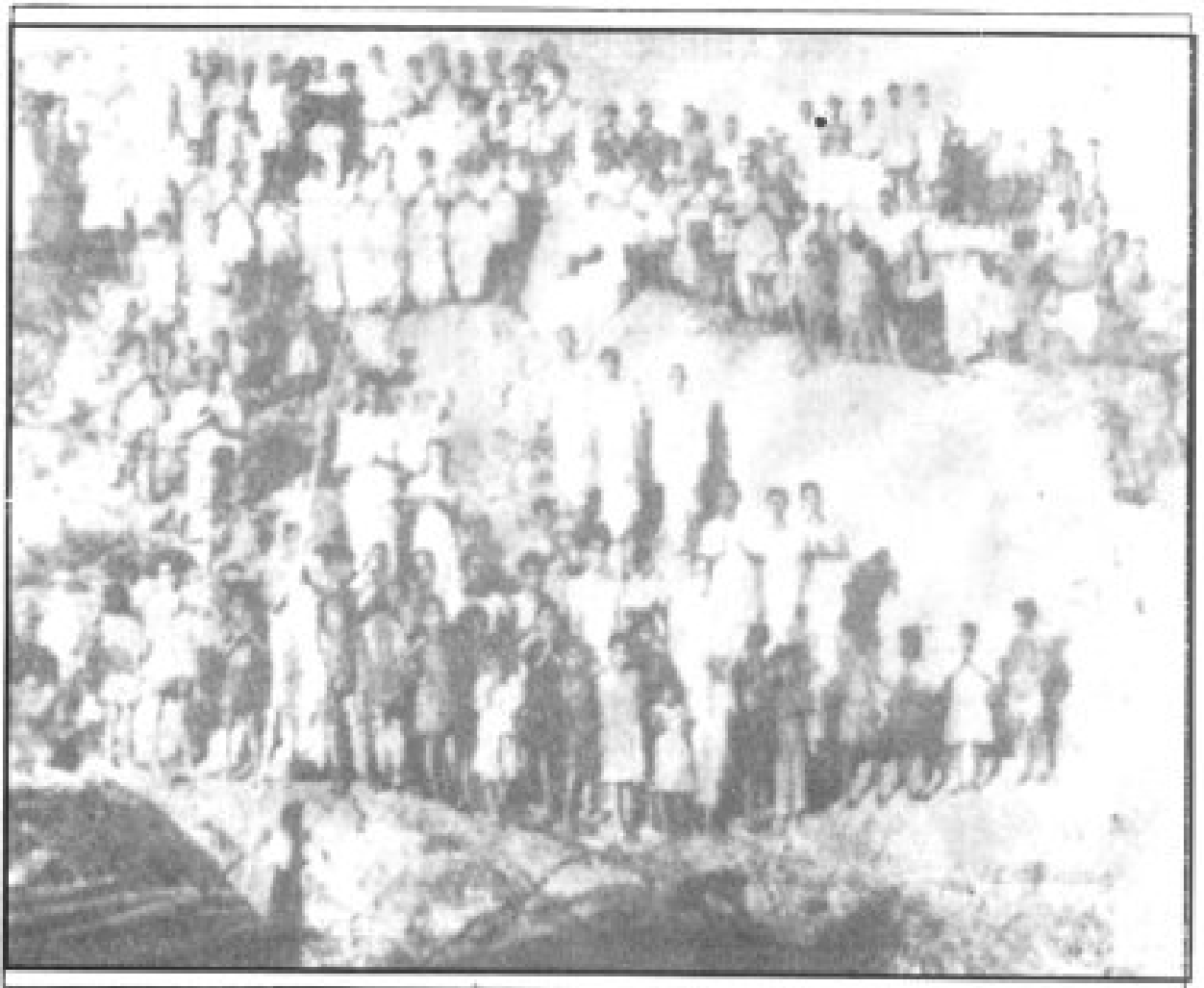
তৈসামা হইতে রাধামাধবপুর যাইবার পথে দশধার ঘাটে বিদায়-সম্ভাষণ।

কি ? পারিল কি তাহারা আমার চিন্তা ও আদর্শকে প্রচারের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে, শ্রম স্বীকার করিতে, লোকনিন্দা ও বাধাবিঘ্নকে পদদলিত করিয়া নির্ভয়ে অগ্রসর হইতে ?

পারিলে কি তোমরা আমার বাণী সর্ব্বত্র ছড়াইতে ? আমি বৃদ্ধ বয়সে ব্যাসিলারী ডিসেন্ট্রি আর প্রবল জ্বরকে গ্রাহ্য করিলাম না, দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া কাজ করিয়া যাইতেছি, সাধনা তাহার হাঁটুর প্রচণ্ড ব্যথা, জ্বর ও আমাশয় নিয়া উঠানামা ছুটাছুটি করিতেছে। লক্ষ দেড়লক্ষ শিষ্যের গুরু ভারতে বা পৃথিবীতে আর কবে কোথায় এমন গুরুশ্রম করিয়া কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছেন ? কেন একলক্ষ দেড়লক্ষ লোক আমার শিষ্য হইল, এই প্রশ্ন কি আমি করিতে পারি না ? ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭)

হরিওঁ

দুগাঙ্গা, ত্রিপুরা
১২ই চৈত্র, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা জিতেন্দ্র ও তেজেন্দ্র, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমি যদি এই সময়ে বন-পাহাড়ের কাজে ব্যস্ত না থাকিতাম, তাহা হইলে এখন আমি পুপুন্কীর প্রচণ্ড রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া হইয়া মঙ্গল-বাঁধের কার্য্য-পরিসমাপ্তির জন্য শ্রম করিতাম।

যেখানেই যাই, শ্রমেই আনন্দ পাই। বই পড়া আর শারীরিক শ্রম করা—এর চেয়ে আনন্দদায়ক কাজ আর কি আছে ? প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া বই পড়া খতম হইয়াছে, কিন্তু শ্রম করাটা বন্ধ হয় নাই, কখনো হইবেও না। তারের যন্ত্র বাজাইতাম, ছাড়িয়া দিলাম। তানপুরা দিয়া গলা সাধিতাম, ছাড়িয়া দিলাম। গাহিতাম গান, ছাড়িয়া দিলাম। আঁকিতাম ছবি, ছাড়িয়া দিলাম। সব ছাড়িলাম কিন্তু একটী কাজ ছাড়া গেল না। সেই কাজটীই একবার আমাকে বনে আর পাহাড়ে, আর একবার পুপুন্কীর

কঠিন মৃত্তিকার গভীর গহ্বরে টানিয়া নিয়া যাইতেছে। বাগ্মী বক্তৃতা বলিতে গেলে ছাড়িয়াই দিয়াছে, ক্বচিৎ-কদাচিৎ বাগ্মিতার কাব্যময়ী রূপরেখা কণ্ঠে ফুটিয়া ওঠে,–বাকি সময় কেবল সাধারণ কথা বলি। জীবন ভরিয়া কথা কহিলাম, কে সেই কথা শুনিয়া কাজ করিয়াছে? একদা বিপ্লবী দল প্রাণের মায়া ছাড়িয়া একজনের লেখনী নিঃসৃত দুই চারিটী বাণীকে সম্বল করিয়া "গীতা" আর "কর্ম্মের পথে" বক্ষে চাপিয়া মৃত্যুবরণ করিতে ছুটিয়া যাইত। আজ সেই যুবকেরা কোথায়? তোমরা দলে দলে শিষ্য হইতেছ, দীক্ষার ঘরে ঢুকিতেছ, প্রায় কেহই আদেশ পালন কর না, আদেশের অর্থ বোঝ না, ইঙ্গিত আর উপদেশের কথা ছাড়িয়াই দিলাম।

লুসাই-সীমান্তবর্ত্তী ত্রিপুরার এই অঞ্চলটীতে অতীতে কখনও আসি নাই। পশ্চিমে জাম্পুই পর্ব্বতের খ্রীষ্টানগণ আর পূর্ব্বে মিজো পর্ব্বতের খ্রীষ্টানগণ এই অঞ্চলের রিয়াং অধিবাসীদিগকে যেন চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া আছে। প্রায় ষাট বৎসর হয়, রিয়াংদের মধ্যেও একটা বিরাট অংশ খ্রীষ্টধর্ম্মের আশ্রয়ে চলিয়া গিয়াছে। হ্যাট ও প্যাণ্ট পরা, দৈনিক দাঁড়ি কামান, পমেড-পাউডার মাখা, সবই ইহারা শিখিয়াছে। আর একটী কাজ যাহা শিখিয়াছে, তাহা অতি চমৎকার। আজ সকালে শ্রীমান কুসৌফা রিয়াং (Kusoufa) (কুসৌফার ভাল নাম বিদ্যমণি) ও তাহার স্ত্রী শ্রীমতী খন্দরুং হরিওঁ কীর্ত্তন করিতে করিতে একদল দীক্ষার্থী ও দীক্ষার্থিনী লইয়া মিজো পর্ব্বত হইতে আগমন করিল। তাহাদের সংখ্যা একশত পাঁচ। তাহাদের মুখে শুনিলাম, খ্রীষ্টানরা বলিতেছে, সকলে খ্রীষ্টান না হইলে তাহাদিগকে লুসাই (মিজো) পর্ব্বতে থাকিতে দেওয়া হইবে না, তাহাদিগকে জঙ্গল কাটিয়া জুম করিতে দেওয়া হইবে না, তাহাদিগকে হাতে কিংবা ভাতে মারা হইবে; কিন্তু চারি বৎসর পূর্ব্বেই ইহারা "বাবামণি"র নাম শুনিয়াছে, বিপদে আপদে পড়িয়া "বাবামণি"র নাম করিয়া সাত দিনের মধ্যে উদ্ধার পাইয়াছে, এখন আর ইহারা ধর্ম্মান্ধদের অত্যাচারের ভয় রাখে না। যাহাকে জীবনে দেখে নাই, চারি বৎসর পূর্ব্বে মাত্র তাহার নাম শোনাতেই যদি বহুসংখ্যাপুষ্ট একটা গোষ্ঠীর ভিতরে সাহস ও ভরসা আসিয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা সকলে সকল অঞ্চলে কাজের মত করিয়া কাজ সুরু করিতে পারিলে তাহার সামূহিক ফল কি বিরাট ও কত গভীরই না হইতে পারিত! তোমরা কেবল কর্ত্তব্যে

অবহেলা করিয়া যাইতেছ এবং যেখানে যাহা করিবার, সব বাবামণি নিজে আসিয়া করিয়া দিয়া যাইবেন, এই অলস আশ্বাসে পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছ। হাজার শেফালী-বৃক্ষে যত ফুল ফোটে, তোমাদের শিরে বোধ হয় ততবার করিয়া প্রশংসা বর্ষণ প্রয়োজন।

চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মনাছড়ার শ্রীমান্ ভক্তিরাম রিয়াং করিমগঞ্জ গিয়া আমার নিকটে অখণ্ড মন্ত্রে দীক্ষা নিয়া আসিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে মনাছড়াতে অখণ্ড-মন্দির স্থাপন করিল। খেদাছড়ার কেহ আমাকে দেখে নাই, সেখানে দুই বৎসর আগে অখণ্ড-মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। দুর্গম দুগাঙ্গাতে আমি যে কখনো আসিব, ইহাও কেহ কল্পনা করে নাই। সেখানে আসিয়া দেখিলাম, তিন বৎসর যাবৎ অখণ্ড-মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। এখান হইতে আরও দুর্গম শিমলুমে এবার ত যাইবার উপায়ই দেখিতে পাইতেছি না, আগামী ভ্রমণে যাইব বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিতে হইল, সেখানেও তিন বৎসর পূর্ব্বেই অখণ্ড-মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। কাহার প্রেরণায় এইসব হইতেছে, বলিতে পার? দিগ্বিজয়ী অখণ্ড-ধর্ম্ম জগতে সকল ধর্ম্মের বিসম্বাদ একদা মিটাইয়া দিবে, তাই পাহাড় ঠেলিয়া আমাদের নৌকা উপরে উঠিতেছে।

এসব দেখিবার পরেও কি তোমরা ঘুমাইয়া কাল কাটাইবে? তোমাদের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি কি জাগিবে না? তোমাদের চেষ্টা কি উদ্যত হইবে না? তোমরা কি এখনও গতানুগতিক নিয়াই নিজেদের ব্যস্ত রাখিবে?

✯ ✯ ✯ ✯ ✯

নৌপথে ভ্রমণ করিতে করিতে আমি পথিমধ্যে বারংবার নৌকা থামাইয়া কেবলই প্রসাদ দিয়া গিয়াছি। খ্রীষ্টানরা প্রসাদ প্রত্যাখান করিয়াছে। কিন্তু নদীর অপর পারে মিজো রাজ্যে স্থিত জলপাইবাড়ী নামে বস্তিটীর কাছে আসিয়া দেখিলাম, অতিশয় বৃদ্ধা লুসাই মহিলারা ছুটিয়া আসিতেছেন ভক্তি-নিবেদন করিতে। গায়ে বিলাতী সেমিজ বা গাউন, কিন্তু মনটা বোধ হয় নিজেদের অজ্ঞাতসারে ভারতীয়ই রহিয়া গিয়াছে। ইঁহারা প্রণাম জানেন না, মিশনারী ফাদারদের নিকট হ্যাণ্ডশেকই শিখিয়াছেন। কিন্তু দেখিলাম, প্রসাদ নিলেন, হ্যাণ্ডশেক করিলেন, আবার রিয়াংদের দেখাদেখি নমস্কারও

করিলেন। জলপাইবাড়ীর পথে তিন শতের মত সর্ব্ববয়সের লুসাই খ্রীষ্টান নরনারী জড় হইয়াছিলেন। এখানে দেখিলাম, রিয়াং ভক্তদের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টান লুসাইদের ছোট ছোট ছেলেরাও আমাদের নৌকা ঠেলিতে লাগিল। দুগাঙ্গা পৌঁছিতে রাত্রি সাড়ে এগারটা বাজিল। লোকে বলিল, রাত্র চারিটাতেও পৌঁছিতে পারিতাম কি না সন্দেহ।

লুসাই পাহাড় হইতে আগত নরনারীতে আজ দীক্ষাগৃহের এক তৃতীয়াংশ পূর্ণ। বাকী অংশ পূর্ণ করিয়াছে ত্রিপুরা-রাজ্যের রিয়াংরা। লুসাই পাহাড় হইতে প্রেরিত দুগ্ধ, মধু, মাইসই (কাঐনের চাউল), কলা, ইক্ষু, কচু, কুমড়া ও বাতাসায় আমার রন্ধনশালা ভরিয়া গিয়াছে। ইতি-

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮)

হরিওঁ

দুগাঙ্গা, ত্রিপুরা
১২ই চৈত্র, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা ধনীরাম, প্রভাত ও তারাচরণ এবং মা কিরণ, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিবে।

আটষট্টি সাল ত দেখিতে না দেখিতে চলিয়া গেল বা আর আঠারো দিনেই চলিয়া যাইবে। এই বৎসরটী জুড়িয়া তোমরা কে কি সৎকার্য্য করিয়াছ, তাহার হিসাব নিবার ইহা সময়।

আটষট্টি সালে আসাম, কাছাড় ও ত্রিপুরায়, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও মালদহে আদিবাসীদের মধ্যে আমাদের ধর্ম্ম, আদর্শ ও মতবাদ সুষ্ঠুরূপে প্রচারিত হইল না। তোমরা সকলে সকল স্থানে চেষ্টা করিলে আটষট্টি সালটীকে একটী চিহ্নিত সালে পরিণত করিতে পারিতে কিন্তু তাহা হইল না। এই দিক দিয়া আটষট্টি সালের সাধনায় তোমরা ব্যর্থ রহিয়া গেলে।

উনসত্তর সালটীকে তোমরা ইচ্ছা করিলেই কল্পনাতীত গৌরব দিতে পার। কিন্তু তাহার জন্য চাই একাগ্র উদগ্র ঐকান্তিক প্রয়াস। বিনা সাধনায়

কখনো সিদ্ধিলাভ হয় না। বিনা শ্রমে পারিশ্রমিক আশা করা যায় না। তোমরা শ্রম করিবে, কাজ করিবে, অগ্রগতি অর্জ্জন করিবে, এই জিদ্ কর।

আগামী কালও আমাদের দুগাঙ্গা থাকিবার কথা ছিল, কিন্তু থাকিতে পারিব কি না ভাবিতেছি। কারণ, তাহা হইলে সময় মতন যদি আমরা করিমগঞ্জ গিয়া পৌঁছিতে না পারি ? পথ যে এত দীর্ঘ ও এত দুর্গম তাহা আগে ধারণায় ছিল না। জাতির সম্মুখে আমি বিপদের বেড়াজাল দেখিতেছি। চিরকাল আমি বিপদের মুখে দেশবাসীকে কেবল সাবধান করিয়া দিয়াই আসিয়াছি। এই সময়ে কি আমি তাহা হইতে বিরত থাকিতে পারি ? দেশ স্বাধীন হইবার পূর্ব্বে দেশে মাত্র দুইটী জাতি ছিল, একটী ভারতীয়, অপরটী ইংরাজ। স্বাধীনতা আন্দোলন সুরু হইবার পরে তিনটা জাতি হইল,–এক জাতি স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে তনু-মন-ধন অর্পণ করিবে, আর এক জাতি হয় দূরে থাকিবে নতুবা প্রাণপণে আন্দোলনকে বাধা দিবে, আর তৃতীয় জাতি ইংরাজ। স্বাধীনতাবোধ তীব্র হইবার সঙ্গে সঙ্গে চারিটা জাতি হইল,-সহিংস বিপ্লবের দল, অহিংস আন্দোলনের দল, সহিংস সাম্প্রদায়িকতার দল আর ইংরাজ। স্বাধীনতা লাভের পরে দেশে এখন অসংখ্য জাতি হইয়াছে, –কেহ নাথকে ভোট দিবে, কেহ কায়স্থকে, কেহ পাহাড়ীকে ভোট দিবে, কেহ বাঙ্গালীকে। যে যেই জাতে জন্মিয়াছে, সে সেই জাতির প্রার্থীকে ভোট দিবে। যোগ্যতার বিচার প্রয়োজন নহে, চরিত্রের বিচারও নহে। কার মনে কোন্ লক্ষ্য রহিয়াছে, তাহাও ভাবিবার প্রয়োজন নাই। সাহারা কেন ঘোষকে ভোট দিবে ? ঘোষ জিতিলে সাহাদের যে মান যায় ! ঘোষরাই বা সাহাকে কেন ভোট দিবে ? সাহার ছোঁয়া জল খাইলে ঘোষের জাত যায় ! ভূমিহার কুর্ম্মিকে ভোট দিবে না, কুর্ম্মিমাহাত মঘয়াকে ভোট দিবে না, বিহারী বাঙ্গালীকে ভোট দিবে না, বাঙ্গালী বিহারীকে ভোট দিবে না, যেখানে যেই জাতের ভোটদাতা বেশী, কংগ্রেস বল আর কমিউনিষ্ট বল, সেই জাতির লোককেই মনোনীত করা হইবে। হউক না সে লোক কুখ্যাত বা দেশদ্রোহী, তাহা অপেক্ষা বড় কথা তাহার জাতি। যে দেশে পরাধীনতার কালে মাত্র দুইটি জাতি ছিল, শাসক আর শাসিত, সেখানে

এখন সহস্র জাতি, সহস্র গোষ্ঠী, সহস্র গোত্র, সহস্র গাই মাথা তুলিয়া

দাঁড়াইয়াছে। কি বিপদ যে দেশের সম্মুখে আসিতেছে, কে বুঝিবে ? আমি কিন্তু বুঝিয়াছি।

শ্রম আমি জীবনে অনেক করিয়াছি, তাহার সবটাই বৃথা হয় নাই। শ্রম করিয়া ফল না পাইলে আমি কখনো দমিয়া যাই নাই, আমি আরও শ্রমে লাগিয়া গিয়াছি। শ্রমের মহিমা তোমরাও যদি বুঝিতে, নিশ্চয়ই দেশ লাভবান্ হইত। সমগ্র দেশ লাভবান্ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘ হিসাবে তোমরাও দুর্ব্বার হইতে। কেন যে তোমরা শ্রমে কুণ্ঠিত হও, কেন যে তোমরা শ্রমে আনন্দ পাও না, কেন যে নূতন পরিশ্রমের, নূতন চেষ্টার সন্ধান পাইলে উচ্ছল আনন্দে তোমাদের ধমনীর রক্তরাশি ফুলিয়া ফুলিয়া ছুটিতে থাকে না, নাচিতে নাচিতে হৃৎপিণ্ড হইতে সমগ্র শরীর বহিয়া চলিতে থাকে না, আমি ইহাই ভাবিয়া পাই না।

দামছড়াতে শ্রীমান অজিত রায় আমাদিগকে প্রশংসনীয় আতিথ্য দিয়াছে। দামছড়ার জনসাধারণ বহন করিয়াছেন আমাদের সমগ্র অভিযানের যাতায়াত-ব্যয় এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক খরচপত্র। এখানে আসিয়া শ্রীমান সনৎ কুমার দাসকে দেখিলাম একাধারে একটা ব্যক্তি এবং সমগ্র জনসাধারণ। চারিদিকের শত শত রিয়াংএর মধ্যে কি যে মঙ্গল-প্রভাব সনৎ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, কি বলিব। অথচ জীবনে সে কখনো বাবামণিকে দেখে নাই। আসিয়া দেখি, মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেছে। এখানে কোনও হাট নাই, বাজার বলিতে মাত্র দুইটী দোকান, তার মধ্যে একটী দোকানের সে মালিক। পাহাড়ীরা জিনিষ কিনিতে আসে, সে কেবল দোকানদারীই করে না, প্রত্যেকের প্রাণে বাবামণির আদর্শবাদ প্রচার করে। কত গ্রামে কতগুলি গোষ্ঠী যে খ্রীষ্টান ফাদারদের উপদেশে ধর্ম্মান্তর গ্রহণে আগ্রহী হইয়াছিল, ইহার মুখে বাবামণির কথা শুনিয়া তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ তাহাদের মধ্যে তিনশত জনের অখণ্ড-মন্ত্রে দীক্ষা হইল। অনেকে লুসাই হইতে আসিয়া দীক্ষাগৃহে প্রবেশ করিয়াছে।

তুচ্ছ একটী মুখের কথা। যদি ভাল কথা হয়, যদি সত্য কথা হয়, তাহা হইলে শুধু মুখের কথাতেই কত কাজ হইতে পারে। যদি শত শত জনে একই কথা শত শত স্থানে অবিরাম কহিতে থাকে, তাহার কিই না সুফল

ফলিতে পারে ! তোমরা কত জনে কত বাজে কথা বল, কিন্তু কাজের কথায় মন নাই। যদি সকলে মিলিয়া বাজে কথা ছাড়িয়া দাও, সর্ব্বত্র কাজের কথা কহিয়া বেড়াও, তাহা হইলে তোমাদের কথা আর কথার কথা থাকিবে না, হইবে তাহা মন্ত্র, মন্ত্রের মত তাহা অব্যর্থ হইবে, মন্ত্রের মত তাহা কাজ দিবে। আগামী নূতন বৎসরে সেই শুভ সঙ্কল্পটী কি তোমরা করিবে ?

★ ★ ★ ★ ★

বনপাহাড়ের কাজে আসিয়া শরীর আমাদের প্রতিজনেরই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সুভাষ জ্বরে জ্বরে ক্লান্ত হইয়া তেলিয়ামুড়া ফিরিয়া গিয়াছে। লালমোহন ও যজ্ঞেশ্বর খাটিতে খাটিতে কাষ্ঠমূর্ত্তি হইয়াছে। প্রেমাঞ্জন ও হরিপদের শরীর অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে। আমি ও সাধনা বলিতে গেলে চলচ্ছক্তিহীন হইয়াছি। তবু প্রাণ জ্বালাইয়া কাজ করিতেছি। কাহার মুখপানে তাকাইয়া এ কাজ করিতেছি ? আমার ব্যক্তিগত কোনও স্বার্থের মুখ না ভারতের অনন্ত ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মুখ ? পাহাড় হইতে যদি সুস্থ শরীরে ফিরিতে পারি, তাহা হইল সঙ্গে সঙ্গেই ত গিয়া ধরিব মঙ্গলবাঁধের কাজ। সেই বেলা আটটা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত ঠায় দাঁড়াইয়া ইট, পাথর, চূণ, বালি, সিমেণ্টের কাজ। আমি কি একটা মিনিটও বসিয়া থাকিব ? * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯)

হরিওঁ

বাহাদুরবাড়ী

১৫ই চৈত্র, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা মোহনবাঁশী, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

দুগাঙ্গা হইতে কাল দুপুরে রওনা হইয়াছি। সারা রাত্রি খেদাছড়ার নৌকা বাঁধিয়া কাটাইয়াছি। ভাবিয়াছিলাম, খেদাছড়ার লোকেরা নৌকা ঠেলিয়া বাহাদুরপুর পৌঁছাইয়া দিবে, কিন্তু খেদাছড়ার বাতাস জুমের আগুনে উত্তপ্ত। আমরা জুমের আগুনের তাপে দুগাঙ্গাতে দুইটী দিন অতিষ্ঠ অবস্থায়

ছিলাম। খেদাছড়ায় রাত্রি সাড়ে নয়টায় পৌছিয়া জানিলাম, এখানকার লোকেরা অগ্নিভয়ে নিজ নিজ জিনিষপত্র মাঠে আনিয়া রাখিয়া সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইতেছে। এমন বিপন্ন স্থান হইতে নৌকা ঠেলিবার লোক আশা করা ভুল। দুগাঙ্গা হইতে নৌকা ঠেলিবার জন্য যে বিশ জন লোক আসিয়াছিল, খেদাছড়ার চৌধুরী তাহাদিগকে দুটী ভাত খাওয়াইয়া দিল। এত দ্রুত এই আতিথেয়তাটুকু করা হইল যে, আমরা খেদাছড়ার অকপট আন্তরিকতায় মুগ্ধ না হইয়া পারিলাম না। গ্রামের চারিদিকে আগুন, আমরা আর গ্রামে উঠিলাম না। চিড়া সঙ্গে ছিল। সাধনা, অঞ্জন, হরিপদ দুইমুষ্টি করিয়া চিপিটক চর্ব্বণ করিল, আমি এক টুকরা নারিকেল ভক্ষণ করিলাম। রিয়াংরা কিছু লোক গ্রামে ঘুমাইল, পাঁচজন আমাদের সঙ্গে নৌকায় শুইয়া পড়িল। কাল রাত্রি দশটায় বাহাদুরবাড়ী পৌছার কথা ছিল, পৌছিলাম আজ বেলা সাড়ে দশটায়।

যাইতে যাইতে তীরে তীরে কিছু কিছু করিয়া কাজ করিয়া যাইতেছি, যে কাজ ভারত-সভ্যতার উন্নত মহিমার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিবে। আমরা যেখানে যাইতেছি, সেখানেই শ্রম করিবার সুযোগ খুঁজিতেছি। কিন্তু বাবা, তোমরা কি করিতেছ? অনেক পত্র তোমাদের লিখিয়াছি, তদনুযায়ী কাজে হাত দিয়াছ কি? সর্ব্বত্র বন-পর্ব্বতবাসীদের সহিত তোমরা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করিবার কাজে লাগিয়া গিয়াছ কি? লুসাই সীমান্তবর্ত্তী ত্রিপুরায় যে শ্রমটুকু করিয়া গেলাম, যাহার প্রগ্রাম এবারের মত কালই শেষ হইয়া যাইবে, তাহা যে আগামী অভিযানের জন্য উত্তম ভিত্তি রচনা করিল, ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় আমার নাই। পাহাড়ীদের সরল মনে আমাদের অকপট শুভেচ্ছার ছাপ পড়িয়া গিয়াছে, এখন আর ভিন্ন ভাবের প্রচারকেরা এই মানব-গোষ্ঠীগুলির উপরে সহজে দন্তস্ফুট করিতে পারিবে না। কিন্তু অভিযানের পর অভিযান চালাইয়া ইহাদিগকে টানিয়া এমন উচ্চতায় তোলা চাই যেন ইহারা নিজদিগকে কোনও দিনই আমাদের পর বা আমাদের কাছ হইতে দূরবর্ত্তী বলিয়া মনে করিতে না পারে।

আমি পত্র লিখি, তোমরা কেহ পড়, কেহ পড়না। কেহ অর্থ বোঝ, কেহ বোঝ না। কিন্তু কয়জনে পত্রানুযায়ী কাজ কর? একখানা পত্র লিখিতেও

যে আমাকে কত অসুবিধার মধ্য দিয়া কাজ করিতে হয়, স্বচক্ষে দেখিয়াও কেন তোমাদের তাহা ধারণা হইতেছে না ? নৌকা হইতে নামিয়াই লেখনী ধরিয়াছি। এখানে এক বছর হয় একটি মণ্ডলী হইয়াছে, মন্দির হইয়াছে। মণ্ডলীতে উঠিয়াই লেখা শুরু করিয়াছি। দুইটি অনুচ্ছেদ লিখিবার পরে স্নান করিলাম। আরও দুইটি অনুচ্ছেদ লিখিয়া দীক্ষার ঘরে প্রবেশ করিব। এখানেও কিছু খ্রীষ্টিয়ানের দীক্ষা নিবার সম্ভাবনা আছে। দীক্ষার পরে আবার লেখনী ধরিব। তারপর ভাষণ। ভাষণের পরে আবার পত্র লেখা। এভাবে আমি দিবারাত্রির মধ্যে যখনই সুযোগ পাই, অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে তোমাদিগকে পত্র লিখি। তোমরা কি পত্রগুলির কোন মূল্য দিতেছ ?

দুদিন পরেই ত কলিকাতা তথা পুপুন্‌কী পৌঁছিব। বক্ষের পঞ্জর জ্বালাইয়া সেখানে শ্রম করিব। তোমরা কি চিন্তা করিয়াছ যে, কার জন্য আমার এই শ্রম, এই অর্থব্যয় ?

প্রত্যেকে নিজ নিজ শক্তি বাড়াও। কাজ করিলে শক্তি বাড়ে, ত্যাগ স্বীকার করিলে সামর্থ্য বাড়ে, কেবল কথায়, কেবল গালগল্পে, কেবল আলোচনায় শক্তি বাড়ে না।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

চারিদিকে তোমরা ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছ না। আমি ত কাজ করিতে করিতেই মরিয়া যাইতে চাহি। কিন্তু ক্ষেত্রে যদি সংগঠন না থাকে, তাহা হইলে অতি তুচ্ছ কাজে আমার জীবনটী একদিন চলিয়া যাইবে। তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না যে, আমাকে অকারণ শ্রম করিতে বাধ্য করা ঠিক নহে।

প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে সংগঠনে মনোনিবেশ কর। বসিয়া বসিয়া নিরুদ্বেগ মনে আমার পত্র পাঠ করা আর কোনও কাজ না করিয়া তাহা নিয়া কেবল আলোচনা করাও একটা বিলাসিতা।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

একজনকে পত্র দিলে হাজার জনকে যে সেই পত্র পড়াইতে হইবে এই জ্ঞানটাই ত তোমাদের আসিল না। আমার কত পত্রের কত অনুলিপি

তোমাদের কতজনের ঘরের বেড়ায় গোঁজা অবস্থায় ইন্দুরের ভক্ষ্য হইতেছে। ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১০)

হরিওঁ

বাহাদুরবাড়ী, ত্রিপুরা
১৫ই চৈত্র, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা বিষ্ণুপদ, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

★ ★ ★ ★ ★

তোমাকে সহরের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে কাজ করিবার দিয়াছি ভার, আর, বাংলা যাহাদের মাতৃভাষা নয়, অতি কষ্টে যাহারা দুই চারি জনে মাত্র বাংলা বোঝে এবং যাহাদের সহিত অতি জরুরী কাজগুলি আমাকে তাহাদের ভাষার সাহায্যেই চালাইতে হয়, যাহাদের গানের সুর হংকং ব্যাঙ্কের মত, যাহাদের নাচের ঢং সিঙ্গাপুরী, যাহাদের চেহারা বর্ম্মী, শাণ, তিব্বতীয় বা চীনাদের মত, তাহাদের মধ্যে কাজ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছি আমি আর সাধনা। আমাদিগকে সমাজের সর্ব্বস্তরে, দেশের সর্ব্বস্থানে, সংস্কৃতির সর্ব্বপ্রকার বিকাশের ক্ষেত্রে কাজ করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রটী ভাল আর ঐ ক্ষেত্রটী মন্দ, এই ক্ষেত্রটী উর্ব্বর আর ঐ ক্ষেত্রটী ঊষর, এই বিচারের ধার আমরা ধারিব না। যখন যেখানে যেভাবে মানবের মনকে উন্নততর অবস্থায় টানিয়া নিবার সুযোগ আমরা পাইব, তখন তাহারই সদ্ব্যবহার করিব। দেশ, জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি আদির স্তরভেদ মানিব না। যখন যেখানে থাকি, তখন সেখানেই কাজ করিব।

কাজ করিব, কিন্তু করিব অনাসক্ত ভাবে। বাকী সকলই অর্গলমুক্ত, কেবল এইটুকুই বাধ্যকর যুক্তি। নিজের স্বার্থের জন্য নহে, নিজেদের অকপট চিত্তে যাহাকে বিশ্বজনের স্বার্থ বলিয়া বুঝিব, তাহার জন্যই করিব কাজ।

দুগাঙ্গা স্থানটা আমাদের মনের উপরে বিশেষ ছাপ ফেলিয়াছে। লুসাই

পাহাড় হইতে কেহ তিন দিনের, কেহ বা পাঁচ দিনের পথ হাটিয়া আসিয়াছে দীক্ষা নিতে। কত টিলা-টঙ্কর যে ভাঙ্গিয়াছে, কত ব্যথা যে পাইয়াছে সর্ব্বাঙ্গে, বন-বাদাড়ে শরীরের কত স্থানের ছাল উঠিয়া গিয়াছে, তবু আসিয়াছে, থামে নাই। পথে পথে কত জনে মন্ত্রণা দিয়াছে, "যাইও না",- কর্ণপাত করে নাই। অনেক কাল ধরিয়াই ইহারা কত জনের প্রতীক্ষায় কাল কাটাইয়াছে। এক শতাব্দী ? দশ শতাব্দী ? শত শতাব্দী ? হয়ত তাহারও বেশী। কেহ আসে নাই।

শিক্ষাভিমানী কেহ হয়ত নাসিকা কুঞ্চন করিয়া বলিবেন, –আরে, উনি ত গিয়াছিলেন দীক্ষা দিতে !

মসজিদের ইমামেরা কালেমা পড়াইয়া দীক্ষাই দেন, কিন্তু একটী মানুষের সমস্ত অতীত মুছিয়া যায়। গীর্জ্জার ফাদাররা জর্ডন নদীর এক কণা জল ছিটাইয়া দীক্ষাই দেন, কিন্তু আগের মানুষটী নূতন মানুষ হইয়া যায়। দীক্ষা প্রকৃত প্রস্তাবে জাত্যন্তর-পরিণাম। দীক্ষা হইতেছে নবজন্ম।

তবু আমি কাহাকেও দীক্ষা দিতে ব্যস্ত বা ব্যগ্র নহি। কেহ দীক্ষার জন্য নিজে ব্যগ্র হইয়া আসিলে আমি সাধারণতঃ তাহাকে উপেক্ষা করি না। কেহ আসিয়া আমারই নিকটে দীক্ষা নেউক, এই কামনা আমার এক কণাও নাই। অনেক গুরুদেবের সহিতই এইখানে আমার সুস্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। আমার মত ও পথ পৃথিবীর সকল প্রাণী গ্রহণ করুক, এই চিন্তাও আমার নাই। বিচিত্র জগতে বিচিত্র রুচির মানুষ থাকিবে, বিচিত্র হইবে তাহাদের প্রয়োজন, বিচিত্র হইবে তাহাদের মত ও পথ। সমগ্র জগদ্ব্যাপী বিচিত্রতার এই সমারোহকে আমি কেবল দার্শনিকের দৃষ্টিতেই দেখি না, এই সুষমাকে দেখি কবির দৃষ্টিতেও। আমার তিনটি চোখের একটীতেও প্রপ্যাগ্যাণ্ডিষ্টের নজর নাই। ইতি-

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১১)

হরিওঁ

বাহাদুরবাড়ী

১৫ই চৈত্র, ১৩৬৮

কল্যাণীয়াসু ঃ-

স্নেহের মা মঙ্গলময়ী, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

★ ★ ★ ★ ★

পাহাড়ের হাওয়ায় এবং পার্বত্য নদীর জলে, বিশেষ করিয়া চৈত্র মাসের এই খর রৌদ্রে, শরীর খুব খারাপ হইলেও কাজ করিয়া যাইতেছি। আশা করিতেছি, সুস্থ শরীরেই ফিরিতে পারিব। ভবিষ্যতে এই সব অস্বাস্থ্যকর অঞ্চলে আসিতে হইলে এবারের চেয়েও বেশী সতর্ক হইতে হইবে।

★ ★ ★ ★ ★

এবার পাহাড়-ভ্রমণে বক্তৃতার ভারটা প্রাধানতঃ সাধনাই নিয়াছে। আমি কেবল নিয়মরক্ষা করিয়াছি। আমি অন্য দিক দিয়া কাজ করিয়াছি। বসিয়া থাকি নাই। আমি বহু বৎসরের ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া কাজ করিয়া যাইতেছি।

দোগাঙ্গায় রতনজয় ও ভক্তিরাম দোভাষীর কাজ করিয়াছে। অন্য সকল স্থানে এক ভক্তিরামই এ কাজটা করিয়াছে। রতনজয়দের বাড়ী শিমলুম। আমাদের আগামী ভ্রমণে শিমুলম অবশ্যই যাইতে হইবে। শিমলুম ও শাইলু যাইতে পারিলে লুসাই পাহাড়, ত্রিপুরা পাহাড় ও চট্টগ্রামের পাহাড় অঞ্চলের আদিম জাতিসমূহের ত্রিমুখ-মিলনের মুখে গিয়া পৌঁছিব। এক রাজ্যে থাকিয়াও যে দূরবর্ত্তী অন্য রাজ্যে কাজ করা যায়, তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ এবার পাইয়াছি।

★ ★ ★ ★ ★

এবারকার ভ্রমণটা কি যে বেয়াড়া বেহিসাবী ভাবে চলিতেছে, বলিবার নহে। কখনো দু'দিনের পথ একদিনে অতিক্রম করিতেছি, কখনো একদিনের পথ দু'দিনে। মোচা আর ঢেকীর-শাক যে কি পরিমাণ খাইতেছি, বলিবার

নহে। তিক্ততাবর্জ্জিত গল্লাক বেতের আগা এক প্রধান খাদ্য হইয়াছে। চলিতে চলিতে নৌকা থামাইয়া একজন কি দুইজন রিয়াং ভক্ত দুইটী কলার মোচা বা এক ঝুড়ি ঢেকীর শাক তুলিয়া দিয়া যাইতেছে। বনের কলাগুলি অখাদ্য, এক একটাতে কম পক্ষে পাঁচ হাজার শক্ত শক্ত ক্ষুদ্রাকৃতি বীজ ঠাঁসাঠাসি ভাবে যেন দুরমুজ দিয়া বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার ভিতর একটী সূচী ফুটাইবার উপায় নাই, পক্ক কদলীটীকে ছুরি দিয়া কাটাও অসম্ভব। বন্য হস্তীরাও কদলী-বৃক্ষ খায় কিন্তু এই কলা ছোঁয় না। কিন্তু তার কচি মোচাটী এক অতি উপাদেয় খাদ্য। বিরণ চাউল আর কাঞৈন যে কত আসিয়াছে, বলিবার নহে। একটী বাঁশের চোঙ্গাতে চাউলগুলি ভরিয়া সামান্য জল দিয়া আগুনে রাখিলেই সবগুলি চাউল মিলিয়া একটা দণ্ডাকৃতি পিষ্টকে পরিণত হইয়া যায়। এখানকার গোদুগ্ধে স্বাদ নাই, দুগ্ধ অতিশয় দুষ্প্রাপ্যও বটে। সেই স্বাদহীন দুগ্ধে রুচি না হওয়াতে এই কয়দিন কাঞৈনএর পায়েস করিয়া খাইয়াছি। কিন্তু কত আর খাইব? তাই সাধ্যমতন বিতরণ করিতেছি। দেশটাতে তিল হয়, সর্ষপ হয় কিন্তু ডাল হয় না। কেহ চিড়া বা মুড়ি তৈরী করিতে জানে না। সাত আট দশ মাইল দূরে দূরে লঙ্গাই নদীর ত্রিপুরার তীরে একটী, কদাচিৎ দুইটী, করিয়া বাঙ্গালীর দোকান আছে। সাবান, কেরোসিন, লবণ, চিনি এই সব দোকানে স্বল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। বাতাসা, লজেন্স, নকুলদানা, বিস্কুট, চিড়া ও মুড়ি আমাদিগকে কতক কৈলাসহর হইতে, কতক ধর্ম্ম নগর ও দামছড়া হইতে নিয়া আসিতে হইয়াছে। খেজুর, কিসমিস, কাজুবাদাম কলিকাতা হইতে সঙ্গে নিয়া আসিয়াছি। পথে পথে কেবল প্রসাদ দিয়াছি। যে সব যুবকেরা বেপরোয়া হইয়া প্রাণপণে নৌকা ঠেলিয়া আমাদের যাত্রাপথ সুগম করিয়াছে, তাহাদিগকে পথে পথে কিছু কিছু চিড়া, মুড়ি, বাতাসা ইত্যাদি দিতে হইয়াছে। নতুবা ঘণ্টার পর ঘণ্টা নৌকা ঠেলিবে ইহারা কিসের জোরে? অবশ্য আমাদের প্রতি ভক্তি—ভালবাসাই ইহাদিগকে সর্ব্বশক্তি যোগাইয়াছে, ইহা সর্ব্বপ্রথমেই স্বীকার্য্য। এখন ফিরিবার পালা, চিড়া-মুড়ি সবই ফুরাইয়াছে। কাল ইহাদিগকে নৌকা ঠেলিবার মধ্যপথে কি খাইতে দিব, ভাবিতেছি। এমন সময়ে লালমোহন এক টিন খইএর উপরা আনিয়া হাজির করিল। বলিল, দামছড়া হইতে বাঙ্গালী ভগিনীরা পাঠাইয়াছেন।

অদ্য বাহাদুরবাড়ীর ভাষণ শুনিতে বহু লুসাই খ্রীষ্টান নদী পার হইয়া আসিয়াছিল। নদীতে এক হাঁটুর কম জল, পার হওয়া কিছুই নহে। কিন্তু আসিয়াছে বেশ দূর হইতে। খুব কাছের লোক ত আসিয়াছেই। বুঝিলাম, এই অঞ্চলে আমাদের এই কয়দিনের কাজে অনেকের ভয় ভাঙ্গিয়াছে। আমাদের সর্ব্বধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধার বাণী শুনিয়া তাহারা মুগ্ধ হইয়াছে মনে হইল। যাইবার সময়ে দলে দলে দেখা করিল এবং লুসাই হিলে তাহাদের গ্রামে যাইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিল।

নানাস্থানে রিয়াংরা নানা রকমের ছোট ছোট উপহার দিয়াছে। গৃহশিল্প হিসাবে সবগুলি জিনিষই চমৎকার। প্রতিটি রিয়াংএর ঘরে তাঁত আছে; বিরাট জিনিষ কিছুই নহে, কয়েকখানা সরু সরু বাঁশের ফালি; সমস্ত তাঁতখানার ওজন পাঁচ সেরের বেশী হইবে বলিয়া মনে হইল না। ইহারা কাপড় কিনিয়া পরিবার প্রয়োজন অনুভব করে না। যাহা দরকার নিজ হাতে তৈরি করিয়া লয়। অধিকাংশ রমণীই স্তন আবৃত করে না। আমরা স্ত্রীজাতির প্রতি সম্ভ্রম বশতঃ এ সকল অনাবৃতস্তনা রমণীদের ফটো তুলি নাই। কেহ কেহ খুব অলঙ্কার পরে। কতকগুলি রূপার টাকা গাঁথিয়া মালা করা, ইহাই কণ্ঠের ও বক্ষের সেরা অলঙ্কার; পুতির মালা, কাঁচের মালা, কাঠের মালা, বন্যকলার অতি শক্ত বীজের মালা ইত্যাদি করিয়া হেন জিনিষ নাই, যাহার মালা ইহারা গর্ব্ব সহকারে না পরে। কলার বীজের মালাটা নিজেরা তৈরী করে। অতি শক্ত কলার বীজকে শিলে ঘষিয়া গোলাকৃতি ও সুন্দর করে,তার পরে ছিদ্র করিয়া মালা করে। অলঙ্কার পরার বড়ই সখ। কেহ কেহ এমন পরাই পরে যে খালি গায়ে অলঙ্কার পরিলেও গাত্রচর্ম্ম দেখা যায় না। কাহারও কাহারও কাণের অলঙ্কারের ওজন আধপোয়া, হাতের অলঙ্কারের ওজন দুই সের, গলার অলঙ্কারের ওজন দুই সের হইতে পাঁচ সেরও দেখিয়াছি। হাতের দুই-তৃতীয়াংশ যদি কেবল রূপার চুড়িতে ঢাকা থাকে, কাণে যদি মোটা মোটা খোঁচা খোঁচা সব অলঙ্কার থাকে, ঘাড়ে আর বুকে যদি কয়েক সের বোঝা থাকে, তবে তার মতন সৌভাগ্যবতী নারী আর কে আছে? অলঙ্কারগুলির মধ্যে দুনিয়ার অপরিচ্ছন্নতা ঢুকিয়া আছে, কাছে গিয়া দাঁড়াইলে দুর্গন্ধে অস্থির হইতে হয়। তবু অলঙ্কার পরা চাই।

মদ্যপান ও অলঙ্কার আধিক্য, এই দুইটী জিনিষ কমাইতে আমরা বারংবার বলিয়া যাইতেছি। আশা করি, পুনরায় আসিলে ইহাদের অনেক উন্নতি দেখিতে পাইব।

জুম ফসল করিয়া লোকগুলি পুরুষানুক্রমে দেশের আরণ্য সম্পদ নষ্ট করিতেছে। নিজেরাও চিরকালের জন্য দরিদ্র থাকিয়া যাইতেছে। মাঘ-ফাল্গুন মাসে সমস্ত বন কাটিয়া সাফ করিয়া ফেলে, চৈত্র মাসে আগুন লাগায়। তারপরে কিছুটা পরিষ্কার করিয়া নিয়া টাক্কল দিয়া গর্ত্ত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নানা জাতের ফসলের মিশ্রিত বীজ রুপিয়া যায়। যখন যেটা ফলে, তখন সেটা তোলে। তিল, সর্ষপ, কার্পাস, ধান, ভুট্টা, লাউ, মিঠা কুমড়া, চালকুমড়া, লঙ্কা আদি সব বীজ এক চিমটীতে যেটার যতখানি ওঠে, একত্র রোপণ। আদি যুগের অনগ্রসর অবৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতি ইহারা ধরিয়া বসিয়া আছে। গোল আলু, মিষ্টি আলু আদির চাষ জানে না। বেগুন, সীম, কচু ঘরের কোণায় ইচ্ছা হইলে লাগায়, ইচ্ছা না হইলে লাগায় না। লঙ্কা দিয়া আচ্ছা করিয়া ঝাল করিয়া কয়েক গ্রাস ভাত খাইতে পারিলেই ইহারা তুষ্ট, তরকারী খাইবার সাধ ইহাদের নাই। যে শ্রম করিয়া পাহাড়ের বন কাটিয়া জুম করে, তার চেয়ে আর একটু শ্রম বেশী করিলে ঐ জুমের জমিই ইহাদের চিরস্থায়ী কৃষির ক্ষেত্র বা ফলের বাগান হইতে পারে। কিন্তু তাহা করিবে না। প্রতি বৎসর নূতন জঙ্গল কাটিয়া আগুনে পোড়াইবে, তারপরে জুম করিবে। তাই কোমরের নেংটি ঘোচে না। একটী মেয়েরও হাঁটুর নীচে কাপড় নামিতে দেখিলাম না। অন্তর্বাস বলিয়া কোনও পদার্থের ইহাদের প্রয়োজন হয় না। স্তন আবৃত রাখিবার একটা পেটি ইহারা ব্যবহার করে সম্ভবতঃ কাজকর্ম্মে আটাসোটা থাকিবার জন্য, অথবা সৌন্দর্য্যের জন্য। নতুবা অনাবৃত স্তনে কাহারও লজ্জা দেখিলাম না। ছেলেমেয়ে বা অন্য বোঝা পিঠে বাঁধিয়া এই মেয়েরা অনায়াসে মাইলের পর মাইল পাহাড়ী-পথ অতিক্রম করে। অন্নাভাবে ক্ষীণকায় হইলেও শারীরিক শক্তিতে স্ত্রীপুরুষ কাহাকেও দুর্ব্বল মনে হইল না। আরও বহু সংবাদ মৌখিক বলিব। শুনিয়া চমৎকৃত হইবে। ইতি-

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১২)

হরিওঁ

বাহাদুরবাড়ী হইতে
দামছড়া যাইতে নৌকায়
১৬ই চৈত্র, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা স্নেহময়, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ফিরিয়া চলিয়াছি। যাহাদের কাহাকেও কখনো দেখি নাই, তাহাদের চোখভরা জল আর বুকভরা বেদনার সুকরুণ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে একটী একটী করিয়া পা নদীর দিকে আগাইয়া দিয়াছি। নৌকা ঠেলিবার জন্য বাহাদুরবাড়ী হইতে পনেরটী রিয়াং যুবক জলে নামিয়াছে। নৌকার মাঝিদের এই কয় দিন কেবল হুকুম দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করিতে হয় নাই। কোথাও গাছের উপর দিয়া, কোথাও পাথরের উপর দিয়া, কোথাও মাত্র পাঁচ ছয় ইঞ্চি জলের উপর দিয়া দুর্দ্দণ্ড প্রতাপে ইহারা নৌকা ঠেলিয়া চলিয়াছে। বাহাদুরবাড়ীর শ্রীমান্ রামচন্দ্র কেবল হরিওঁ গাহিতেছে। গলাখানা মিষ্টি, ধ্বনিতে আছে ভাব, মাঝে মাঝে দু'টী একটী কথা বলে যেন পাকা দার্শনিকের মতন। দুগাঙ্গা হইতে আসিতে শিমলুমের ষাট বৎসরের বৃদ্ধ নবীন রিয়াং নৌকা ঠেলিয়াছে, যুবকদের নেতা কুশৌফা ত সঙ্গে ছিলই। বাহাদুরবাড়ীতে তাহারা বিদায় নিয়াছে। এবার ঠেলিতেছে নিতান্ত কচির দল, তন্মধ্যে দুই একজনকে দুগ্ধপোষ্য আখ্যা দিলে খুব ভুল হয় না।

ইহাদের সকলকেই দেখিলাম, চমৎকার বাংলা বলে। অবাধ গতিতে ইহাদের বাংলা কথোপকথন চলে এগার ✯ ঘণ্টা নৌকাতে আছি, ইহার মধ্যে ইহারা দুই দশ মিনিটের বেশী রিয়াং কথা বলে নাই। নদীতে একখানা পত্র ভাসিয়া চলিয়াছিল, রামচন্দ্র তাহা ধরিল। গড়্গড় করিয়া হাতের লেখা বাংলা চিঠি পড়িয়া গেল। অনেক স্থানেই পাহাড়ীরা নিজের চেষ্টায় বাংলা শিখিয়াছে। গতকাল লুসাই পাহাড় হইতে দুই একজন খ্রীষ্টান লুসাইও বেশ বাংলায় কথা বলিল।

✯ কয় ঘণ্টা নৌকাতে ছিলাম, সেই অঙ্কটা দামছড়া পৌঁছিয়া বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু রিয়াং ভাষার কলরবে হঠাৎ সারা গাঙ্ ভরিয়া গেল। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, সঙ্গের পেট্রোম্যাক্সটী খারাপ হইয়া গিয়াছে, আলো চাই। ছুটিল যুবকের দল বনে। জুমের দাবানল জ্বলিতেই ছিল। মূলিবাঁশের বোন্দা জ্বালাইয়া সমগ্র নদীপথ আলোকিত করিয়া চলিল আমাদের ফিরিবার পথের শোভাযাত্রা। সেই আলোতে অনায়াসে লেখাপড়াও সম্ভব হইল। পাঁচটী হাতে পাঁচটী বড় বড় মূলিবাঁশের গুচ্ছ জ্বলিতেছে, মহাকলরব করিয়া চলিয়াছে এক শোভাযাত্রা। কেহ কেহ মহানন্দে কেবল গাহিতেছে হরিওঁ, হরিওঁ।

হঠাৎ শোভাযাত্রা থামিল। ব্যাপার কি ? নদীর মধ্যে কে বা কাহারা কলাগাছ পুঁতিয়া তোরণ করিয়া হরিওঁ-পতাকা লাগাইয়া রাখিয়াছে। সকলেই চারিদিকে তাকাইলাম। জনমানবের চিহ্নও নাই। অনুমান হইল, আমাদের আগমনের তারিখ ভুল করিয়া গতকাল এখানে জনসমাবেশ হইয়াছিল। না জানি, কতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তাহারা চলিয়া গিয়াছে। রাখিয়া গিয়াছে, তাহাদের ভক্তি- ভালবাসার সাক্ষী কলাগাছের তোরণ ও হরিওঁ-অঙ্কিত পতাকা।

সারাটা দুপুর আগুনে যেন দগ্ধ হইয়া আসিয়াছি। নদীপথে চলিতেও দুই পাশের জুমের আগুনের ফুল্‌কি ছুটিয়া ছুটিয়া নৌকায় পড়িয়াছে। একস্থানে ত আগুন এমন ভয়াবহ ছিল যে, জল-সিঞ্চন করিয়া কতক আগুন নিবাইয়া তবে আমাদের নৌকা অগ্রসর হইয়াছে।

জামা-কাপড়ের অবস্থা কাহিল। এ কয়দিন যেখানেই কাপড় জামা শুকাইতে দিয়াছি, আকাশ বাহিয়া হাজার হাজার দগ্ধ তৃণ আর ছাই আসিয়া পড়িয়াছে। দিনের বেলা অগ্নিস্নানের পরে সন্ধ্যায় একটু ঠাণ্ডা লাগিলেও তাহাতে যেন শান্তি পাইতে ছিলাম না। গাছ-পোড়া গন্ধ আর ধূঁয়ায় পথ আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। দুপুর বেলায় উড়িছরার কাছে আসিয়া হইয়াছিল এক বিপর্য্যয়কর অবস্থা। দাউ দাউ করিয়া চতুর্দ্দিকে আগুন জ্বলিতেছে, জলে আগুন, নদীর দু-পারে আগুন, ঝুলন্ত বৃক্ষ দগ্ধ হইতেছে, তাই মাথার উপরেও আগুন, চতুর্দ্দিকে বাঁশ ফাটিবার ঠাস্ ঠাস্ শব্দ, নৌকায় বসিয়া থাকিবার উপায় নাই, ধূঁয়ার চক্ষু অন্ধ হইবার যোগাড়। এখন সেই অবস্থা

নাই কিন্তু মনটা খারাপ হইয়া গেল একথা শুনিয়া যে, দামছড়াতেও লোকেরা সারারাত্রি জাগিয়া আগুনের ভয়ে গ্রাম ও বাজার পাহারা দিতেছে।

রাত্রি সাড়ে নয়টায় দামছড়া পৌঁছিয়াছি। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই নৌকা হইতে নামিয়া পড়িব। লেখনী ফেলিয়া একটু শয্যাশ্রয় লইয়াছিলাম, উঠিলাম।

মনে পড়িতে লাগিল, কি সরল ও নিরীহ এই রিয়াং জাতি। সারা রাত্রি বাহিরে জামা-কাপড় ফেলিয়া রাখিয়াছি, একখানাও চুরি যায় নাই। মনে পড়িল মনাছড়ার সনাতনের, বাহাদুরবাড়ীর বেণীভূষণ ও মণ্টুদাসের কথা। ইহারা সাধারণ দোকান্‌দার, কিন্তু রিয়াংদের মধ্যে অসাধারণ কাজ করিয়াছে। মনে পড়িল, ভক্তিরামের কথা, চারিটা বৎসর ধরিয়া যে সমগ্র দেশটা চষিয়া বেড়াইয়াছে। সকলের উপরে মনে পড়িল, দুগাঙ্গার সনৎ দাসের কথা।, এই লোকটীর বোধ হয় তুলনা হয় না। রিয়াংদের যাত্রাগান দেখিতে চাহিয়াছিলাম। সনতের দোকানের সম্মুখে তাহা দেখান হইল। যাত্রার নমুনা দেখান হইবার পরে ছেলে পিঠে নিয়া পঁয়ত্রিশ-বৎসর-বয়স্কা শ্রীমতী পূর্ব্বসতি নিজে নিজে রিয়াং ভাষায় যখন-তখন রচনা করিয়া যে গানটী গাহিয়াছিল, বারংবার তাহা মনে পড়িতে লাগিল,-তাহার বঙ্গানুবাদ করিলে নিম্নরূপ দাঁড়ায়–,

বাবামণি গো, তুমি আসিও আবার,
তোমার চরণে রাখি নয়নাশ্রুধার।
পিতা নাই, মাতা নাই, তুমি পিতামাতা।
দরিদ্র আমরা, তুমি মোদের বিধাতা।
বল বাবামণি, তুমি আসিবে আবার,
নীরবে সহিব মোরা সব দুঃখভার।

গাহিতে গাহিতে মেয়েটী কাঁদিয়াছিল। লিখিতে লিখিতে আমিও কাঁদিতেছি। ইতি–

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ।

বন-পাহাড়ের চিঠি

দ্বিতীয়াংশ

(১)

হরিওঁ পুপুন্‌কী

শ্রীমান্ বিষ্ণুচরণ রিয়াং চৌধুরী ১৫ই বৈশাখ, ১৩৬৯

উত্তমজয়বাড়ী।

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা বিষ্ণুচরণ, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

উপাসনা-প্রণালী পাঠাইলাম। লেখাপড়া কেহ জানুক আর না জানুক, চেষ্টা করিয়া উপাসনার মন্ত্রগুলি সকলকেই আয়ত্ত করিতে হইবে। ইহা মনে রাখিও।

এক পরিবারের ছয়জন রিয়াং দীক্ষা নিয়াছ। অন্যের ভরসা না রাখিয়া তোমরা এই কয়জনেই সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাটী করিবে। তারপরে চেষ্টা করিবে যেন, অন্য লোকেরাও তাহাতে যোগ দিতে আসে।

তোমাদের ব্যক্তিগত দৈনিক উপাসনাতে কখনও ঢিলা দিও না। দীক্ষা পাইয়াছ, এই কথাটীর মানে এই যে, নবজন্ম পাইয়াছ। এই নূতন জন্মকে মিথ্যা হইতে দিও না। কত শিক্ষিত, ধনী, উচ্চবর্ণের লোক আমার নিকট দীক্ষা পাইবার জন্য মাথা-কপাল কুটিতেছে। কারণ, দীক্ষা দ্বারা জীবনের অশেষ মঙ্গল হয়। কিন্তু ঐ সকল পদস্থ ও সম্মানিত লোকদের জন্য আমার প্রাণে অতি অল্পই ব্যাকুলতা আছে। তোমরা ছোট, অবজ্ঞাত, নিতান্ত নিরাশ্রয় বলিয়া আমার প্রাণ তোমাদের জন্য কাঁদিতেছে।

তোমরা নিজেদিগকে অত্যন্ত হেয় জ্ঞান কর। এইজন্য তোমরা ভদ্র সমাজে বড় কুণ্ঠিত মনে প্রবেশ কর। আমি তোমাদিগকে যোগ্য হইবার শিক্ষা প্রদান করিতে চাহি। অতি কচি বয়সে আমি সংসারকে মনে প্রাণে

ছাড়িয়াছিলাম। ঈশ্বরলাভ আমার মুখ্যতম লক্ষ্য হইলেও তোমাদের মত বনচারী আপনজনদের জন্য আমার প্রাণ কাঁদিত। তোমাদের অন্তরের উৎসমুখে যে পাথরখানা চাপান ছিল, তাহাকে সবলে টানিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া তোমাদের প্রকৃত মহত্ত্বকে সর্ব্বপ্রকারে প্রকাশিত করিবার জন্যই তোমাদিগকে দীক্ষা দেওয়া। একদল ক্রীতদাস সৃজনের জন্য নহে, একদল প্রকৃত মানুষের আবির্ভাবকে সম্ভব করিবার জন্যই আমার এই কঠোর শ্রম। রিয়াং, লুসাই, চাকমা, হালাম ও রূপিনীদের ভাষায় আমার পত্রগুলির অনুবাদ করিয়া ঘরে ঘরে শুনাইতে থাক। ইতিমধ্যে আমার বাংলা পত্রগুলির মধ্যে কিছু কিছু আমি ছাপাইয়া তোমাদের অঞ্চলে বিতরণের জন্য পাঠাইবার চেষ্টাও করিব। আমার প্রাণ আছে কিন্তু ধন কৈ ? আমি ঝড়ের মতই ছুটি, কিন্তু অল্প ব্যয় অধিক কাজ আমার লক্ষ্য।

তোমরা অতীব দরিদ্র, তাহা আমি জানি। তাই আমি তোমাদের মধ্যে এমন ভাবে কাজ করিতে চাহি যেন ধর্ম্মসাধনার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের দারিদ্র্য ঘোচে, ধর্ম্মের পথ আশ্রয় করিবার ফলে তোমরা আরও দরিদ্র না হও। ঐক্য তোমাদের মধ্যে বেশ আছে কিন্তু ঐক্যের যে শক্তি কত, তাহা তোমরা জান না। তোমরা জান না যে, তোমরা অতীব দুর্ব্বল, অতীব অভাবী, অতীব অশিক্ষিত হইলেও তোমাদের নিজের চেষ্টায় তোমরা তোমাদের সব দুর্ব্বলতা, সব অভাব, সব অজ্ঞানতা দূর করিতে পার। তোমরা ইহা জান না, আমি ইহা তোমাদের জানাইতে চাই, তোমাদের আত্মশক্তির প্রবোধন ঘটাইতে চাহি। তোমরা তোমাদের নিজেদের শক্তি জান না বলিয়াই আমাকে তোমাদের প্রয়োজন। তোমাদের যাহা নাই, অথচ থাকা উচিত ছিল, তাহা তোমাদের হইবে। আমি তোমাদিগকে অভ্যুদয়ের পথ দেখাইব। দিশাহারা পথিকের মত তোমরা একবার এদিক এবং আর একবার সেদিক তাকাইও না। দিশা যাহার ঠিক আছে, সে মাত্র একটী লক্ষ্যের দিকেই তাকায়, একটী পথ নিয়াই অবিরাম চলে। তোমরা একলক্ষ্য হও। ইতি-

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২)

হরিওঁ পুপুনকী

শ্রীমান্ দহিরাম রিয়াং, ১৫ই বৈশাখ, ১৩৬৯

শ্রীমতী শান্তি রিয়াং

উত্তমজয়বাড়ী

কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা দহিরাম ও মা শান্তি, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বাংলা ভাল পড়িতে না জানিলে, যাহারা জানে, এমন লোককে দিয়া পত্রখানা পড়াইয়া নিও। নিজেও বাংলা লিখিতে পড়িতে শিক্ষা করিও। গুরুদেবের ভাষা যদি শিষ্য-শিষ্যরা না বোঝে, তবে তাহাদের অশেষ অসুবিধা। তোমাদের ঐ জাতীয় অঞ্চলে, আমি চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও দেখিয়াছি, এক জাতির পাহাড়ীরা অন্য জাতির পাহাড়ীদের সহিত বাংলা ভাষাতেই কথা বলে। ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব মহারাজারা এই রাজ্যের সর্ব্ব-স্তরের লোকের জন্য বাংলাকেই রাজ্যভাষা করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে অন্যরূপ কৃত্রিম ব্যবস্থা হইয়াছে। সেই রাজারা আজ নাই, যাঁহাদের মধ্যে কেহ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে আনুকূল্য দিয়াছিলেন। সেই রাজারাও নাই, যাঁহাদের মধ্যে কেহ রাজ্যের অতি সঙ্কট-সময়ে আমাকে সুদূর আসাম হইতে ডাকিয়া আনিয়া সমগ্র রাজ্যব্যাপী অনুন্নত অনগ্রসর ক্ষয়িষ্ণু পাহাড়ী বংশগুলিকে উন্নত করিবার সর্ব্বময় কর্ত্তত্ব দিতে চাহিয়াছিলেন। দুনিয়া এখন উলটিয়া গিয়াছে, হাওয়া পালটিয়া গিয়াছে এবং ভারত স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য কাজ আমাকে বিঘ্ন-বিপত্তি দুর্য্যোগের মধ্য দিয়াই করিতে হইতেছে। এমত পরিস্থিতিতে তোমরা যদি তোমাদের গুরুদেবের ভাষাটী না শেখ এবং গুরুদেবকেই পাহাড়ের প্রতিটি টিলায় গিয়া নিত্য নূতন ভাষা শিখিয়া নিতে হয়, তাহা হইলে তোমাদের এই ধৈর্য্যশীল অধ্যবসায়ী গুরুদেবটির পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার না হইলেও অন্য গুরুতর

কাজের ক্ষতি হইবে। এই কারণে তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষা করা উচিত।

তোমরা দুজনেই বয়সে তরুণ, স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই একত্র দীক্ষা নিয়াছ, এবং অন্তরের ভক্তি বিবেচনা করিলে তোমাদের দুইজনের সম্মুখেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। আমি সেইজন্যই আজ তোমাদিগকে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিতে চাহি। পরিচ্ছন্ন হও, পবিত্র হও, সৎকর্ম্মে রুচিমান হও। চতুর্দ্দিকে যত বিবাহিত দম্পতি আছে, প্রত্যেকের নিকটে আদর্শ-স্বরূপ হও। দিকে দিকে ভগবানের জয় ঘোষণা কর।

স্বামী আর স্ত্রী, এই দুইজন পরস্পরের একান্ত বিশ্বাস, একান্ত প্রেম ও একান্ত নির্ভরের পাত্র। এই দুই জনের মন যদি একমুখী হয়, তবে তাহারা অতি কঠিন কাজ সহজে সমাপন করিতে পারে। ইহাদের এক জনে অপর জনকে বহুদিকের বহু আসক্তি হইতে টানিয়া আনিয়া একটী স্থানে আবদ্ধ করে। ইহাতে মহাশক্তির উন্মেষ ঘটে। ইহারা যদি উভয়ে মিলিয়া আবার একটী মাত্র লক্ষ্যে চলিতে পারে, তাহা হইলে অসাধ্য-সাধন করিতে পারে। একটী দম্পতীকে আমি বিশাল-লতা বেষ্টিত মহাবৃক্ষ মনে করি। লতা আর বৃক্ষ পরস্পরকে পরিত্যাগ করে না, একে অন্যকে চিরকালের জন্য আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া রাখে। দুইএরই পুষ্প হইতে পরাগের বিনিময় হয়। দুজনেই যদি একই উদ্ভিদবর্গের অন্তভুর্ক্ত হয়, তাহা হইলে ফুল আর ফলকে পরিণতি দেয় অফুরন্ত বৈচিত্র্যে-ভরা সহস্র সহস্র নূতন নূতন উদ্ভিদে।

সুতরাং তোমরা স্বামী ও স্ত্রীতে স্বভাবে, রুচিতে, চিন্তায়, চেষ্টায়, বাক্যে ও মনে ঠিক একই রকম হইবার চেষ্টা করিতে থাক ইহার ফল অতিশয় শুভ হইবে। ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩)

হরিওঁ
পুপুন্‌কী
শ্রীমতী সোমকই রিয়াং
১৮ই বৈশাখ, ১৩৬৯
উত্তমজয়বাড়ী

কল্যাণীয়াসু ঃ-

স্নেহের মা সোমকই, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ জানিবে।

তুমি নিশ্চয়ই লেখাপড়া জান না। যে জানে, এমন লোক দিয়া আমার পত্রখানা পড়াইয়া তাহার অর্থ জানিয়া নিবে। গ্রামের প্রত্যেককে আমার পত্রখানার মর্ম্ম জানাইবে এবং আমার আশীর্ব্বাদ দিবে।

তিনটী পুত্র ও দুইটী কন্যা নিয়া মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছ। তোমার স্বামীও দীক্ষিত হইয়াছেন কি না স্মরণে নাই। যে কয়জন দীক্ষিত হইয়াছ, একটী গ্রাম কেন, একটী দেশকে উদ্ধার করিতে সেই কয়জনই যথেষ্ট। তবে, তোমাদের সাধন-ভজন করা চাই। কেবল মন্ত্র নিলেই হইল না, সাধন করিয়া নিজের প্রকৃত স্বরূপ চেনা চাই। তুমি এক জনের কন্যা, একজনের স্ত্রী, একজনের মা, ইহাই তোমার পূর্ণ পরিচয় নহে। যাঁহার নামে তুমি দীক্ষা পাইয়াছ, তাঁহার সহিত তুমি এক, ইহাও জানা চাই। এই জানা যে জানে, তার আর জগতে শোকতাপ থাকে না। তুমি তোমার পুত্র ও কন্যা প্রত্যেককে ভগবানের প্রতি একান্তভাবে উন্মুখ কর। দুর্ল্লভ মানব-জন্ম যেন তাহারা বৃথা না নষ্ট করে। তাহাদের জীবনে যেন সত্যের জয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতি-

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪)

হরিওঁ পুপুন্‌কী
১৮ই বৈশাখ, ১৩৬৯

কুমারী সমিলা রিয়াং
কুমারী বরণতি রিয়াং
কুমারী কংরেবতী রিয়াং
উত্তমজয়বাড়ী

কল্যাণীয়াসু ঃ-

স্নেহের মা সমিলা, বরণতি ও কংরেবতী, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমার কথা দূর হইতেই শুনিয়াছ কিন্তু আমাকে দেখ নাই। কেহ কেহ আমার ফটো দেখিয়াছ, আমার কণ্ঠস্বর শোন নাই। এবার ভগবানের অনুগ্রহে আমাকে দেখিলে, আমাকে স্পর্শ করিলে, আমার কণ্ঠস্বর শুনিলে। একটী দিন তোমরা শত শত জনে আমাকে ঘিরিয়া রহিলে, আমাকে বাবামণি বলিয়া জানিলে, আমাকে ভালবাসিলে।

আমিও তোমাদিগকে ভালবাসিয়াছি। সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়া অকপটে ভালবাসিয়াছি।

তোমাদের সরল মধুর হাসি দেবতার মন কাড়িয়া লয়। সরলতায় তোমরা সত্যই সুন্দর।

কিন্তু শিক্ষায় তোমরা বড়ই পিছনে পড়িয়া আছ। গ্রামে গ্রামে আজকাল বিদ্যালয় খোলার চেষ্টা ত্রিপুরা-সরকারই করিতেছেন। অনেক বাঙ্গালী যুবক সরকারী শিক্ষা-বিভাগের সহিত কোনও সম্পর্ক না রাখিয়া নিজেদের উদ্যমেই দূরান্তবর্ত্তী গ্রামগুলিতে গিয়া শিক্ষা বিতরণের চেষ্টা করিতেছে। এই সকল সুযোগ তোমরা গ্রহণ করিও। শিক্ষায় পিছনে পড়িয়া থাকিও না।

আর একটি বিষয়ে কিছুতেই তোমরা জগতের কাহারও অপেক্ষা হেয় হইও না। সেই জিনিষটি হইতেছে চরিত্র। অনেক পাহাড়ী জাতি সভ্য হইয়াছে কিন্তু চরিত্র হারাইয়াছে। তোমরা সভ্য হও এবং সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রবলে অতুলনীয় হও।

আমার কথাগুলি হয়ত তোমরা পূরাপূরি বুঝিবে না, তবু বুঝিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিও। আমি পাহাড় অঞ্চলে চারিদিকেই আমার কর্ম্মীদের রাখিয়াছি, যেন আমার কথাগুলি তোমাদের সকলকে বুঝাইয়া দেয়। তাহাদের সহিত যোগাযোগ কর।

সর্ব্বদা ভগবানের নামে মন লাগাইয়া রাখিবে। ইতি-

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী
১৯শে বৈশাখ, ১৩৬৯

শ্রীমান্ ওয়াইপুসিং রিয়াং
উত্তমজয়বাড়ী

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা ওয়াইপুসিং, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমি তোমাদিগকে কোন্ মন্ত্র দিয়াছি ? দিয়াছি জাগরণের মন্ত্র, অভ্যুদয়ের মন্ত্র, মৃত্যু-জয়ের মন্ত্র। সাধন করিতে করিতে এ মন্ত্রের মহিমা উপলব্ধি করিবে। যে মন্ত্র পাইয়াছ, তাহা সম্প্রদায় গড়িবার মন্ত্র নহে, সকল সম্প্রদায়কে এক করিবার মন্ত্র।

প্রাচীন যুগের মুনিঋষিরা ইহার অর্থ বুঝিতেন। আজিকার যুগের অধিকাংশ লোক ইহার তাৎপর্য্য জানে না। তাই স্ত্রীলোক ও শূদ্রকে ওঙ্কারমন্ত্র দানের বিরোধিতা করে। অন্যান্য অনেক ঋষিতুল্য ধর্ম্মপ্রচারকেরাই সর্ব্বজীবে ওঙ্কারমন্ত্র বিতরণ করিয়া প্রত্যেক মানুষকে সকল মানুষের সমান উচ্চ করিবার বিষয় ভাবিয়াছেন কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমানী ও সমাজের উপরে অশেষ কর্ত্তৃত্বসম্পন্ন ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের বাধায় এই কাজে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস পান নাই। দুই চারিজন পণ্ডিত লোককে বরং বুঝাইয়া মতে আনা সম্ভব, কিন্তু ইহাদের পদাঙ্ক-অনুসরণ-কারী সহস্র সহস্র মুর্খদের ঘোর

সাম্প্রদায়িকতা নানা অনর্থ সৃজন করিয়াছে। যে কাজটি আমি আজ করিয়া যাইতেছি নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে এবং দিগ্বিজয়ীর গৌরব ও মহাযোদ্ধাদের দুঃসাহস লইয়া, সেই কাজটি করিতে যাইয়া গত একশত বৎসরে অনেক মহাপ্রাণ পুরুষ কুচক্রীদের হাতে প্রাণ হারাইয়াছেন। কাহাকেও কূপে নিক্ষেপ করিয়া, কাহাকেও বিষপ্রয়োগ করিয়া, কাহাকেও ছুরিকাঘাতে কাশীধামের মত পবিত্র স্থানেই নিহত করা হইয়াছে। সুতরাং তোমরা এই মহামন্ত্র পাইবার পরে প্রতি জনে এই সঙ্কল্প কর যে, যাঁহারা স্ত্রী-শূদ্রের প্রণবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন, তোমাদের জীবনের মহনীয় কার্য্যাবলির দ্বারা তোমরা তাঁহাদের জীবনের সাধনাকে সিদ্ধিদান করিবে। প্রতিজ্ঞা কর, শূদ্র কাহাকেও থাকিতে দিবে না, অনার্য্য কাহাকেও রহিতে দিবে না, সকলকে তোমরা ব্রাহ্মণের জীবন দান করিবে। ইতি-

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী

২০শে বৈশাখ ১৩৬৯

কল্যাণীয়া

শ্রীমতী ফাইথিরুম্ রিয়াং

শ্রীমতী থানুরুম্ রিয়াং

উত্তমজয়বাড়ী

কল্যাণীয়াসু ঃ-

স্নেহের মায়েরা ফাইথিরুম্ ও থানুরুম্, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

স্বামি-সহ দুই সপত্নী যেদিন আসিয়া দীক্ষা নিয়াছিলে, সেদিন আমার মনে হইয়াছিল যেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য এবং তাঁহার দুই পত্নী মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীকে আমি এক সঙ্গে দীক্ষা দিতেছি। তোমাদের আমি অনার্য্য বা শূদ্রাধম বলিয়া জ্ঞান করি নাই, তোমাদিগকে আমি ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র দিয়া আগে ব্রাহ্মণ করিয়া নিয়াছি, তারপরে ব্রাহ্মী দীক্ষা দিয়াছি। তোমাদের

এক এক জনকে দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, কত কত যুগ ধরিয়া জানি তোমরা প্রতীক্ষায় ছিলে। যে জিনিষের প্রতীক্ষায় ছিলে, তাহা তোমরা আমার কাছ হইতে পাইয়াছ। এখন তোমরা প্রাণপণে সাধন কর, সাধন করিয়া সিদ্ধি অর্জ্জন কর, তোমাদের সিদ্ধির অমৃতফল সমগ্র জগদ্‌বাসীকে বিতরণ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী দাসত্বকে দূর কর।

সম্প্রতি কেহ কেহ তোমাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, পরশুরাম যখন একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, তখন তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পরশুরামের পরশুর ভয়ে পলায়ন করিয়া বনে গিয়া লুকাইয়াছিলেন। আমি এই যুক্তিকে এই ভাবে মানি যে, যে-কোনও একটা কথা বলিয়া তোমাদিগকে আর্য্যবংশধরদের অন্তর্ভূক্ত করিবার একটা প্রচ্ছন্ন চেষ্টা ইহাতে আছে। কিন্তু আর্য্য বলিয়াই যদি মানিয়া নিতে হয়, তবে ক্ষত্রিয় বলিয়া কেন মানা হইবে? ব্রাহ্মণ বলিয়া মানিলেই ত সব চেয়ে ভাল হয়! প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণদের ত উপদেশই ছিল, উপদেশ কেন, আদেশ ছিল, কৃণ্বন্তু বিশ্বমার্য্যম্-সমগ্র বিশ্বকে আর্য্য কর। সেই যুগে ব্রাহ্মণ হইবার জন্যই লোকে আর্য্য হইবার সুযোগ দেওয়া হইত। তাই আমি তোমাদের প্রতিজনকে ব্রাহ্মণ করিয়াছি।

তোমরা তোমাদের ব্রত, লক্ষ্য ও আদর্শকে ভুলিও না। কি কি উপদেশ আমি ও সাধনা তোমাদিগকে নানাস্থানে দিয়া আসিয়াছি, তাহা তোমরা সকলে স্মরণ রাখিও। আবার যখন আসিব, আসিয়া যেন দেখিতে পাই যে, তোমরা হাজার গুণে উন্নত হইয়াছ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী
২০শে বৈশাখ, ১৩৬৯

কল্যাণীয়া
শ্রীমতী চন্দ্রতী রিয়াং
উত্তমজয়বাড়ী

কল্যাণীয়াসু ঃ–

স্নেহের মা চন্দ্রতী, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা বাংলা জান না, এমন কি অন্য কোনও ভাষাতেও লেখাপড়া জান না। সুতরাং আমার পত্রগুলি বাংলা-জানা লোকদের দ্বারা পাড়াইয়া মর্ম্ম অবগত হইও। ঐ সব পাহাড় অঞ্চলে দূরে দূরে বাংলা-জানা অনেক পাহাড়ী আছে। অবশ্য, কতদিন ঐ অঞ্চলে বাংলা-জানা পাহাড়ী লোক আর পাওয়া যাইবে, তাহা ভাবনার কথা। কারণ, ত্রিপুরার মহারাজাদের আমলে যে বাংলা ভাষা এই রাজ্যের রাজভাষা ছিল, তাহাকে গদীচ্যুত করিয়া ইংরাজিকে বসান হইয়াছে এবং প্রথম সুযোগেই ইংরাজিকে হঠাইয়া দিয়া হয়ত অন্য একটী অপরিচিত ভাষাকে জোর করিয়া বসান হইবে। তবু আমি বাংলাতেই লিখিতেছি কারণ, বাংলা ভাষার একেবারে মৃত্যু কখনও ঘটিবে না এবং সত্য চিন্তাগুলির মৃত্যুও সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমার একশতখানা পত্রের মধ্যে এক -দুইখানার নকল থাকে। ঐ নকলগুলির মধ্য দিয়া আমার অনেক সত্য চিন্তা জগৎকে সেবা দিবে। চিন্তা মিথ্যা, যদি তাহা জীবের সেবায় না আসে।

তুমি মা আশি বৎসর বয়সে দীক্ষা নিয়াছ। এত বয়স পর্য্যন্ত আজকাল খুব বেশী লোক বাঁচিয়া থাকে না। তুমি কি এই পবিত্র দীক্ষাটী পাইবার জন্যই মা এতকাল ধরিয়া এমন কষ্টের দেহ ধরিয়া রাখিয়াছ ? আমি আশীর্ব্বাদ করি, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যেন তোমার নামে থাকে মন আর ভগবানে থাকে ভক্তি। চতুর্দ্দিকে তোমার পৌত্র ও প্রপৌত্রের বয়সের কত লোক অকালে মরিতেছে, আর তুমি দীর্ঘায়ু নিয়া বাঁচিয়া আছ।

ভগবানের নাম করিয়া করিয়া এই বাঁচাটাকে সার্থক কর মা। অন্য চিন্তা ছাড়িয়া দাও, অন্ন-চিন্তা ভুলিয়া যাও, অনুদিন অনুক্ষণ কেবল নাম করিতে করিতে সকলকে শিক্ষা দাও যে, কেমন করিয়া নামে মজিতে হয়, নামে ডুবিতে হয়। মুখে ত নাম কত জনেই করে, মনে প্রাণ করে কৈ ? তুমি মনে প্রাণে নাম করিয়া সকলকে শিক্ষা দাও যে, কেমন করিয়া নাম করিতে হয়। তোমার দৃষ্টান্ত সকলে অনুসরণ করুক। ইতি–

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী
২১শে বৈশাখ, ১৩৬৯

কুমারী থিবুরুম রিয়াং
কুমারী খনরুম রিয়াং
উত্তমজয়বাড়ী

কল্যাণীয়াসু ঃ–

স্নেহের মা থিবুরুম ও মা খনরুম, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা কুমারী অবস্থায় আমার নিকটে অখণ্ড-দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ, তোমরা ভাগ্যবতী। কারণ অন্য কুমারীরা যে-ভাবে জীবন-যাপন করিয়া তার পরে বিবাহিতা হয়, তোমরা তাহা অপেক্ষা অনেক ভালভাবে জীবন যাপন করিতে পারিবে। আমার দীক্ষা মনুষ্যত্বের দীক্ষা, এই দীক্ষা গ্রহণ করিলে নিজের মনুষ্য-জন্মের প্রতি সমাদর-বোধ জন্মে, মনুষ্য শরীরটীকে দেবতার মন্দিরের মত পবিত্র বলিয়া মনে করিতে হয়, এই দেহটীকে আশ্রয় করিয়া উন্নত চিন্তা ও উন্নত জীবনের দিকে অগ্রসর হইবার প্রেরণা জাগে।

তোমরা কুমারী অবস্থায় আমার নিকটে দীক্ষিতা হইয়া আর এক দিক দিয়া বড় ভাগ্যবতী হইয়াছ। এখন তোমরা সাধন-ভজন করিয়া

যতই অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিবে, ততই তোমাদের পক্ষে ভবিষ্যৎ জীবন সুখকর ও শান্তিপ্রদ হইবে। কুমারী অবস্থায় যে সব মেয়ে নিজেদের চরিত্রকে অক্ষত ও মনোবলকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে পারে, বিবাহিত অবস্থায় তাহারা এমন সব গুণবান সন্তানের মা হয়, যাহাদের দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ হয়।

তোমাদের গ্রামে এবং চারিদিকের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যেখানে যে কুমারী মেয়ে আছে, তাহাকেই ডাকিয়া তোমরা বলিও যে, কুমারী জীবনের একটা মহিমা আছে, কুমারী-জীবনের একটা মহত্ত্ব আছে। সেই মহিমা ও মহত্ত্বকে অটুট ও ক্রমবর্দ্ধমান রাখিতে হইলে চাই সাধন। আমি তোমাদিগকে সেই সাধনই দিয়াছি। তোমাদের আত্মীয় পরিবারগুলিরও শত শত কুমারী কন্যা আবার আমার নিকটে দীক্ষিতা হইয়াছে। হয়ত আমি সময়ের অভাবে তাহাদের প্রতিজনের কাছেই একটী একটী করিয়া আলাদা পত্র পাঠাইতে পারিব না। সুতরাং আমার এই পত্র খানাই তোমরা সকলকে দেখাইও। সকলকে পড়িয়া শুনাইও, এই পত্রের মর্ম্ম প্রত্যেকের প্রাণে প্রবেশ করাইয়া দিও। আমার যাহারা পুত্র-কন্যা হইবে, সমগ্র জগতের হিতসাধন হইবে তাহাদের লক্ষ্য, একমাত্র নিজের উপকার আর নিজের মুক্তি কামনাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে না। সুতরাং সমস্ত জগতের উদ্ধারের কামনায় তোমরা আমার বাণীসমূহকে নিজ নিজ অঞ্চলে প্রত্যেকটী মানুষের কাণে ঢালিও। বারংবার শুনিতে শুনিতে এই সকল কথা ইহাদের নিকটে অমৃত-সমান মনে হইবে। সকলের মনে এই একটী আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠুক, "এতকাল আমরা যেভাবে জীবন যাপন করিতেছিলাম, আর তাহা করিব না। আমাদের জীবনকে উন্নত এবং মহান করিতে হইবে।" ইতি-

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৯)

হরিওঁ পুপুন্কী

শ্রীমতী তিথিরুম রিয়াং ২১শে বৈশাখ, ১৩৬৯

উত্তমজয়বাড়ী

কল্যাণীয়াসু ঃ-

স্নেহের মা তিথিরুম, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। হাজার করা দুইজনেও তোমরা লেখাপড়া জাননা। তবু আমি পত্রদ্বারাই তোমাদের কাছে আমার মনের ভাবগুলি প্রেরণ করিতেছি। অন্য ভাবেও আমি আমার মনের ভাব তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিতে পারি। তোমরা যখন আমার প্রদত্ত মহানামের সাধনায় বসিবে, তখন আমি সৎচিন্তারূপে তোমাদের মনে উদয় হইত পারি। তোমরা যখন সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া রাত্রে নিদ্রাগত হইবে, তখন আমি স্বপ্নযোগে তোমাদিগকে আমার বার্ত্তা জানাইতে পারি, আমার সঙ্গ দান করিতে পারি, তোমাদের অতি নিকটে আসিতে পারি। কিন্তু তাহা অস্থায়ী এবং মাত্র একজন দুইজনের পক্ষেই সম্ভব। যেই পিতৃদেবের করুণায় আমার এই শরীরের জন্ম, তাঁহাকে দেখিয়াছি, একই রজনীতে একটী গ্রামের সবগুলি লোককে স্বপ্নে দেখা দিয়াছেন। এখনও ময়মনসিংহ জেলার বাঁশাটি গ্রামের সেই সকল লোকদের মধ্যে দুই চারি জন জীবিত আছেন, যাঁহারা একটী নির্দ্দিষ্ট রাত্রিতে প্রত্যেকটী ব্যক্তি আমার বাবাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু আমার বাবার মুখেই আমি শুনিয়াছি যে, এই সকলের সুফল নিতান্তই ক্ষণিক। তাই আমি তোমাদের জনে জনের কাছে পত্র-মাধ্যমে উপস্থিত হই। আমার পত্রকে আর আমাকে তোমরা অভিন্ন বলিয়া জানিও। আমাকে তোমরা যেমন পূজ্য, আদরণীয় ও সযত্নে রক্ষণীয় মনে কর, আমার সহিত শত শত লোকের পরিচয় স্থাপন করিয়া দেওয়াকে তোমরা যেমন প্রয়োজনীয় এবং লাভজনক কাজ বলিয়া মনে কর, আমার পত্র সম্পর্কেও তোমরা তাহা করিও। আমাকে বারংবার প্রণাম করিতে যেমন তোমাদের আনন্দ হয়, আমার পত্রখানাকে বারংবার পাঠ করিতে যেন তেমন হয়। আমার পত্রখানাকে তোমরা আদর করিয়া যত্ন করিয়া রক্ষা করিও এবং শত জনকে

ইহা পড়িতে দিও, শত জনকে ইহার মর্ম্মকথা জানাইও, শত জনের জীবনে আমার পত্রগুলির সহায়তায় নূতন ভবিষ্যের সৃষ্টি করিও, নূতন প্রেরণা প্রদান করিও, নূতন উন্মাদনা জাগাইও। আমার পত্র তোমার প্রতি আমার স্নেহ, প্রেম ভালবাসা ও শুভাশীর্ব্বাদ বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে,-এই স্নেহ, এই প্রেম, এই ভালবাসা ও এই শুভাশীর্ব্বাদ যেন পৃথিবীজোড়া সকলে আস্বাদন করে।

তোমার বয়সটী এমন চমৎকার যে, এই বয়সে তুমি কুমারী মেয়েদের মতন পূর্ণ মনোযোগ দিয়া লেখাপড়ায় নামিয়া যাইতে পার, আবার ছেলেপুলের মা হইয়া তাহাদিগকে কাঁধে-পিঠে লইয়া সংসারী আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাইতে পার। অবশ্য, এক দিক্ দিয়া তোমার এই উভয় সাধেই বাদ সাধিয়াছে তোমাদের জুমের কৃষি। আদিম কালে প্রবর্ত্তিত এই অবৈজ্ঞানিক শ্রমসাধ্য কৃষিতে তোমরা এখন সমস্ত দিন ডুবিয়া আছ। দুই মাইল পথ হাঁটিয়া জুমের যোগ্য টিলাটিতে যাইবে, কাটা গাছপালার অগ্নিদগ্ধ ধ্বংসাবশেষগুলি টানিয়া টুনিয়া দূরে নিয়া ফেলিবে, টাক্কলটী দিয়া একটু মাটী খুঁড়িবে আর চিমটি কাটিয়া দশ মিশালী পঞ্চাশ রকমের বীজ এক সঙ্গে পুঁতিবে। ভাবী সমস্ত বৎসরটা জীবন-রক্ষার প্রয়োজনে এখন এই যে দুঃসাধ্য অতিশ্রম তোমরা করিতেছ, এই সময়ে পড়াশুনার চিন্তা আর সংসারী সুখ-আহ্লাদের সাধ সব তোমাদের সিকায় উঠিয়াছে। কিন্তু এই সময়টা পার হইয়া যাইবার পরে তোমাদের হাতে অফুরন্ত অবসর। সেই সময়টুকু তোমরা কেহই বৃথা কাটাইও না। তোমাদের বাবামণি জীবনে কখনো বৃথা সময় নষ্ট করেন নাই, তোমরা তাঁহার সন্তান হইয়া সময়ের অসদ্ব্যবহার কেন করিবে? বর্ত্তমান দুরন্ত পরিশ্রমের ফাঁকে ফাঁকে হাত-পা ছড়াইয়া স্বল্প বিশ্রামের জন্য যখন কোনও গাছতলাতে বসিবে, তখন কেবলই ভাবিতে থাকিবে, কি করিয়া তোমরা জুম-বপনের পরবর্ত্তী কালের অবসর-সময়টুকু কাটাইবে।

নিশ্চয়ই তখন তোমরা স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ সকলে লেখা-পড়া শিখিবার কাজে আগে মন দিবে। তারপরে তোমরা দলবদ্ধ-হইয়া গ্রামের পর গ্রামে গিয়া মধুর হরিওঁ কীর্ত্তন করিয়া তাহাদের কাণে ও প্রাণে অমৃত

বর্ষণ করিবে, ইহার পূর্ব্বে এই মধুর হরিনাম যাহারা কখনো শোনে নাই। হরিওঁ মহানামের মধুর ধ্বনি সহস্র মানুষের প্রাণকে নাচায় নাই, এমন বাড়ী, এমন পাড়া যেন ঐ পাহাড়ের কোনও অঞ্চলে না থাকে। হরিওঁ মহানামের শক্তিতে তোমরা প্রত্যেকে দুর্জ্জয় হও এবং সকল অবশ, অবল, অনাথ, পতিতদিগকে বল-বিক্রান্ত ও দুঃসাহসী করিয়া তোল। সমস্ত পৃথিবীর অন্ধকার তোমরা হরিওঁ-সূর্য্যোদয় ঘটাইয়া দূর করিবে, এই পণ কর। এই একটী অতি মহৎ কাজে তোমরা সকলে মিলিত হইয়া যাও। যাহারা এই নাম শোনে নাই, তাহাদিগকে ইহা শুনাইতে হইবে। যাহারা এই নাম গাহে নাই, তাহাদিগকে দিয়া ইহা গাওয়াইতে হইবে। এই নামের আনন্দে যাহাদের হিয়া নাচে নাই, তাহাদিগকে নামে প্রেমে হাসাইতে কাঁদাইতে নাচাইতে হইবে। নূতন কাজ তোমরা পাইয়াছ। একাজে যেন তোমাদের শিথিলতা না আসে। এ কাজে যেন তোমরা অবহেলা না কর। ইতি-

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১০)

হরিওঁ

কলিকাতা

শ্রীমান্ মর্জ্জিরায় রিয়াং
উত্তমজয়বাড়ী

২৭শে বৈশাখ, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা মর্জ্জিরায়, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিষ জানিও।

তোমাদের অঞ্চল হইতে আসিয়া সর্ব্বক্ষণ কেবল তোমাদের কথাই মনে পড়িতেছে। একই জাতির এতগুলি নরনারী একই অঞ্চলে এত অধিক পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তোমাদের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত এমন কোনও নেতার উদ্ভব হইল না, যে তোমাদিগকে বর্ত্তমান অবনত অবস্থা হইতে উর্দ্ধে উঠিবার জন্য প্রেরণা দিতে পারে, উৎসাহ যোগাইতে পারে। ইহা আমার নিকটে আশ্চর্য্যবোধ হইতেছে। আমি তোমাদের মত অতি সাধারণ লোকদের মধ্যেই বিরাট বিরাট কর্ম্মবীর ও গণনেতার আবির্ভাব দেখিতে

চাহি। তোমরা যে অমূল্য সম্পদ আমার নিকট হইতে পাইয়াছ, তাহার সদ্ব্যবহারে লাগিয়া যাও। নিজে সাধনা করিয়া যেই মহাবস্তুর অধিকার আমি পাইয়াছি, তোমাদের সর্ব্বতোমুখ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সেই মহাবস্তুই আমি তোমাদিগকে দিয়াছি। এই কথাটী তোমরা মনে রাখিও।

পাহাড়ী জাতির প্রতি ঘরে তোমরা যাও। তাহাদের এই অমৃত বাণী শোনাও যে, চিরকাল অবনত হইয়া থাকিলে চলিবে না, নিজেদের উন্নতি নিজেদের চেষ্টায়ই করিতে হইবে। আত্মোন্নতি করিবার যোগ্যতা তোমাদের আছে। অন্য মানুষ নিজের উন্নতি নিজের চেষ্টায় করে, তোমরাও তাহা করিবে। কারণ, তোমরাও মানুষ। আমি তোমাদের মধ্যে অনেক সদ্‌গুণ দেখিয়া আসিয়াছি। সেই সকল সদ্‌গুণের অনুশীলন করিলে তোমরা প্রতি জনে অসাধারণ হইতে পার। তোমরা তোমাদের ভবিষ্যতে বিশ্বাস রাখিও। ইতি-

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ।

(১১)

হরিওঁ

কলিকাতা
২৭শে বৈশাখ, ১৩৬৯

শ্রীমতী বৈগ্যবতী রিয়াং
উত্তমজয়বাড়ী

কল্যাণীয়াসু ঃ

স্নেহের মা বৈগ্যবতী, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। কুমারী গোমতীরুম্ ও ফুলবতীকে আমার স্নেহ আশিস জানাইও। রিয়াং বলিয়া তোমরা নিজেদিগকে হেয় মনে করিও না, স্ত্রীলোক বলিয়াও নিজেদিগকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করিও না। জগতের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রে দীক্ষা পাইয়াছ, তোমরা আর হেয় নহ, নীচ নহ। তোমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ অধিকার অবারিত। আর তোমাদিগকে দাবাইয়া রাখিবার অধিকার কাহারও নাই। আমি তোমাদিগকে উন্নতির দুয়ার খুলিয়া দিয়াছি। তোমরা নির্ভয়ে অগ্রসর হও। ভগবান তোমাদের নিত্যসহায়।

যেখানে যাহাকে দেখিবে, ডাকিয়া বলিবে, "আর আমাদের ঘুমাইয়া

কাটাইবার দিন নাই"। সকলকে বলিবে,- "এস, আমরা জাগি, আমরা উঠি, জগতের মঙ্গলের জন্য এবং নিজেদের কুশলের জন্য কাজ করি।" তোমরা প্রতি জনে কল্যাণের প্রচারক হও। তোমরা ঘরে ঘরে নবজাগরণের বাণী ছড়াও। নূতন জীবন লাভ কর, নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন কর। ইতি-

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১২)

হরিওঁ

কলিকাতা
২৭শে বৈশাখ, ১৩৬৯

কুমারী পদরুম রিয়াং
কুমারী নলবত্তী রিয়াং
উত্তমজয়বাড়ী

কল্যাণীয়াসু ঃ-

স্নেহের মা পদরুম ও নলবত্তী, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা মহামন্ত্র পাইয়াছ, এই মন্ত্র সকল মন্ত্রের রাজা। এই মন্ত্র মহা ভাগ্যবশে তোমরা পাইয়াছ। এই মন্ত্র পাইয়া তাহাকে অবহেলা করার মত ভুল কিছু নাই।

ভগবানের নামকে জীবনের সর্ব্বস্ব বলিয়া জানিবে। নামে যাহার রুচি, তার মন আপনা আপনি শুচি হয়। তোমরা শুচি থাকিতে চেষ্টা করিও। জীবন তোমাদের সার্থকতায় পূর্ণ হউক। তোমাদের ঐ সামান্য জীবন অসামান্য জীবনে পরিণত হইতে পারে, ইহা তোমরা বিশ্বাস করিও। তবে, তাহার জন্য সাধনে উদ্যম চাই। ইতি-

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরিওঁ কলিকাতা
শ্রীমান্ মুজাথাং রিয়াং ২৭শে বৈশাখ, ১৩৬৯
উত্তমজয়বাড়ী।

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা মুজাথাং, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ জানিও।

তোমার দুইটী বয়স্কা কুমারী কন্যাকে তুমি দীক্ষার জন্য দীক্ষা-গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছিলে। ইহা দ্বারা বুঝিতেছি যে, দীক্ষা যে একটা নবজন্ম, দীক্ষা লাভের দ্বারা যে অশেষ কুশল হয়, তাহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ। আমি কখনও চাহি না যে, আমার শিষ্য-সংখ্যা বৰ্দ্ধিত হউক কিন্তু কেহ স্বেচ্ছায় দীক্ষা নিতে আসিলে আমি সাধারণতঃ তাহাকে বিমুখ করি না। কারণ আমিও বিশ্বাস করি যে, দীক্ষা একটা জন্মান্তর-গ্রহণ, দীক্ষা একটা অসাধারণ রূপান্তর। দীক্ষার ফলে আমারই চখের সম্মুখে কত লম্পট পরনারী ছাড়িয়াছে, কত অসতী পরপুরুষ ছাড়িয়াছে, কত মদ্যপ সুরাপান পরিহার করিয়াছে। আমারই সন্তানদের মধ্যে ইহার কত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। চিরকালের চোর দীক্ষার পরে পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়াছে, হায়, হায়, চুরি করিয়া সংসার চালাইতাম, এখন সংসার চলিবে কিরূপে? পরের গরুকে বিষ খাওয়াইয়া মারা এবং তার পরে মরা গরুর চামড়া তুলিয়া, বিক্রয় করাই যাহার ব্যবসায়, দীক্ষা নিয়া তেমন লোকও অহিংসক সাধুতে পরিণত হইয়াছে। এই কারণেই দীক্ষা জীবনের একটা অতি মহৎ সংস্কার, অনেকের জীবনে দীক্ষা একেবারে অপরিহার্য্য প্রয়োজন। এই কারণেই শিষ্যলোভী না হইয়াও আমি আগ্রহী ব্যক্তিকে দীক্ষা দেই। আমি যে তোমাদের অঞ্চলে গিয়াছিলাম এবং অকাতরে হাজার দেড়েক নরনারীকে দীক্ষা দিয়া আসিলাম, টাকা চাহিলাম না, কড়ি চাহিলাম না, এমন কি যাতায়াতের পাথেয় পর্য্যন্ত চাহিলাম না, তাহারও কারণ ইহাই।

তুমি নিজে দীক্ষা নিয়াছ কি না, খেয়াল করিতে পারিতেছি না, কিন্তু তোমার কুমারী কন্যা দুইটীকে দীক্ষা নেওয়াইয়াছ। ইহা দ্বারা দীক্ষার প্রতি

তোমার শ্রদ্ধা সূচিত হইতেছে। এখন তোমার প্রয়োজন এইটুকু দেখা যে, তোমার কন্যারা এবং অপরাপর যাহারা দীক্ষা নিয়াছে, তাহারা যেন নিয়মিত সাধন করে। দীক্ষা নিল অথচ সাধন করিল না, ইহা বড়ই দোষের। জমি কিনিল অথচ আবাদ করিল না, ইহাও দোষের। দীক্ষা নিলে সাধন করিতে হয়। সাধন করিলে দীক্ষার সুফল অনুভবে আসে, সাধন করিলে জীবনের পূর্ণতা-লাভ হয়। এই জন্যই তোমাদের প্রয়োজন প্রত্যেককে সাধনে রুচি-সম্পন্ন করা। ইতি-

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরিওঁ
কলিকাতা
শ্রীমতী ভোলাইতি রিয়াং
২৮শে বৈশাখ, ১৩৬৯
উত্তমজয়বাড়ী

কল্যাণীয়াসু ঃ-

স্নেহের মা ভোলাইতি, তোমরা সকলে আমার নব-বর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

স্বামী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিবারের সবাইকে লইয়া তোমরা দীক্ষিত হইয়াছ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তোমরা প্রত্যেকে একক ভাবে এবং সমষ্টিগত ভাবে ভগবানের কাজের জন্য জীবনকে সমর্পণ করিলে। যাহাতে ভগবানের প্রীতি, যাহাতে ভগবানের সুখ, যাহাতে ভগবানের আনন্দ, তেমন কাজ তোমরা জীবন ভরিয়া করিবে। সেই ভাবেই তোমরা প্রস্তুত হও মা। অশিক্ষিত বা দরিদ্র বলিয়া, অনগ্রসর বা অজ্ঞ বলিয়া নিজেদিগকে হেয় জ্ঞান করিও না। তোমাদের অশিক্ষা, দরিদ্রতা, অনগ্রসরতা ও অজ্ঞতা তোমাদের নিজ চেষ্টায়ই দূর করিতে হইবে। আর তোমাদের সুশিক্ষিত, ধনবান, অগ্রসর ও বিজ্ঞ হইবার পূর্ব্বেই ভগবানের প্রীতিজনক কাজে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে।

কিন্তু ভগবানের প্রীতিজনক কার্য্যটী কি ? ইহা নিশ্চয়ই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার। সে কার্য্য আর কিছুই নহে, ভগবানের সৃষ্ট জগতের

যতটী প্রাণীর, যতটী মানুষের সম্ভব উপকার করা। পরোপকারই ভগবানকে প্রীতি করার শ্রেষ্ঠ পথ। তোমরা অশিক্ষিত, তবু তোমাদিগকে পরোপকার করিতে হইবে। তোমরা গরীব, তবু তোমাদিগকে পরোপকার করিতে হইবে। তোমরা অনুন্নত, তবু তোমাদের পরোপকার করিতে হইবে। তোমরা অজ্ঞ ও অভিজ্ঞতাহীন, অরণ্যের নিতান্তই সরলচিত্ত অধিবাসী, তাই বলিয়া পরোপকার করিবার দায়িত্ব হইতে তোমাদের অব্যাহতি নাই। কারণ, তোমরা আমার সন্তান হইয়াছ। আমি সমস্ত জীবন ভরিয়া পরোপকার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমার সন্তানেরা তাহা করিবে না? ইতি-

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরিওঁ কলিকাতা
শ্রীমান্ নছিদ রিয়াং ২৮শে বৈশাখ, ১৩৬৯
উত্তমজয়বাড়ী
কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা নছিদ্, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের গ্রামের অনেকগুলি যুবক আমার একান্ত আপনার জন হইয়াছে। তোমাদের প্রত্যেকের নিকটে এই আশা করি যে, তোমাদের সমগ্র জাতিটীকে উন্নতির দিকে ঠেলিয়া নিবার জন্য যে কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ-স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত হইয়াছি, তোমরা দলে দলে সেই কাজে আমার সহায়ক হইবে। আমি কাহারও নিকটে ধন-দৌলত চাহি না, আর, ধন দিবার মতন ক্ষমতাও তোমাদের নাই। কিন্তু স্বজাতির উন্নতির প্রয়োজনে তোমরা আমাকে তোমাদের মন ও প্রাণ দিতে পার। তোমরা তোমাদের বাহুর সহায়তা আমাকে দিতে পার। আমি গহন বনে আর দুর্গম পাহাড়ে কাজ করিতে চাহি, তোমরা প্রত্যেকে আমার বাহু হইতে পার।

কিন্তু আমার যাহারা বাহু হইবে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি সদ্গুণ থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ তাহাদিগকে চরিত্রবান হইতে হইবে, সত্যশীল হইতে হইবে, সরল হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ তাহাদিগকে কর্ম্মঠ হইতে

হইবে, পরিশ্রমে অকাতর ও অক্লান্ত হইতে হইবে, উদ্যমী হইতে হইবে। তৃতীয়তঃ তাহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, একাকী নিজের সুখ অর্জ্জন করাই জীবনের উদ্দেশ্য নহে, নিজের সুখে সঙ্গে সঙ্গে সকলের সুখ, আনন্দ, পরিতৃপ্তি ও পরিপূর্ণতার পথ সুগম করিতে হইবে,–অর্থাৎ স্বার্থপরের মনোভাব বর্জ্জন করিতে হইবে।

বন-পাহাড়ের অধিবাসী বলিয়া তোমরা অধিকাংশেই প্রকৃতির শিশু, তাই স্বভাবতঃই সরল ও সত্যবাদী। এই দিক দিয়া তোমাদের ভাবিবার কিছু নাই। কিন্তু নরনারীর মিলনের ব্যাপারে তোমরা কতখানি সচ্চরিত্র তাহা আমার জানা সম্ভব হয় নাই। যদি এই ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে বা জাতিগত ব্যাপকতায় কোনও দুর্ব্বলতা বা শিথিলতা থাকিয়া তাকে, তবে তাহার দ্রুত সংশোধনের জন্য তোমাদিগকে চেষ্টিত হইতে হইবে। যাহার বিবাহ হয় নাই এমন মেয়ে কোনও অবস্থায়ই পুরুষাসক্ত হইবে না। যাহার বিবাহ হয় নাই, এমন ছেলে কোনও অবস্থায়ই কোনও নারীতে উপরত হইবে না। যাহাদের বিবাহ হইয়াছে তাহারও নিজ স্বামী বা নিজ পত্নী ব্যতীত অপরের সহিত স্ত্রী পুরুষ ভাবে মিলিত হইবে না। প্রলোভনে পড়িয়াও না, দায়ে ঠেকিয়াও না, বল- প্রয়োগের বশীভূত হইয়াও না, কৌতূহল-বশেও না,–কোনও কারণেই বিবাহিত পুরুষ নিজের স্ত্রী ব্যতীত অন্য রমণীতে, বিবাহিতা নারী নিজের স্বামী ব্যতীত অন্য পুরুষে আসক্ত হইবে না। এই নিয়মটী অতিশয় কঠোরভাবে প্রতিটী ব্যক্তির জীবনে এবং সমগ্র সমাজে সামগ্রিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

সুরাপান চরিত্রের দৃঢ়তাকে দ্রুত নষ্ট করে। এই জন্য সকল আদর্শ সমাজেই মদ্যপ ব্যক্তির নিন্দা এবং মদ্য-বর্জ্জনের প্রশংসা আছে। অধিকাংশ পাহাড়ী জাতিগুলির মধ্যে মদ্যপানের বড় প্রবল প্রচলন দেখা যায়। তোমরা যুবকেরা সকলে মিলিয়া ইচ্ছা করিলে তোমাদের জাতির ভিতর হইতে মদ্যপানকে একেবারে তুলিয়া দিতে পার। বিবাহে, শ্রাদ্ধে, এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে মদ্যপানের যে বেপরোয়া ব্যবস্থা হয়, যদি সর্ব্বসম্মতি ক্রমে তাহার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পার, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, তোমাদের মত স্বল্প-আয়-বিশিষ্ট সাধারণ গরীবেরা আর গরীব অবস্থায় থাকিতেছে না, আস্তে আস্তে তাহার পরিবর্ত্তন হইতেছে। তোমাদের সকলের

স্থায়ী মঙ্গলের জন্যই সুরাপান পরিত্যাগ প্রয়োজন। ইতি-

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরিওঁ

কলিকাতা

শ্রীমতী পয়ন্তীরুম্ রিয়াং

২৮শে বৈশাখ, ১৩৬৯

উত্তমজয়বাড়ী

কল্যাণীয়াসু ঃ-

স্নেহের মা পয়ন্তীরুম, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। তোমার পরিবারস্থ সকলকে এবং গ্রামবাসী প্রত্যেককে আমার এই আশীর্ব্বাদ জানাইও। আমি চাহি, তোমরা প্রত্যেকে পবিত্র হও, সুন্দর হও, সুখী হও, বহুজনের সুখদাতা হও। গ্রামের প্রত্যেক লোককে বলিও যে, আমি তাহাদের প্রতি জনেরই মঙ্গল কামনা করিতেছি। দূর দূরান্তরে যখন যেখানে যাও বা যাওয়া সম্ভব হয়, সকল স্থানে প্রত্যেকটী নরনারীকে বলিও যে, জগতের প্রত্যেকের জন্যই আমার প্রেম ও প্রীতি। আমি পৃথিবীর প্রত্যেকটী প্রাণীকে আপন করিতে চাহি।

পুত্র, কন্যা, স্বামী ও আত্মীয়-পরিজন, প্রতিজনকেই সর্ব্বদা সদ্‌বুদ্ধি দিবে, সদুপদেশ দিবে, সৎপথে চলিবার জন্য উৎসাহ দিবে, প্রেরণা দিবে। তুমি সামান্যা নারী, তুমি আবার জগতের কোন্ কল্যাণ সাধন করিতে পার, এই জাতীয় হীনমন্য ভাবকে কখনও মনে ঠাই দিও না। ছোট, বড়, শিক্ষিত, অশিক্ষিত পুরুষ, নারী প্রত্যেককেই ভগবান কিছু না কিছু সৎকাজ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। সেই ক্ষমতা যতই অল্প হউক না কেন, প্রয়োগ ও অনুশীলনের দ্বারা তাহা বাড়াইতে বাড়াইতে অসামান্য রূপে বিশাল করা যায়। এই বিশ্বাস তোমরা রাখিও এবং তদনুযায়ী কাজ করিও। কাজ যে করে, তার মঙ্গল হয়। কাজ না করিয়া যে অলস হইয়া বসিয়া থাকে, তাহার মঙ্গল কোথায়? ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরিওঁ

কলিকাতা

২৮শে বৈশাখ, ১৩৬৯

শ্রীমতী নয়নতী রিয়াং

শ্রীমতী মহীরুম্ রিয়াং

শ্রীমতী বৃদ্ধিরুম রিয়াং

উত্তমজয়বাড়ী।

কল্যাণীয়াসু ঃ-

স্নেহের মা নয়নতী, মা মহীরুম ও মা বৃদ্ধিরুম, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

একই পত্রে তোমাদের তিনজনকে আমি আমার আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি। পত্রখানা নিজের পড়া হইয়া গেলে অন্যকে দেখাইও। তোমাদের গ্রামের প্রত্যেককেও এই পত্রযোগেই আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি।

দীক্ষার দিন কি যে আগ্রহ, কি যে উন্মাদনা, কি যে স্থির বিশ্বাস, কি যে অগাধ নির্ভর তোমাদের মধ্যে দেখিয়াছিলাম, তাহার তুলনা নাই। এই আশ্চর্য্য অবস্থাটী যেন তোমাদের মধ্যে স্থায়ী হয়, ইহা যেন ক্ষণিকের খেলায় পরিণত না হয়। ভগবৎ-সাধনের যে ব্রত নিয়াছ, তাহা প্রাণপণে পালন করিতে হইবে। দীক্ষা একটা ছেলেখেলা নহে, ইহার গভীর তাৎপর্য্য আছে।

শ্রীমান দিশিকুমার ও সর্পজয়কে আমি আলাদা পত্র দিলাম না। এই পত্রেই তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি।

তোমরা প্রত্যেকে এই প্রতিজ্ঞা কর যে, স্বামী-স্ত্রী মিলিয়া একদিকে যেমন সুখের সংসার রচনার করিবে চেষ্টা, অন্য দিকে তেমন দিকে দিকে ভগবানের বাণী প্রচার করিবার জন্য গ্রহণ করিবে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-প্রণালী। চারিদিকের অজ্ঞানতার অন্ধকার তোমাদিগকে দূর করিতে হইবে। কাহারও অনুগ্রহে নহে, নিজ বলেই তোমরা তাহা করিবে। আমি তোমাদিগকে সেই পথই দেখাইতে আসিয়াছিলাম এবং সেই পথ

দেখাইতেই বারংবার আসিব। ইতি-

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরিওঁ
কলিকাতা
২৯শে বৈশাখ, ১৩৬৯

শ্রীমান্ খের্মজয় রিয়াং
শ্রীমতী অই আক্তি রিয়াং
উত্তমজয়বাড়ী।

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা খের্ম্মজয় এবং স্নেহের মা অই আক্তি, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিষ জানিও।

জরুরী কাজে পুপুন্‌কী আশ্রম হইতে কলিকাতা আসিয়াছিলাম, অদ্য পুনঃ পুপুন্‌কী যাইতেছি। আমার ট্রেণ আর তিন ঘণ্টা পরে। এই পরম ব্যস্ততার মধ্যেও তোমাদের কথা আমি ভুলি নাই, ভুলিব না।

তোমরা স্বামি-স্ত্রীতে দীক্ষা লইয়াছ, বালক পুত্রটীকেও দীক্ষা লওয়াইয়াছ। ইহা দ্বারা অনুভব করিতেছি যে, তোমরা কেবল নিজেদেরই মঙ্গল চাহ না, তোমাদের বংশটী বাহিয়া যাহাতে অব্যাহত ধারায় কল্যাণ-রাশি প্রবাহিত হইতে পারে, তাহাও তোমাদের অভিপ্রায়। আমি পরমপন্থা প্রদর্শন করিয়াছি, সেই পথে অবিচলিত নিষ্ঠায় চলিতে থাক,-তোমাদের সকল কামনা পূর্ণ হইবে।

পুত্রকন্যাগুলিকে তোমাদের ভাবে ভাবিত করিবার জন্য তোমরা নিয়ত চেষ্টা কর। কেবল নিজ পুত্রকন্যাই নহে প্রতিবেশীদের পুত্রকন্যা গুলিকেও গড়িয়া তুলিতে হইবে। অনেক কাল পরে তোমাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। এখনো শত শত প্রাণী ঘুমের ঘোরে অসাড় অচেতন। তাহাদের প্রত্যেককে তোমরা জাগাইয়া তোল। ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরিওঁ পুপুন্‌কী

শ্রীসুধীর কুমার কর ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

ত্রিপুরা-দামছড়া

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা সুধীর, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। দামছড়াবাসী আমার প্রতিটী পুত্রকন্যা, ভক্ত ও অনুরাগীকে আমার আশিস ও স্নেহ দিও। বিগত পার্ব্বত্য-ভ্রমণে তোমরা সকলে মিলিয়া যে সহযোগ দিয়াছ তাহাতে আমিই শুধু তুষ্ট, তৃপ্ত হই নাই, পরমমঙ্গলময় পরমেশ্বর তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। সৎকার্য্যের শুভফল আছেই। তোমরা এইভাবে আজীবন সৎকর্ম্মে নিজেদিগকে লিপ্ত করিয়া রাখ, এই আশীর্ব্বাদ করি।

আমার পাহাড়ী পুত্রকন্যাদের নামে আঠারটী প্যাকেটে করিয়া চিঠিপত্র বিগত ২৯শে বৈশাখ কলিকাতায় রাখিয়া আসিয়াছি। সম্ভবতঃ তাহা গতকাল রেজিষ্টার্ড পার্শ্বেলে তোমার নিকটে প্রেরিত হইয়াছে। আমার এই পত্রের সহিতও সম্ভবত আশি কি নব্বইটী প্যাকেট পত্র রওয়ানা করিব। দূরদূরান্তরের পাহাড়ীদের নিকটে পত্রগুলি নিরাপদে পৌছাইবার বিশ্বস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। যার তার উপরে কাজের ভার দিও না। আমাকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় এগার শত পত্র লিখিতে হইবে বলিয়া, আমার শরীর ও স্বাস্থ্যের উপরে একটা দারুণ চোট পড়িবে। আর সেই পত্র সব লিখিতেছি কি ভাবে জানো ? কলিকাতায় গিয়া তিনটী দিন ছিলাম, এখানে আসিয়া তিনটী দিন রহিলাম, বারাণসী গিয়া সম্ভবতঃ দেড় দিনের সামান্য একটু বেশী থাকিব আর শত কর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে ইহারই ভিতরে অজস্র পত্র লিখিয়া ঝুড়ি বোঝাই করিতেছি। কাল সকাল আটটায় মঙ্গলকুটীরের ছাদ ঢালাইর কাজে লাগিয়া রাত্রি এগারটার সময়ে সমস্ত কুলী-কামিন লইয়া কর্ম্ম-বিরতি দিলাম। তাহার পরে অদ্য শেষ রাত্রে উঠিয়া লেখনী ধরিয়াছি। এইরূপ অনবসর শ্রম ও ক্লান্ত অবসরের মধ্যে লেখা পত্র যথাস্থানে না পৌছিলে খুবই পরিতাপের কথা। আমার পত্রগুলিকে কেহই পত্র মাত্র মনে করিও না, আমার স্বতঃস্ফুরিত সদাক্ষরিত হৃদ্‌রক্তের পিণ্ডীকৃত নির্য্যাস ইহারা। সাহিত্য সৃষ্টির জন্য আমি

লেখনী ধরি নাই। দূরদূরান্তের পাহাড়ী পুত্রকন্যারা যেন আমার পত্রগুলি প্রত্যেকে পায়, তাহা তোমাদের দেখিতেই হইবে।

এবার যত দূরের লোকের ভিতরে কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহা অপেক্ষা চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট মাইল দূরের লোকদের ভিতরে আমি আগামী অগ্রহায়ণের ভ্রমণে কাজ করিতে চাহি। অন্যায় একটা হৃৎপিণ্ডের ব্যথা মাঝে মাঝে আমাকে এখন কাতর করে, যাহার জন্য পদব্রজে পর্ব্বত-লঙ্ঘন অনুচিত মনে হয়। সাধনার হাঁটু দুইটির হাড়ের বেদনার নিরাময় আজ পর্য্যন্ত ধন্বন্তরীকল্প বিখ্যাত ভেষজ-বিশেষজ্ঞ ও শল্যবিশারদদের দ্বারাও সম্ভব হইল না। তাই তাহাকেও এখন অল্প হাঁটার পথে চলিতে হয়। সংগঠন গুণে আমরা দূরত্বকে জয় করিতে চাহি। এমন ভাবে সংগঠনের-কার্য্যে তোমরা লাগিয়া যাও যেন দূর দূরান্ত আমাদের নিকটে আসিয়া নির্দ্দিষ্ট দুই, চারি বা পাঁচটী স্থানে ধরা দেয়, আমরা এই দুই, চারি, পাঁচটি দুর্গম স্থানে যৎপরোনাস্তি শারীরিক ক্লেশ ও সাধ্যাতীত অর্থব্যয় করিয়াও নির্দ্দিষ্ট সময়ে গিয়া পৌঁছিতে রাজি আছি।

পাহাড়ীদের মধ্যে যে প্রাণের সাড়া আমরা জাগিয়া উঠিতে দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাকে থামিয়া যাইতে তোমরা দিও না। প্রতি দিনে, প্রতি সপ্তাহে তোমরা কোনও না কোনও প্রকারে স্মরণ করাইয়া দিতে থাক যে, আমরা আসিয়াছিলাম এবং আমরা আবার আসিব। কেন আমরা আসিয়াছিলাম, কেন পুনরায় আসিব, তাহাও তোমরা ইহাদিগকে বারংবার বুঝাইয়া দিতে থাক।

একদা নোয়াখালীর ফেণী সহরে যখন বিরাট এক আয়ুর্ব্বেদ-প্রতিষ্ঠান খুলিবার চেষ্টায় নামি, একদা নোয়াখালীর পরশুরামে রেল-ষ্টেশানের নিকটবর্ত্তী তিন-দিকে-জলে-পরিবেষ্টিত একটী মনেরাম ভূখণ্ডে যখন আশ্রম-গঠন আরম্ভ করি, তখন আমি তাহাদের আমার দক্ষিণে বামে পাই নাই, যাহারা আমার ধ্যানকে বোঝে। ন্যস্ত বিশ্বাস ইহারা রক্ষা করিতে পারে নাই এবং আমার প্রায় প্রত্যেকটী পরিকল্পনায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। সেদিন আমার কল্পনা ছিল বিলনিয়া হইতে সুরু করিয়া প্রতি ছয় মাইল দূরে দূরে একটী করিয়া প্রতিষ্ঠান গড়িয়া গড়িয়া বেথলিংশিব দিয়া গভীর অরণ্য আর দুর্গম পর্ব্বতের মধ্য দিয়া আমি

লুসাই পাহাড়কে নিকট করিব। আমার সেদিনকার বাণী অরণ্যে রোদন হইয়াছে। আমার সেদিনকার চেষ্টা ব্যর্থতার পর্য্যবসিত হইয়াছে। আমার সেদিনকার দূরদর্শিতা অজ্ঞ, মূর্খ, ব্যক্তিগত মর্জ্জিসর্ব্বস্ব লোকদের নিকটে উপহাসের সামগ্রী হইয়াছে। কিন্তু সত্য চিন্তার মৃত্যু নাই। আজ হতভাগ্য দেশত্যাগীরা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে, কত দূরের দিকে তাকাইয়া আমি কথা কহিয়াছিলাম বা দৃষ্টি-সঞ্চালন করিতেছিলাম।

সর্ব্বক্ষণ আমার সঙ্গে থাকিয়া পদে পদে আমার কার্য্যে বাধা দিবার সেই লোকগুলি আজ নাই, কে কোথায় গিয়া কোন্ চুল্লীতে অন্ন রাঁধিতেছে, তাহা ঈশ্বর জানেন। কিন্তু যাহারা মৃত্যুবরণ করিতে হইলেও একবাক্যে আমার নির্দ্দেশ পালন করিবে, যাহারা আমার স্বপ্নে বিশ্বাসী, আমার ধ্যানে শ্রদ্ধাবান্, আমার কল্পনায় আস্থাশীল, যাহারা আমার সহিত গহন বনে সর্পশ্বাপদের সঙ্গ করিতে ভয় পায় না, অজানা অচেনা স্বাস্থ্যহীন পরিবেশে গিয়া কুসংস্কারের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে এবং পতিতোদ্ধারে আপ্রাণ শ্রমবিনিয়োগ করিতে এক কণা ক্লান্তি বোধ করে না, আজ তাহারা আমার সঙ্গে আছে। তাই মনে হইতেছে, বিলনিয়া হইতে বেথলিংশিব নহে, দামছড়া হইতে লুসাই- চট্টগ্রাম সঙ্গমের শেষ সীমা পর্য্যন্ত হয়ত আমার সেই পুরাতন পরিকল্পনা হঠাৎ একদিন কার্য্যকর হইয়া উঠিতে পারে।

কিন্তু তাহা বিশেষ ভাবে নির্ভর করিবে সেই স্থানটীর অকুণ্ঠ বান্ধবতার উপরে, যেই স্থানটিকে Base বা পাদপীঠ করিলে অন্যত্র ক্রমে ক্রমে পদক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হইয়া যাওয়া সহজতর হইবে। বিলনিয়ায় সেই স্বাভাবিক আনুকূল্য ছিল না বা আজও নাই, যাহা তোমাদের ওখানে লক্ষ্য করা গেল। এই কারণে তোমাদের স্থানীয় চিন্তাশীল অধিবাসীদের মনে আমার চিন্তা, আমার কল্পনা, আমার ধ্যান, আমার ধারণা, আমার আকাঙ্ক্ষা এবং আমার বিনিয়োগ-ধারার সম্পর্কে কৌতূহল, ঔৎসুক্য, আগ্রহ, আসক্তি, অনুরক্তি, বিশ্বাস এবং সহানুভূতি সৃষ্টি করা প্রয়োজন। চাঁদা আদায়ের জন্য নহে, কারণ চাঁদা সংগ্রহের স্বপ্নও আমি কখনো দেখি না একটী সুস্থ সাগ্রহ সাবলীল পরিবেশ সৃষ্টির জন্যই ইহা প্রয়োজন। তোমরা অবিলম্বে এই কাজটীতেও হাত দাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২০)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী
১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমান্ অজিতকুমার রায়
ত্রিপুরা-দামছড়া
কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা অজিত, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কর্ম্মে, ধর্ম্মে, আত্মোন্নতিতে, পরোপকারে, আদর্শে, অনুশীলনে তোমাদের জীবন পরম সার্থকতায় ভরিয়া উঠুক।

রিয়াংদের সঙ্গে বাস করিয়া তাহাদের যে মূর্ত্তি দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা দারিদ্র্যের চূড়ান্ত ও নগ্ন মূর্ত্তি।

ইহাদের দারিদ্র্যকে দূর করিতে হইবে, এই চিন্তা আমার সমগ্র মনঃপ্রাণকে অধিকার করিয়াছে।

ইহাদের দারিদ্র্য যে দূর করা সম্ভব, এই বোধ ও বিশ্বাস ইহাদের মনে আগে জাগাইতে হইবে।

এই কাজটুকুতে তোমরা আমার সহায়তা কর।

পাহাড়ীদের মধ্যে খুব কাজ করিলাম, ইহা দেখাইয়া সরকারী দান লাভ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। পাহাড়ীদের উন্নতির জন্য কত কিছু করিতেছি বলিয়া সাধারণ গৃহস্থের মধ্যে প্রশংসা-মুখরতা সৃষ্টিও আমার কাম্য নয়। আমার আসল উদ্দেশ্য এমনই নিরেট যে, প্রচারের ঝাঝর এখানে আওয়াজ তুলিতে পারে না। চিরজীবন আমি লোকচক্ষুর আড়ালে থাকিয়া কাজ করিয়া আসিয়াছি, এখানেও তাহাই করিব। আমি আমার নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে কিভাবে অগ্রসর হইব, কোন্ কাজের পর কোন্ কাজ ধরিব, তাহার ছক মনে মনে কাটিতেছি। খুব সম্ভবতঃ আমার আগামী অগ্রহায়ণের ভ্রমণটার পরে আমি মোটামুটি কর্ম্মতালিকা ও সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ফেলিতে পারিব।

তোমরা, যাহারা আমার শিষ্য না হইয়াও অকপটে প্রতি কর্ম্মে সহায়তা

দিতেছ, তোমরা, যাহারা নামে মাত্র শিষ্যদের অপেক্ষা সৎচেষ্টার অকুণ্ঠতর পৃষ্ঠপোষক, তাহারাও চিন্তা সুরু কর। আমি তোমাদের নিকট হইতে উৎকৃষ্ট কর্ম্ম-পরিকল্পনা পাইতে চাহি। আকালের সময় দশ সের আর বিশ সের চাউলের লোভে যাহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে বাঁচাইতে হইলে আগে তাহাদের মুখে আমাকে তুলিয়া ধরিতে হইবে তাহাদের নিজ শ্রমে অর্জ্জিত প্রচুর অন্ন। ইতি-

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২১)

হরিওঁ

পুপুন্কী
১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমান্ শচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
দামছড়া
কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা শচীন্দ্র, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পার্ব্বত্য জাতিগুলির মধ্যে কাজ করিবার জন্য তোমরা প্রত্যেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্ম্মী হইয়া যাও। কেহ কম, কেহ বেশী, করিয়া যদি কাজে লাগিয়া যায়, তাহা হইলে বহুজনের কর্ম্মের সম্মিলিত ফল একটা বিরাট আকার ধারণ করে। তাহার আয়তন এবং গভীরতা অনেক সময়ে এমনই বিশাল হয় যে, বাহিরের লোকের তাক্ লাগিয়া যায়। কিন্তু বিস্মিত হয় না তাহারা, যাহারা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর লোকলোচনের বাহিরে থাকিয়া অবিরাম শ্রম করিয়াছে, বিশ্রামকে ঘৃণায় প্রত্যাখান করিয়াছে।

পার্ব্বত্য অধিবাসীদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দাও যে, তাহাদের সকল দুরবস্থার প্রতীকার সম্ভব। তাহাদের মনে এই ধারণাও দৃঢ়মূল কর যে, তাহারা নিজেদের শক্তিতে নিজেদের দুর্ভাগ্য দূর করিবে। কাহারও অনুগ্রহের দানে কোনও জাতি বাঁচে না। রিয়াং, চাকমা, মলসুং, কাইফেং আদি গরীব জাতিগুলিকে নিজেদের ভুজবীর্য্যেই নিজেদের অবস্থার

পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। তাহাদের আত্মচেষ্টায় দুর্দ্দৈবকে পরিহার করিবার প্রয়াসে আমরা সর্ব্বশক্তি দিয়া সহায়তা করিব। ইতি-

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২২)

হরিওঁ

বারাণসী
৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমান্ তরমণি রিয়াং।
শ্রীমতী রুমতি রিয়াং।
গগইছড়া (লুসাই হিল্)
কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা তরমণি ও স্নেহের মা রুমতি, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

চতুর্দ্দিকে ভিন্নধর্ম্মের আকর্ষণ, গৃহে গৃহে চরম দারিদ্র্য, কাহারও নাই শিক্ষা,– এই অবস্থার মধ্যে তোমরা বিভ্রান্ত-জীবন যাপন করিতেছ। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, তোমাদের অবস্থার উন্নতি সাধনে জীবন বিসর্জ্জন দিব। দেশ জুড়িয়া কত রকমের আন্দোলন চলিতেছে, কিন্তু তোমাদের কথা আমার প্রাণে যে সাড়া দেয়, অন্য কাজে তেমন সাড়া দেয় না। তবে অন্য কাজও আমি সর্ব্বশক্তি দিয়াই করিয়া যাইতেছি। কিন্তু হাজার কাজের মধ্যেও তোমাদের কথাই বেশী করিয়া ভাবিতেছি। তোমাদিগকে বর্ত্তমান অবস্থা অতিক্রম করিয়া উন্নততর অবস্থায় পৌঁছিতে হইবে। কেবল ধর্ম্মবলেই আমি তোমাদিগকে উন্নত দেখিতে চাহি না, ধনবলেও তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠ হইতে হইবে।

যাহাকেই দেখ, তাহাকেই ডাকিয়া বল, বর্ত্তমান অচল অবস্থার অবসান ঘটাইতে হইবে। অমানুষের মতন জীবন-যাপন করিয়া কোনও লাভ নাই। প্রকৃত মানুষ হইতে হইবে। সকলের প্রাণে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাও। ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরিওঁ

বারাণসী
৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমান্ আশিধন রিয়াং
বংশুল রামচন্দ্রবাড়ী।
কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা আশিধন, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

লঙ্গাই-উপত্যকার অভিযানে যাঁহারা শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীচরণ-সঙ্গ নিয়াছিলেন। (বাম হইতে) শ্রীযজ্ঞেশ্বর নাথ, শ্রীলালমোহন বীর, ব্রহ্মচারী প্রেমাঞ্জন, শ্রীহরিপদ পোদ্দার। উপবিষ্টা ব্রহ্মচারিণী [illegible] দেবী।

বংগুল-পর্ব্বত-মালার আনাচে কানাচে ছড়াইয়া আছ তোমরা, বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কোনও খবরই রাখ না। চিরকাল যে মানুষ এক অবস্থায় থাকে না, ক্রমে ক্রমে মানুষ এবং তাহার সমাজ যে উন্নত হয়; এই সংবাদ কেহ তোমাদের দেয় নাই। তাই তোমরা অধিকাংশই মনে করিতেছ যে, আবহমান কাল যেমন করিয়া অজ্ঞানতার অন্ধকারে কাল কাটিয়াছে, চিরকালই তদ্রূপ চলিবে। আমি তোমাদিগকে শুনাইতে আসিয়াছি যে, চিরকাল তাহা চলিবে না। দরিদ্র তোমরা নিজ বাহুবলে দারিদ্র্য ঘুচাইবে, অশিক্ষিত তোমরা যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত হইবে, অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত তোমরা একদিন নিজেদের মহত্ত্বের দরুণ জগতে পরিচিত এবং সমাদৃত হইবে। যাহারা ছোট আছ, একদিন তাহারা বড় হইবে। যাহারা অতি সাধারণ ভাবে চলিতেছ, তাহাদের বংশধরদের মধ্যে অনেক বড় বড় লোক জন্মগ্রহণ করিবে। তোমরা তোমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উচ্চধারণা রাখিও।

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের জীপ ত্রিপুরা-দামছড়ার উপান্তে এক টিলার উপরে আসিলে অভ্যর্থনাকারীদের একাংশের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ। ভক্তিমান মণিপুরী কীর্ত্তনীয়াদিগকে হরিও কীর্ত্তন করিতে দেখা যাইতেছে।

ত্রিপুরা-লামছড়াতে শ্রী অজিতকুমার রায়ের গৃহ-সম্মুখে কতিপয় উৎসাহী সজ্জন, মহিলা ও বালকবালিকাবৃন্দ। অজগর সর্প গলে ঝুলাইয়া বামে উপবিষ্ট শ্রীঅজিতকুমার রায়।

দামছড়া পরিত্যাগ-কালে দামছড়া-নিবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রাণস্পর্শী বিদায়-সম্বর্ধনা।

সম্ভবতঃ আগামী ১লা অগ্রহায়ণ আমি আবার তোমাদের মধ্যে আসিতেছি। প্রত্যেকটী স্থানে যাইতে পারিব না, কিন্তু কয়েকটী প্রধান প্রধান স্থানে যাইব। আমি আশা করি, দূরদূরান্তর হইতে তোমরা সকলে এক একটা কেন্দ্রে মিলিত হইবে। আমি তোমাদের মনে প্রবল আত্মবিশ্বাস জাগাইতে চাহি। যেই আত্মবিশ্বাসের বলে অসাধ্য-সাধন করা যায়, তাহা আমি তোমাদের প্রাণে প্রাণে জাগাইব। তোমরা দীর্ঘকালের আলস্য, অবসাদ ও আত্ম-অবিশ্বাস পরিহার করিয়া সোজা মেরুদণ্ডে দাঁড়াও। দিকে দিকে সকলকে শুনাও যে, মুক্তির দিন আসিয়াছে। আর তোমরা কুসংস্কারের দাস থাকিবে না, আর তোমরা অন্ধকারে বাস করিবে না। ইতি-

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

নদীতে জল অত্যল্প। তার উপরে দুস্তর পাথরের বাধা। ডাইনে বাঁয়ে তলায় সর্ব্বত্র পাথর। খরস্রোতা লঙ্গাই উজান ঠেলিয়া যাইতে হইবে।

(২৪)

হরিওঁ

বারাণসী
৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমান্ পুণ্যরাম রিয়াং
বংগুল রামচন্দ্রবাড়ী।

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা পুণ্যরাম, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

যে মহামন্ত্র পাইয়াছ, প্রতিজনে তাহার অকপট ও ঐকান্তিক সাধন

সুতরাং ঠেল নৌকা জোরসে।

করিয়া যাইতে থাক। সাধন করিতে করিতে তোমাদের দেহে বল আসিবে, মনে উৎসাহ জাগিবে, প্রাণে বিরাজিত হইবে প্রত্যয়। তোমরা বিশ্বাস কর যে, অতি অসাধারণ, অতি নগণ্য, নিতান্ত নিকৃষ্ট, কদর্য্য ও কলঙ্ককর জীবন-যাপনের জন্য তোমরা মনুষ্য-জন্ম পাও নাই। এই জন্মের বিশেষ অর্থ আছে, বিশেষ তাৎপর্য্য আছে, বিশেষ লক্ষ্য আছে। তোমরা এক জনেও হীন জীবন যাপন করিবে না, নীচ হইয়া থাকিবে না, দুর্ব্বল, ভীরু, কাপুরুষ রূপে জগতের কাছে উপহাসের আস্পদ হইবে না। লক্ষ্য

নদীকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহারই সন্তান-সন্ততির শুষ্ক মৃতদেহ,-বন্যায় ভাসিয়া আসা, ঝড়ে পড়িয়া যাওয়া গাছ আর কাঠ। ইহারই উপর দিয়া, কখনো বা ইহার নীচ দিয়া সবলে নৌকা ঠেলিয়া নিয়া যাইতে হইতেছে।

রাখ উচ্চে, মন রাখ ভগবানের নামে। ইতি-

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরিওঁ

বারাণসী
৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমতী তৈতী রিয়াং
মহিমচন্দ্রপাড়া।
কল্যাণীয়াসু ঃ-

স্নেহের মা তৈতী, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যাহাদিগকে দীক্ষার সময়ে উপাসনা-প্রণালী বহিখানা দিতে পারি নাই, তাহাদের প্রত্যেকের নিকটে একখানা করিয়া বহি পাঠাইতেছি। তোমার বহি

উপরে বাধা, নীচে বাধা, ডাইনে বাধা, বায়ে বাধা, সকল বাধা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে প্রবল উদ্যমে।

এখানে শুধ ঠেলায় চলিবে না। পথের বাধা দা-কুড়াল দিয়া কাটিয়া সরাইয়া তবে নৌকা চালাইতে হইবে।

এক শত গজ পথও বিনা বাধায় অতিক্রম সম্ভব ছিল না।

এই সঙ্গে গেল। বহিগুলি ডাকে পাঠাইতে অনেক ব্যয় হইল, কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে, এই উপলক্ষ্যে প্রায় জনে জনে একখানা করিয়া পত্র লিখিবার অবকাশ ঘটিল। প্রায় এগার শত পত্র আমাকে লিখিতে হইবে তাহার মধ্যে দুই চারিখানার নকলও রাখিতেছি। এই সকল পত্র পরে ছাপাইয়া বিতরণ করিব। ইতিমধ্যে তোমরা আমার পত্রগুলি পাঠ করিয়া সকলকে শুনাও এবং বন-পাহাড়ের প্রতি আনাচে-কানাচে ভগবানের বাণী ছড়াও।

যাহারা ভগবানে বিশ্বাস করে না, তাহারা না করুক। কিন্তু আমরা করি। আমরা এমন ভগবানে বিশ্বাস করি, পৃথিবীর সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোক যাঁহার সন্তান। এই জন্যই খ্রীষ্টান আমাদের পর নহে, মুসলমান আমাদের

গভীর রজনীতে মনাছড়া আগমন।

পর নহে। এই জন্যই শূদ্রেরা আমাদের পর নহে, ম্লেচ্ছেরা আমাদের পর নহে। এই জন্যই পাপীরা আমাদের পর নহে, পতিতেরা আমাদের পর নহে। সকল মানুষকেই আমরা আমাদের আপনার জন, আমাদের হৃদয়ের ধন, আমাদের জীবনের জীবন বলিয়া গণনা করি।

চারিদিকে নানা মত, নানা পথ, নানা ধর্ম্ম ও নানা সমাজ আশ্রয় করিয়া যাহারা চলিয়াছে, অগণিত সেই মানবস্রোতের একটী প্রাণীও আমাদের ভ্রাতা ও ভগিনী ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদের প্রতি জনের মধ্যে ভগবানই নিঃশ্বাস-বায়ু রূপে প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছেন, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমরা প্রতি জনে সেই তাঁহারই চরণে মিশিব। জীবনে বা মরণে কোনও সময়ে কোনও অবস্থাতেই আমরা ভগবানকে ছাড়িব না, ভগবানকে ভুলিব না।

তোমার ত মা বয়স হইয়াছে, তোমার ত মন স্বভাবতঃই ভগবানের

মনোহরপুরের গৃহ-নির্ম্মাণ-শৈলী।
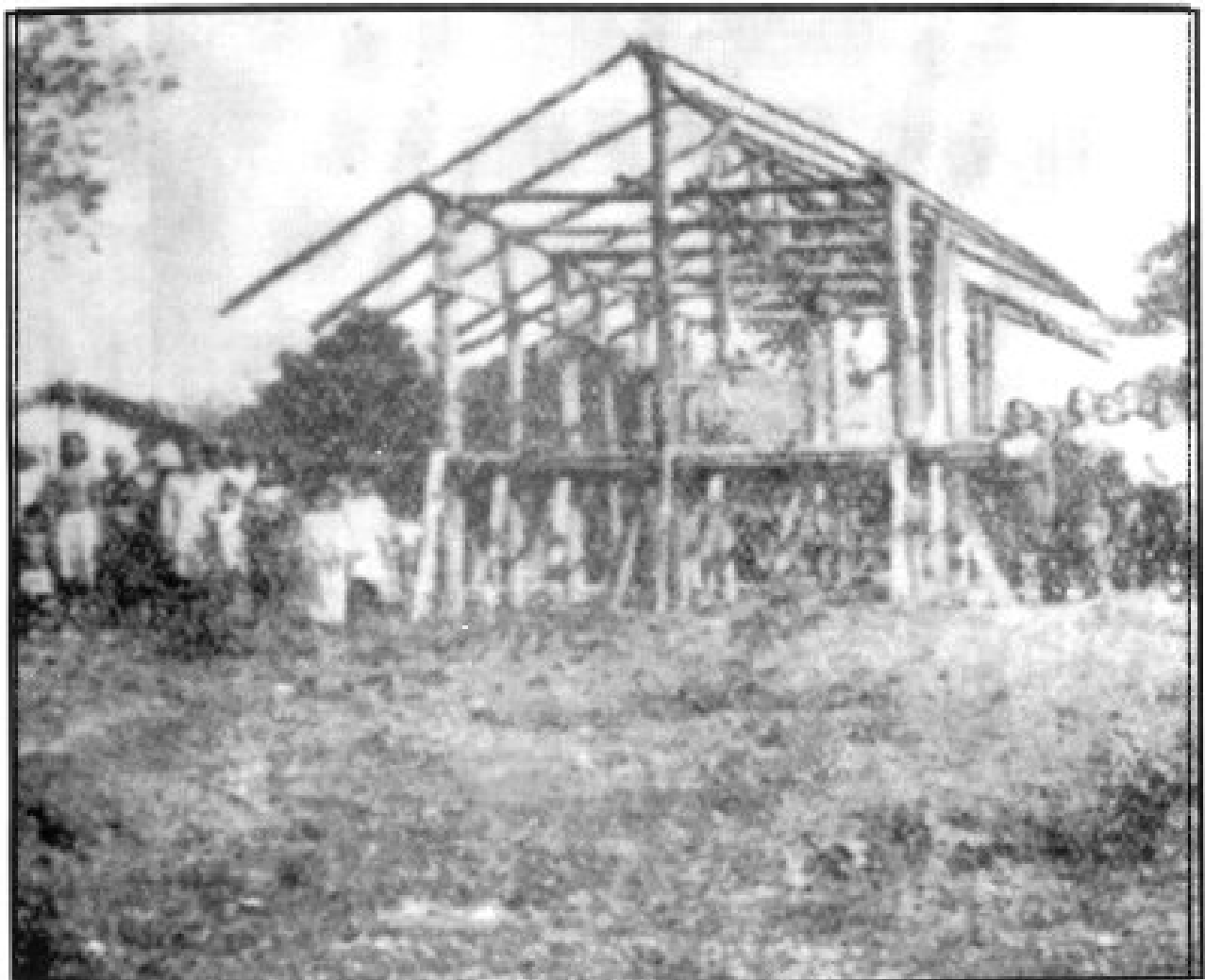
দিকে ধাবিত হইতেছে। কিন্তু যুবক বয়সের তরুণ–তরুণীরা ত সংসার ভোগেই মত্ত। তবু তাহাদের নিকটে ভগবৎ-প্রেমের বাণী লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। এস আমরা সকলে মিলিয়া এমন কিছু করি, যাহাতে ঐ নীরব বন আর জনহীন পর্ব্বতের প্রত্যেক অংশ শতাব্দী জুড়িয়া কেবল কীর্ত্তিত হইতে থাকে,–হরিওঁ, হরিওঁ, ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন। ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

একখানা মোটা কাঠে খাঁজ কাটিয়া দেওয়া আছে। তাহা বাহিয়াই রিয়াংদের টংএ উঠিতে হয়।

রিয়াং রমণীদের বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিধান করিয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী রিয়াং হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে মধ্যস্থলের একটু বামে দণ্ডায়মান দেখা যাইতেছে।

মনোহরপুরে কতিপয় হিন্দু শিষ্যসহ অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব। তাঁহার পশ্চাতে হিন্দু বেশে ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী।

(২৬)

হরিওঁ

বারাণসী
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমতী থাম্‌মতি রিয়াং
মহিমচন্দ্র পাড়া
কল্যাণীয়াসু–

স্নেহের মা থাম্‌মতি, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

মনাছড়ায় সমাগত অগণিত দীক্ষার্থীর মধ্যে কতিপয়। মধ্যস্থলে যুক্তকরে দণ্ডায়মান মুণ্ডিত-মস্তক শ্রীরাংখাংহা। ইনি পুত্রাদি সহ তিন দিনের পথ হাঁটিয়া লুসাই হিল্ হইতে আসিয়াছেন দীক্ষার জন্য।

মনাছড়াতে কতিপয় তরুণ শিষ্য-শিষ্যাসহ অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব।

বামে ত্রিপুরা-দামছড়ার শ্রীসুধীরকুমার কর। মনাছড়ার কাজের সুবন্দোবস্তের জন্য ইনি পদব্রজে আসিয়াছেন। দক্ষিণে মনাছড়াবাড়ীর একজন বাঙ্গালী ব্যবসায়ী। স্থানীয় সুব্যবস্থায় ইনি মনাছড়া অখণ্ড মণ্ডলীকে যথেষ্ট সহায়তা দিয়াছেন।

মনাছড়াবাড়ী হইতে খেদাছড়াবাড়ী রওনা হইবার সময়ে পাহাড়ী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ সহ ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী একটী বাঁশের সেতু অতিক্রম করিতেছেন।

মনাছড়াবাড়ী হইতে রওনা হইবার কালে নদীর ঘাটের দৃশ্য। হরিগুণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে সজলনেত্রে উঁহারা গুরুদেবকে বিদায়-সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছেন। কেহ কেহ অঝোরে কাঁদিতেছেন। মধ্যস্থলে-দণ্ডায়মান অক্লান্তকর্মী শ্রীঅভিরাম বিশ্বাস।
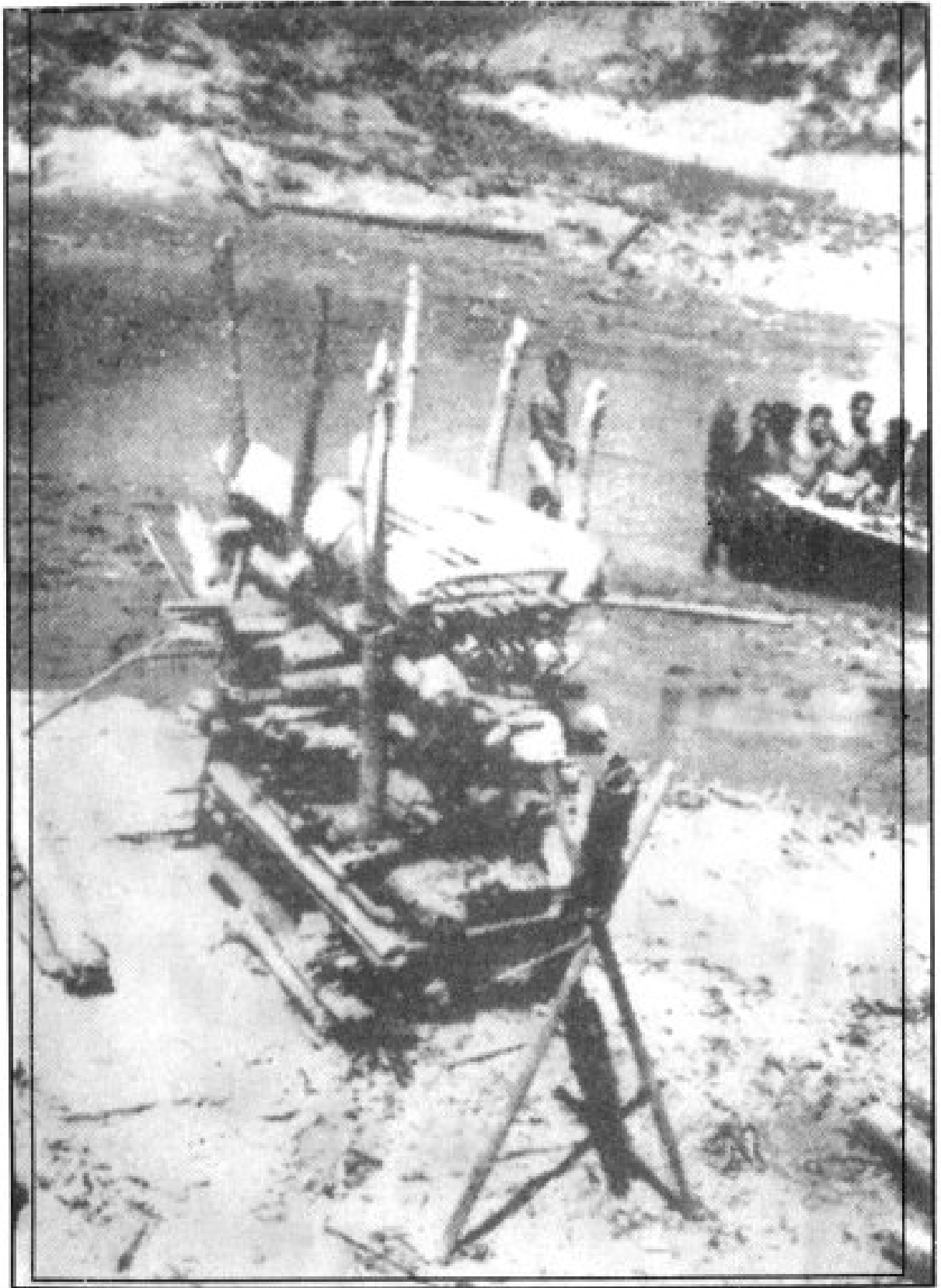
রিয়াংরা আজন্ম-শিল্পী। তাহাদের চিতাশয্যাতেও শিল্পের পরিচয় থাকে। লক্ষ্মীছড়াতে লুসাই পাহাড়ে নৌকা থামাইয়া শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব লুসাই-পর্ব্বতবাসী একটা অখ্রীষ্টান রিয়াং এর এই শেষশয়নের ব্যবস্থাটী দেখিয়া নিজেও ইহাতে কয়েক টুকরা কাষ্ঠ-সংযোগ করেন।

ব্যাকুল অন্তর লইয়া তোমরা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলে। প্রাণভরা তোমাদের ছিল ভালবাসা আর বিশ্বাস। সেই ভালবাসা ও বিশ্বাসের বলে তোমরা আমার কাছ হইতে ইহপরজীবনের পরম অমৃত আহরণ করিয়া লইয়াছ। ভগবানের নামরূপ এই পরম অমৃত নিয়ত সেবন করিও। ভগবানের নাম এক দিনের জন্যও ভুলিও না। ভগবানের নামকে কণ্ঠের হার, নয়নের মণি করিয়া লইও। ভগবানের নামের সেবাকে জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিও।

তোমার যাহা বয়স, এই বয়সেই পৃথিবীর অধিকাংশ মহামানব জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বপ্নগুলি দেখিয়াছিলেন, যেই স্বপ্নকে সফল করিবার জন্য

লক্ষ্মীছড়ার নিকটবর্ত্তী একটি বাঁশের সেতু। বামে ত্রিপুরা পাহাড়, দক্ষিণে লুসাই পাহাড়। মধ্যে লঙ্গাই নদী।
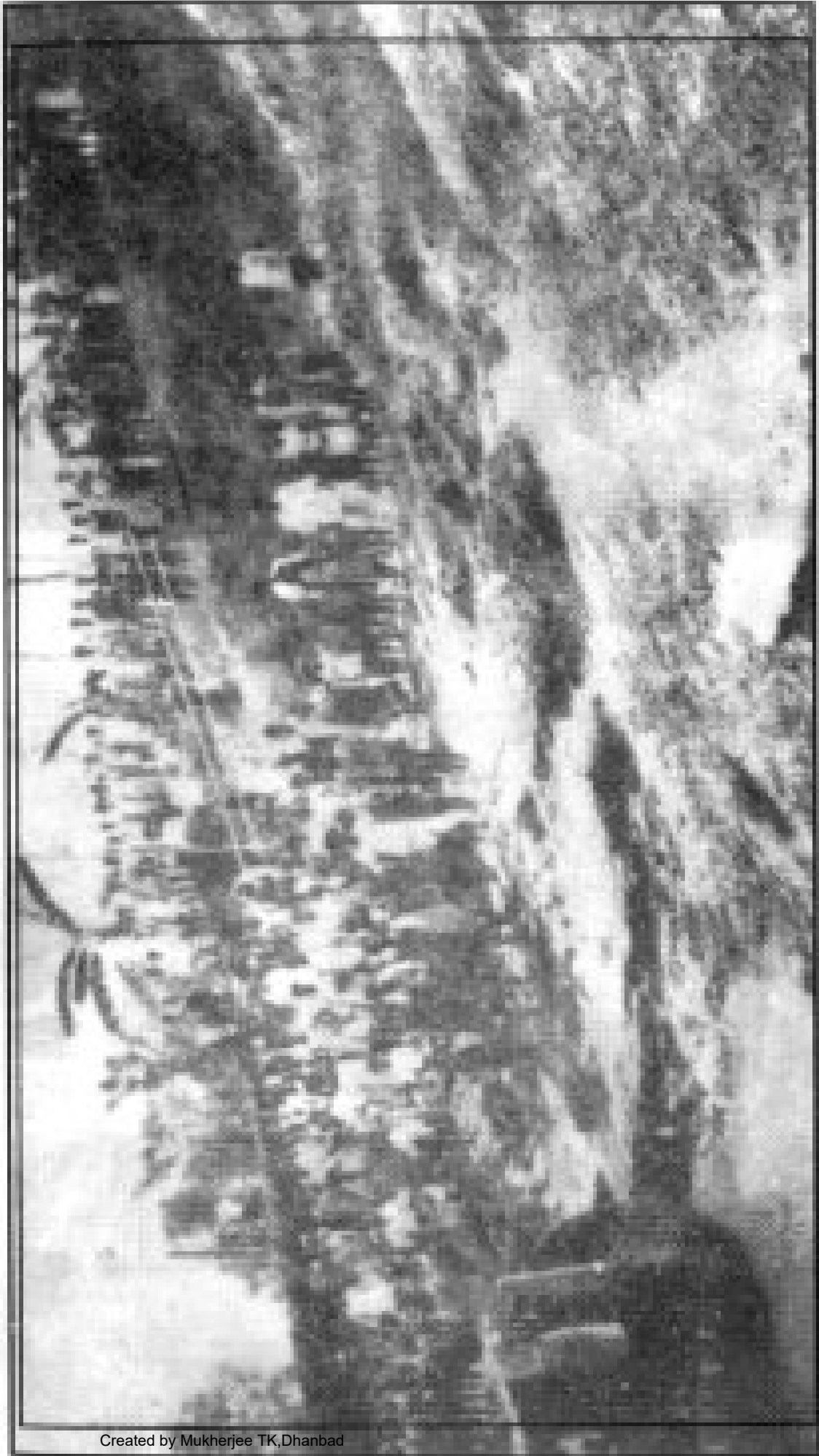
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের বোয়াখড়াবাড়ী নামিবেন, এই সংবাদ শ্রবণে সদ্গুরু-দর্শনে উৎসুক পাহাড়ী শিষ্যগণ ও আগ্রহী নরনারীরা নৌকাঘাটে জমা হইয়াছেন।

খেদাছড়া অখণ্ড-মণ্ডলী

রিয়াংদের গৃহ-নির্মাণ-শৈলী (খেদাছড়া)
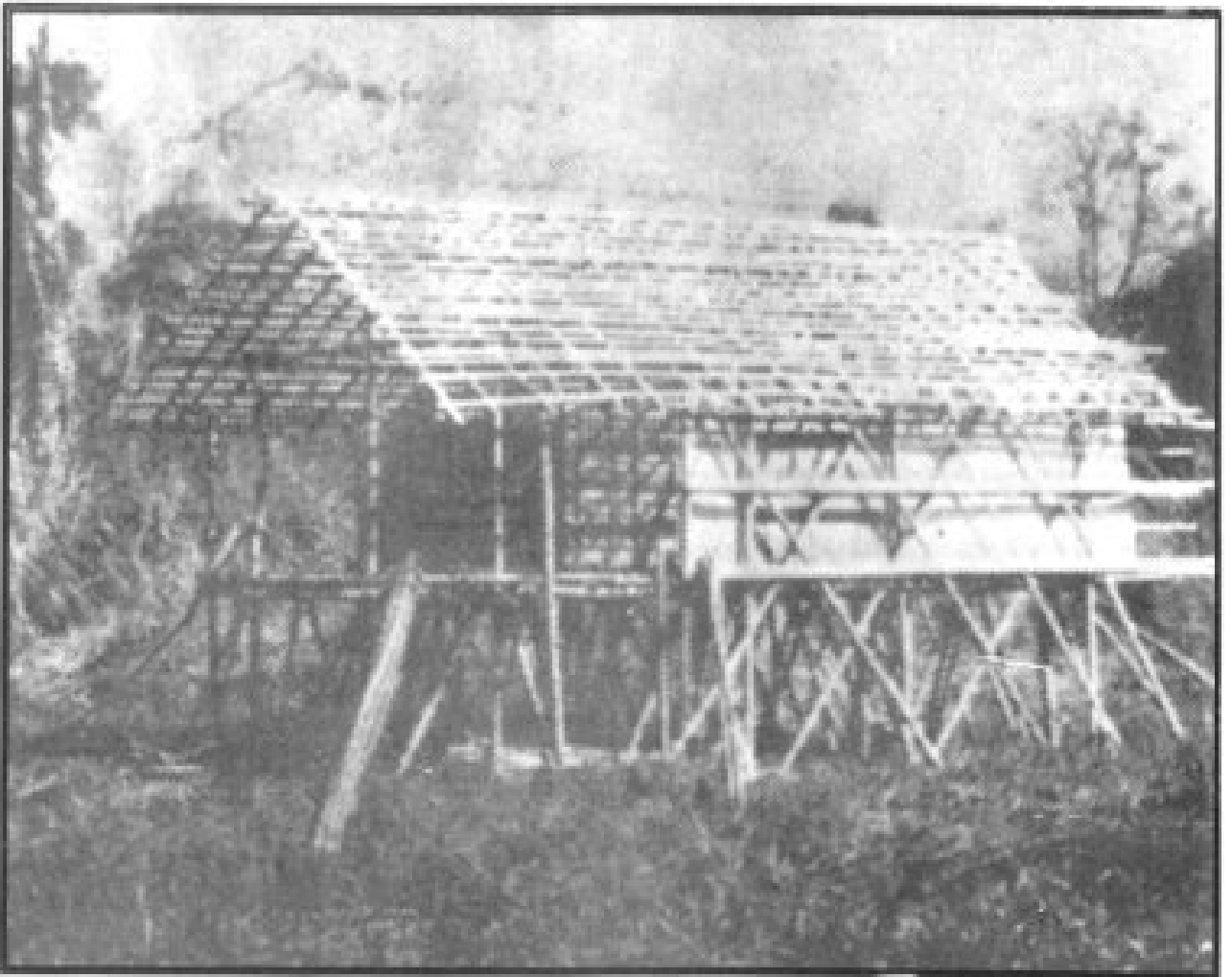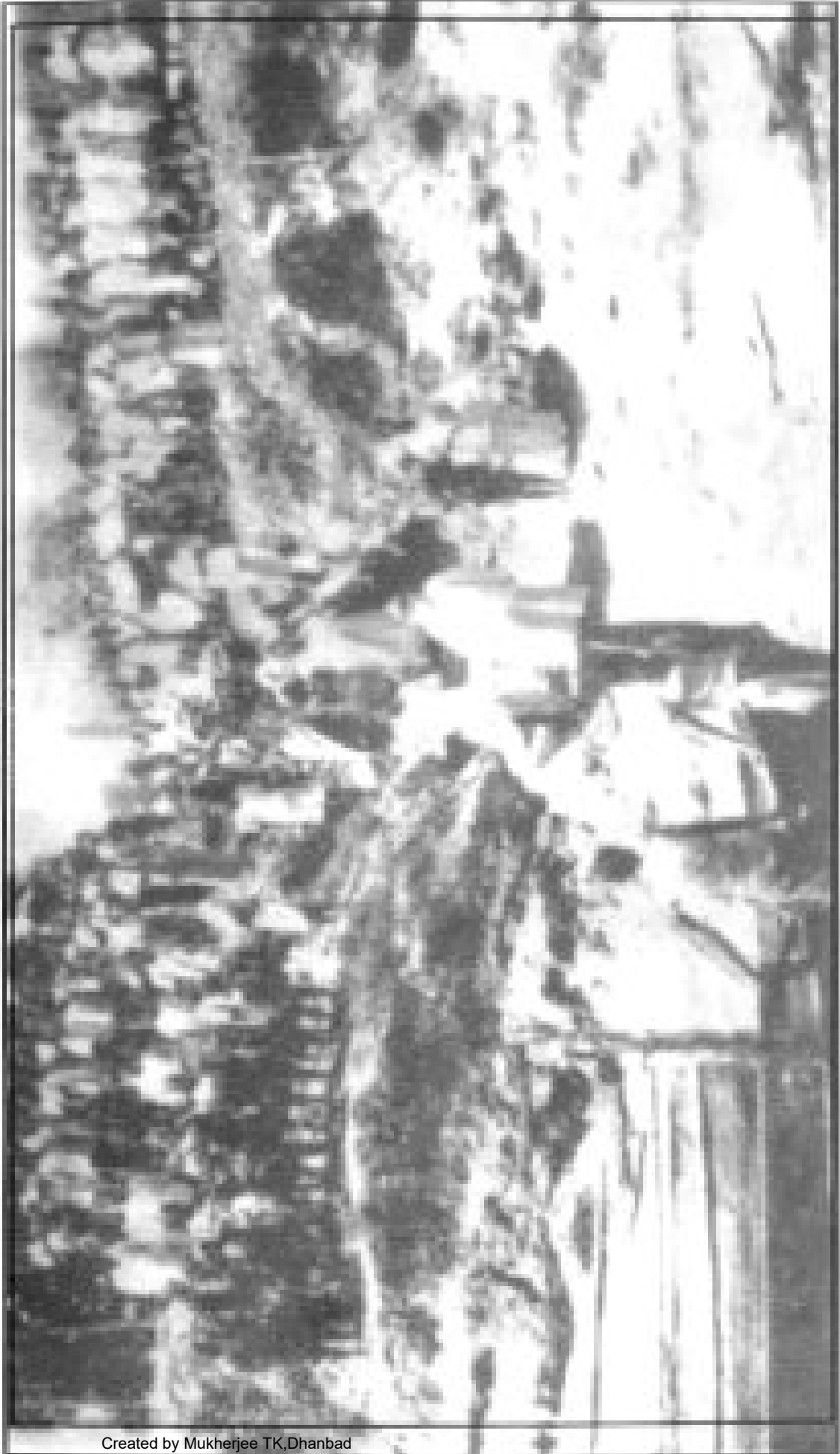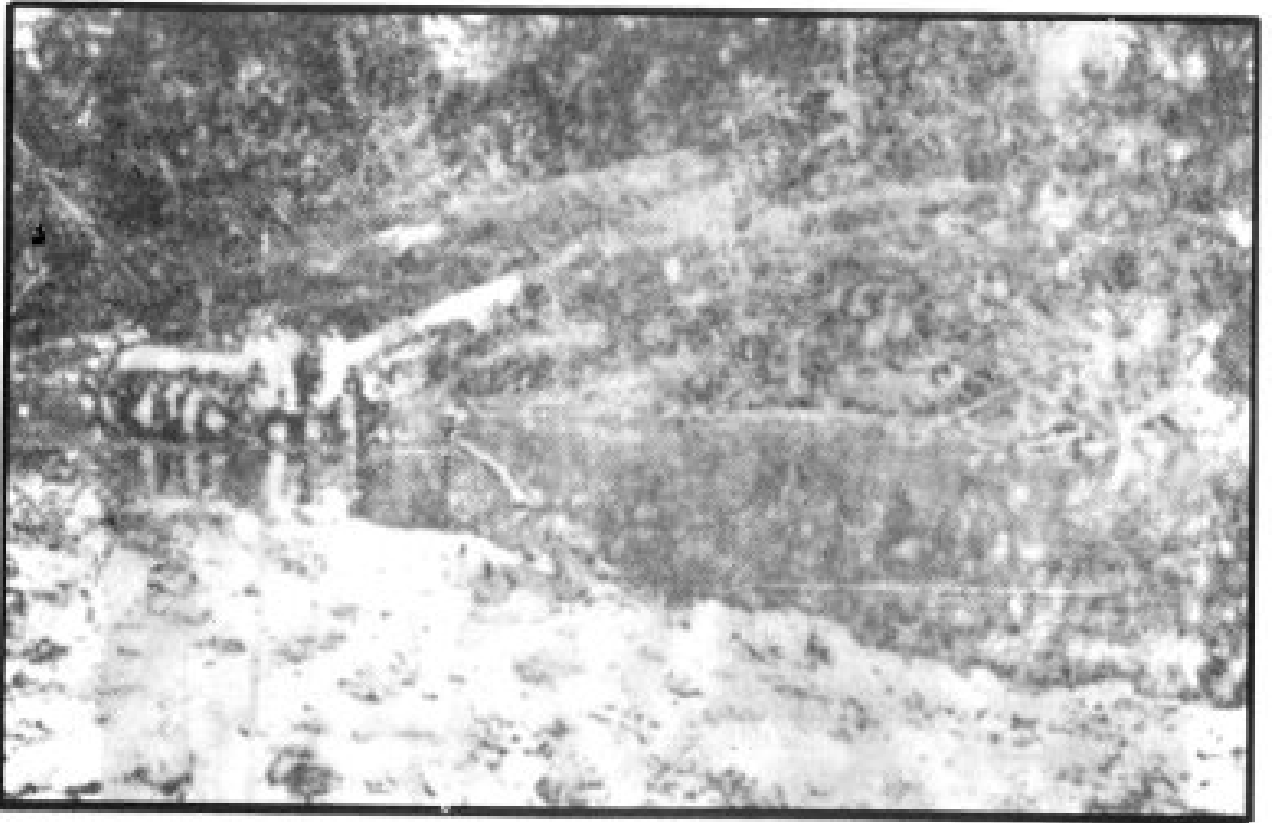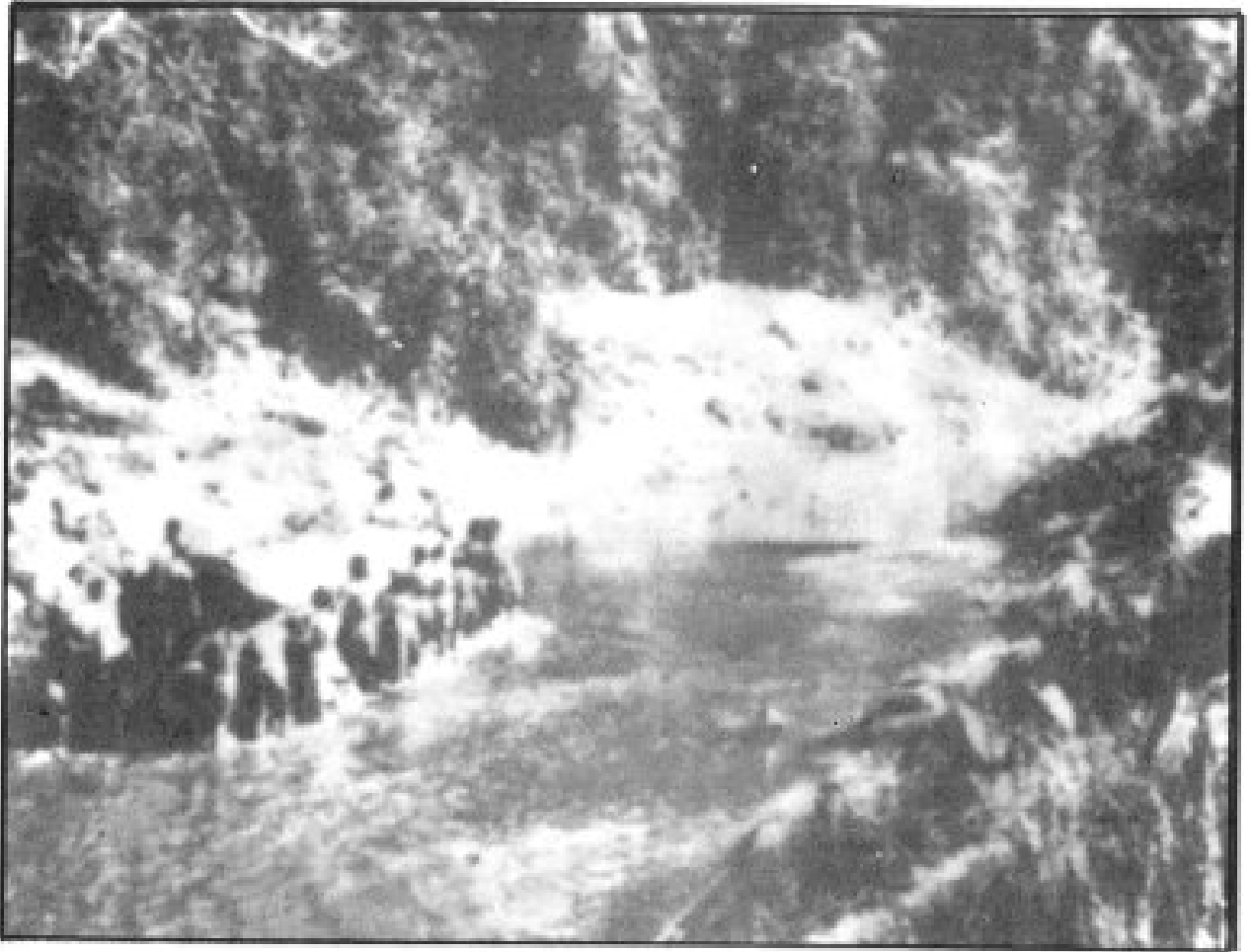
বেলাছড়া হইতে বিদায় নিবার সময়ের দৃশ্য।

অবহেলে তাঁহারা সমগ্র জীবনব্যাপী উৎপীড়নকে তুচ্ছ করিয়াছিলেন, যেই স্বপ্নকে সফল করিবার জন্য তাঁহারা হাসিয়া মৃত্যু-বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এমন কিছু ঘটিয়াছিল বা এমন পরিবেশ তাঁহারা পাইয়াছিলেন, যাহার ফলে সমগ্র জগতের জীবকুলের দুঃখ দূর করিবার জন্য নিজেকে বলি দিতে তাঁহাদের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

আমি চাহি, তোমাদেরও প্রতি জনের প্রাণ পরের দুঃখে কাতর হউক, পরের দুঃখ নিবারণের জন্য তোমরা অনায়াসে নিজেদিগকে বিসর্জ্জন দাও।

কেন আমি ইহা চাহি, শুনিবে ? কারণ, আমি চাহি, মানুষের মত হাত-পা-চোখ-নাক ও মেধা-বুদ্ধি-বল পাইয়া তোমরা কেবল সাধারণ মানুষই যেন না থাক, তোমরা যেন মানুষের চেয়ে উন্নত , মানুষের চেয়ে মহত্তর, মানুষের চেয়ে পূজনীয় কিছু হও। সেই শ্রেষ্ঠ জীবকেই লোকে
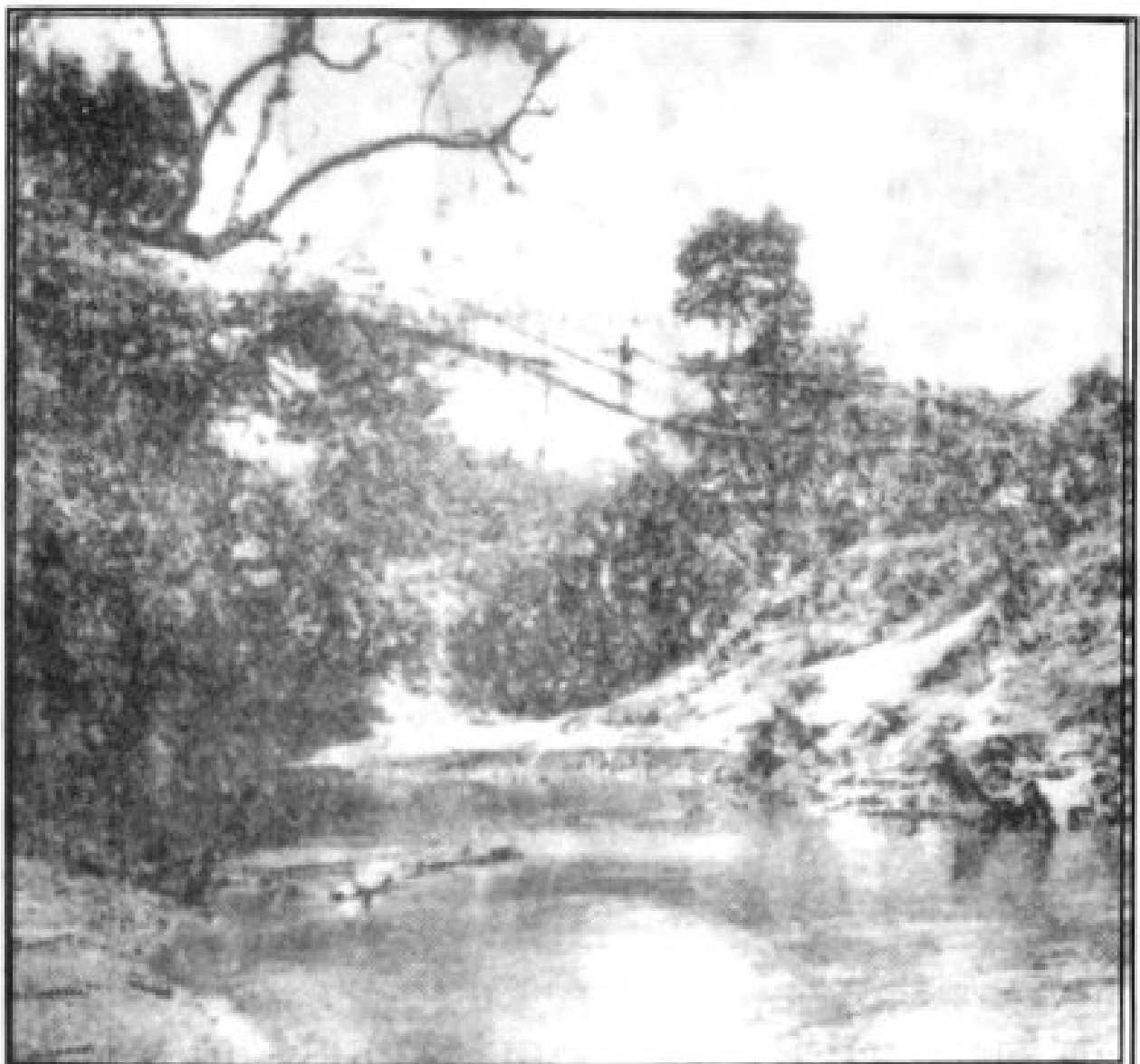
জলপাইবাড়ীর বাঁধের সেতু। বামে লুসাই পাহাড়, দক্ষিণে ত্রিপুরা পাহাড়।

দেবতা বলিয়া নাম দিয়াছে, যদিও পুরাণে বর্ণিত দেবতাদের মধ্যে অনেকে নিতান্ত সাধারণ স্তরের মানুষের মত হীন কাজ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। এই জন্যই আমি অমুক দেবতার আর তমুক অবতারের পূজাকে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য আমার শ্রমকে নিয়োজিত করি নাই। সকল দেবতার যিনি পূজ্য, সকল অবতারের যিনি আরাধ্য, সেই পরমপুরুষ পরব্রহ্মের পূজাই আমি তোমাদিগকে শিখাইয়াছি। পুরাণে বর্ণিত ইন্দ্র, চন্দ্র, বিষ্ণু, শিব আদি দেবতাদের চেয়েও তোমরা প্রত্যেকে উন্নততর হও এবং প্রকৃত দেবতা যে কি বস্তু, তাহার তোমরা জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হও। আমি তোমাদিগকে সাধারণ মানুষ থাকিতে দিব না।

তোমার ঐ যে দেহ, তাহা সর্ব্বতীর্থের বাসভূমি। তোমার শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ দেবগণের তপস্যার স্থান। তোমার হাত, পা, চোখ, মুখ,
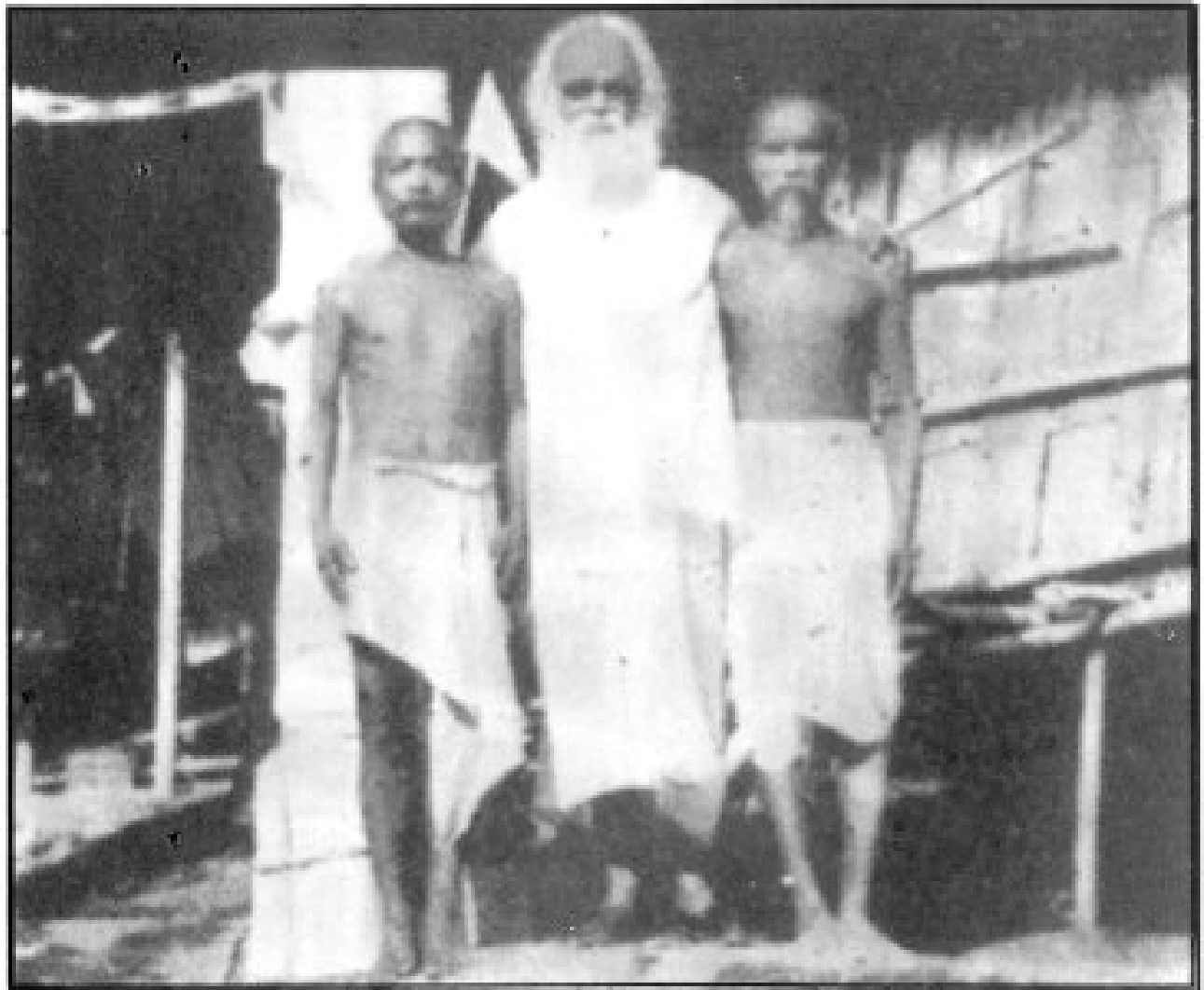
লুসাই পাহাড় হইতে দীক্ষার্থ একজন লুসাই আসিয়াছে তিন দিনের পথ হাঁটিয়া, আর একজন চারি দিনের। মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব।

বুক, পেট, পৃষ্ঠাদি কোনও অঙ্গই হীন স্থান নহে। প্রত্যেক স্থানকে পবিত্র দেবমন্দিরের একটী করিয়া প্রকোষ্ঠ বলিয়া জানিবে। তোমাদের এই জ্ঞান তোমাদিগকে সাধারণ মানুষের উর্দ্ধে তুলিয়া লইয়া যাইবে। তোমরা কেবল মানুষই থাকিও না, তোমরা দেবতা হও, দেবতারও শ্রেষ্ঠ হও।

সতীত্ব সম্পর্কে তোমাদের সমাজে কি ধারণা প্রচলিত আছে, তাহা আমি জানি না। এবার আমি তোমাদের সঙ্গে যে অল্প কয়দিন বাস করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে এই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানিতে পারি নাই। কিন্তু ইহা আমি উত্তম রূপেই অবগত আছি যে, উন্নত পর্য্যায়ের আদিম জাতিগুলি ছাড়া সাধারণ আদিম জাতিগুলির মধ্যে সতীত্ব সম্পর্কে ধারণা খুব সুস্পষ্ট নহে। আমি তোমাদের সমাজের মধ্যে এই ধারণাটীকে স্পষ্ট এবং অর্থপূর্ণ করিতে চাহি। বিবাহ করিয়াছ ত স্বামী ছাড়া অপরের সহিত প্রণয় করিবে না। বিবাহ কর নাই ত কোনও পুরুষকে নিয়াই ঘনিষ্ঠ হইব না। কেবল

লুসাই পাহাড় হইতে হরিওঁ-কীর্ত্তন করিতে করিতে দুগ্ধ, ফলমূল, চাউল ও কাঞ্রন নিয়া দীক্ষার্থীরা দুগাঙ্গা আসিতেছে।

স্ত্রীলোকদের সম্পর্কেই ইহা আমার অভিপ্রায় নহে, পুরুষেরাও বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোনও নারীতে আসক্ত হইবে না, বিবাহের পরে নিজের স্ত্রী ব্যতীত অন্য নারীর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবে না। উন্নত সমাজের পক্ষে এই বিধি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হওয়া প্রয়োজন।

আমার বাঙ্গালী শিষ্য-শিষ্যাগণের মধ্যে কেহ কেহ বিবাহ করিবার পরে দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছে এবং তারপরে সন্তানের জনক-জননী হইবার চেষ্টা করিয়াছে। আমার বাঙ্গালী শিষ্য-শিষ্যাগণের মধ্যে বহুসংখ্যক দম্পতী বিবাহের পরে কিছুকাল সাধারণ নরনারীর মত ভোগাসক্ত হইবার পরে একদিন ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত নিয়াছে এবং কেহ এক বৎসর, কেহ দুই বৎসর, কেহ বা তিন চারি পাঁচ বৎসর একাধিকক্রমে পতি-পত্নী সম্ভোগ-

দুগাঙ্গাতে সমাগত একদল দীক্ষার্থী। উপবিষ্ট বামে ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী ও দক্ষিণে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব।

শ্রীবিদ্যারাম রিয়াং ওরফে কুশাফা ও পুত্রক্রোড়ে তদীয়া পত্নী শ্রীমতী খন্দরুম রিয়াং। লুসাই পাহাড়ের এই নির্ভীক ও কর্ত্তব্যপরায়ণ রিয়াং যুবক সহস্র সহস্র ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী পাহাড়ীদের মাঝখানে স্বজাতির প্রাণে বিশ্বাসের স্থির বিদ্যুৎ জ্বালাইয়া রাখিয়াছে।

শ্রীরতনজয় রিয়াং শিমলুম হইতে জাম্পুই পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া দীক্ষার জন্য গিয়াছিল দশধাবাজারে। তাহার পত্নী শ্রীমতী লক্ষ্মী শিমলুম হইতে দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া দুগাঙ্গা আসিয়াছে দীক্ষার্থে। মধ্যে উপবিষ্টা ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী। রতনজয় চমৎকার বাংলা লেখাপড়া জানে।

দুগাঙ্গার অভাবনীয় সাফল্যপূর্ণ অনুষ্ঠানগুলির পশ্চাতে রহিয়াছে একটা প্রেমিকহৃদয় নিরহঙ্কার কর্মীর শ্রম, সংগঠন ও ত্যাগ। তিনি নিলামবাজারের শ্রীসনৎকুমার দাস। দুগাঙ্গায় ইনি ব্যবসায় করেন। উপবিষ্ট শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের পশ্চাতে ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী ও শ্রীসনৎকুমার দাসকে দণ্ডায়মান দেখা যাইতেছে।

জনিত ইতর সুখ হইতে নিজেদিগকে সম্পূর্ণরূপে দূরে রাখিয়াছে। এই অনুশীলনটী ইহাদের জীবনে মহাবলের সঞ্চারক হইয়াছে। মহাশক্তির অধিকারী হইবার জন্য ইহার অনুশীলন তোমাদের ন্যায় অনুন্নত সমাজেও প্রয়োজন।

অবশ্যই ইহা আমি চাহি না যে, পৃথিবী কোটি কোটি সন্ন্যাসী আর সন্ন্যাসিনীতে ভরিয়া যাউক। আমি চাহি যে, স্বামী ও পত্নীর মধ্যে প্রেম যাহাতে প্রকৃতই গভীরতর হয়, তাহার জন্য সংযমের অনুশীলন হউক।

তোমরা আমার গ্রন্থগুলি আগাগোড়া পড়িয়া ফেল। তাহা হইতে মহৎ জীবনের আদর্শগুলি চিনিয়া লও। তারপরে তাহা নিজ নিজ জীবনে প্রতিফলিত কর। শত শত ক্ষমতাবান্ মহাপুরুষের আবির্ভাব তোমাদের মধ্য হইতে হউক। ইতি-

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৭)

বারাণসী
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

হরিওঁ
শ্রীমতী জনারুম্ রিয়াং
মহিমচন্দ্র পাড়া
কল্যাণীয়াসু ঃ-

স্নেহের মা জনারুম্, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের সমাজের কুসংস্কার এবং দুঃখ এই দুইই আমি ঘুচাইব। তোমরাও প্রতিজ্ঞা কর যে, হীন, নীচ, নিকৃষ্ট ও অকর্ম্মণ্য হইয়া আর তোমরা থাকিবে না। বর্ত্তমান অনুচিত দরিদ্রতাকে তোমরা বিনষ্ট করিবে, মনের বর্ত্তমান দুর্ব্বলতাগুলি তোমরা দূর করিবে, দেহে, মনে প্রাণে তোমরা বিশাল বিরাট ও শক্তিশালী হইবে।

জগতে দুর্ব্বলের কোনও স্থান নাই। যে প্রবল, সে দুর্ব্বলকে যত দ্রুত সম্ভব উৎখাত করিয়া দিতেছে। জগতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সবল

হইতে হইবে, প্রবল হইতে হইবে, অতি-বল হইতে হইবে। আমি তোমাদের নিকটে সেই শক্তির বার্ত্তাই নিয়া আসিয়াছি। নিঃস্বার্থ জীবহিত-বুদ্ধিতে আমি তোমাদিগকে যেই পথের নির্দ্দেশ দিয়াছি, তোমরা আজীবন সেই পথেই দৃঢ়-পদ-সঞ্চারে প্রবল আত্ম-বিশ্বাস সহকারে চলিতে থাক। তোমাদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরিওঁ

বারাণসী
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমান্ শুভরাজ চাকমা,
শ্রীমতী চিগ্‌নি চাকমা
দামছড়াবাড়ী।
কল্যাণীয়েসু ঃ-

স্নেহের বাবা শুভরাজ ও স্নেহের মা চিগ্‌নী, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

দীক্ষাগ্রহণকালে তোমাদের মধ্যে যে সুগভীর ভাবাবেগ দেখিয়াছিলাম, তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছি। সেই আবেগ সাময়িক উচ্ছ্বাস না হইয়া তোমাদের জীবনে স্থায়ী সম্পদ হউক। ভক্তি এবং ভালবাসা যদি স্থায়ী হয়, তবে তাহার মতন পরম ভাগ্য জগতে আর কিছু নাই।

চাকমাদের মধ্যে যেই অল্প কয়জন এইবার আমাদের সংস্পর্শে আসিয়াছে, তাহাদের সকলেরই প্রেম-ভক্তি আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছে। অথচ কাঞ্চনপুর থাকিতে লোকমুখে কেবলই গল্প শুনিতেছিলাম যে, চাকমারা বড় দুর্দ্ধর্ষ, বড় বেপরোয়া, বড়ই মায়া-দয়াহীন দুর্দ্দান্ত এবং নিতান্ত কলহপ্রিয়।

চাকমাদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত এই কথাগুলি যে সর্ব্বাংশে সত্য নহে, তাহা তোমাদের চরিত্র হইতে উপলব্ধি করিতেছি। তোমাদের বুকেও একটী অতি কোমল স্থান আছে, যেখানে সকলের জন্য ভালবাসা আছে, ভগবানের

জন্য প্রেম আছে। আমি তোমাদের সেই কোমল হৃদয়টীকে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছি। এই জন্যই আশা করিতেছি যে, আগামীতে আমি চাকমাদের ভিতরে বেশী কাজ করিতে পারিব।

তোমরা অবিলম্বে চারিদিকের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চাকমা পরিবারগুলির মধ্যে প্রবেশ কর এবং তাহাদিগকে উন্নত জীবনের দিকে টানিয়া আন।

পূর্ব্ববঙ্গে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর যে বাঁধ হইতেছে, তাহার ফলে কত চাকমা পরিবার যে গৃহচ্যুত ও সর্ব্বস্বহারা হইয়া এইদিকে ছুটিয়া আসিয়া "কোথায় গৃহ, কোথায় অন্ন" বলিয়া ছুটাছুটি করিবে, তাহাদের ভিতরেও শান্তির বার্ত্তা অভয়ের বাণী লইয়া তোমাদের যাইতে হইবে।

মোট কথা, যেখানেই যাইবে, সেখানেই বলিবে,- "ভয় নাই ভাই, ভয় নাই, সকল আপদেরই প্রতীকার আছে, সকল বিপদেরই উদ্ধার আছে, যে যেই দুরবস্থাতেই পড়িয়া থাক না কেন, তোমাদের নিজ ভূজবলেই সকল দুর্গতির মোচন হইবে।"

সহায়-সম্বলহীন আমার দরিদ্র চাকমা পুত্রকন্যাগণকে আমি আজ সর্ব্বত্র এই অভয় বিতরণের ভার দিতেছি। ইতি-

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৯)

হরিওঁ
শ্রীমান গণছই রিয়াং
নূতনবাড়ী।

বারাণসী
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু

স্নেহের বাবা গণছই, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আজই কলিকাতা যাইতেছি। এজন্য অবসরের বড় অভাব। এই কারণে রাত্রি তিনটার সময়ে শয্যাত্যাগ করিয়া লেখনী ধরিয়াছি। তোমাদের মধ্যে এগার শত জনকে আমার পত্র লিখিতে হইবে। হাজার কাজের ফাঁকে ফাঁকে লেখা করিতেছি।

তোমরা যেমন যাযাবর, আজ এক টিলাতে জঙ্গল কাটিয়া জুম করিতেছ, কাল যাইতেছ অনেক দূরবর্ত্তী অন্য টিলাতে। আমারও অবস্থা প্রায় তাই। আজ এখানে বসিয়া একখানা কি দশখানা পত্র লিখিতেছি, কাল কলিকাতা পৌঁছিয়াই হয়ত পঞ্চাশখানা বা একশতখানা পত্র লিখিব। তোমরা টাক্কল দিয়া বীজ বোন, আমি লেখনী দ্বারা পত্রের সাহায্যে বীজ বুনি। দেশের পর দেশ ঘুরিয়া শত শত বক্তৃতা দিয়াও আমার চলিতেছে না, হাজার হাজার পত্র লিখিয়াও আমি সেই কাজটাই করিয়া যাইতেছি। হয়ত জীবনে আমি পঞ্চাশ, ষাট বা আশি লক্ষ পত্র লিখিয়াছি। যত অর্থ জীবনে দেখিয়াছি, তাহার শতকরা নব্বই ভাগ আমি ডাকটিকেটে ব্যয় করিয়াছি।

এই জন্যই বলি, আমার কোনও পত্রকে তোমরা লঘুভাবে দেখিও না। আমার পত্র পাইলে তাহা পাঠ করিতে চেষ্টা করিও, নিজে লেখাপড়া না জান ত'যাহারা জানে, তাহাদের দ্বারা পড়াইয়া নিও। চতুর্দ্দিকের সকলকে পত্রের মর্ম্ম অক্ষরে অক্ষরে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিও।

রিয়াং জাতির প্রতি ঘরে ঘরে তোমরা প্রবেশ কর এবং মুক্তির বার্ত্তা শুনাও। চাকমা ও হালাম জাতির যে সকল লোক ঐ অঞ্চলে নানাস্থানে আছে, তাহাদেরও ঘরে ঘরে গিয়া জানাও যে, জাতি-নির্ব্বিশেষে সকলকেই আজ উন্নতির পথে পাদচারণা করিতে হইবে। কুণ্ঠিত মনে আরণ্য-ভবনে কোনও প্রকারে মাথা গুঁজিয়া থাকার দিন অতিক্রান্ত হইয়াছে। তোমাদের জীবনে নূতন সূর্য্যের উদয় হইতেছে। এখন তোমাদিগকে সমগ্র জগৎখানাকে নূতনদৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। অতীতের অত্যাচার, পাপ, দুর্ব্বলতা ও দুঃখগুলি সবই তোমাদের দূর করিতে হইবে, ভুলিয়া যাইতে হইবে। নূতন করিয়া জীবন গঠনের আহ্বান আসিয়াছে। নূতন উদ্যমে, নূতন উৎসাহে তোমাদিগকে কাজে লাগিতে হইবে। চিরকাল তোমরা ভয়ে, আতঙ্কে, দুঃখে আর দুরবস্থায় বাস করিতে পার না। আমি তোমাদের প্রত্যেকের মুখে হাসি ফুটাইতে চাহি।

সর্ব্বদা ভগবানে মন রাখিও। ভগবানকে নিমেষের জন্যও ভুলিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরিওঁ

কলিকাতা
৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমান্ কুমারচন্দ্র রিয়াং
শ্রীমতী খলাতি রিয়াং
গঙ্গাজয়পাড়া।

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা কুমারচন্দ্র ও স্নেহের মা খলাতি, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। মা খলাতির নামে ত আলাদা পত্র দিয়াছি, তবু এই পত্র পুনরায় উভয়ের নিকটেই লিখিতেছি। শুধু বাবা নিয়া সংসার চলে না, মাও চাই, শুধু মা নিয়াও সংসার চলে না, বাবাও চাই। আমি সমান ভাবে আমার প্রতিটি পুত্র ও কন্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিতেছি। আমি চাহি যে তোমরা শিব-পার্ব্বতীর ন্যায় যোগী ও যোগিনী হও, অনাসক্ত হইয়া সংসারের প্রতিটি কর্ত্তব্য কর এবং গণেশের ন্যায় বুদ্ধিমান্ সিদ্ধিদাতা এবং কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় বীর্য্যবান্ ব্রহ্মচারী যোদ্ধার মাতা ও পিতা হও।

তোমাদের অঞ্চলের এগার শত জনের নামে আমি পত্র-লেখনে ব্যস্ত। স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতেছি এবং শারীরিক শ্রমসাধ্য নানা কর্ত্তব্যকার্য্যের ফাঁকে ফাঁকে তোমাদের নিকটে পত্র লিখিয়া যাইতেছি। ইহার মধ্যে দুই চারিখানা প্রচারের জন্য মুদ্রিতও হইবে। কিন্তু মুদ্রিত হউক বা না হউক, তোমরা প্রতিজনে নিজ নিজ নামীয় পত্র নিয়া প্রতিটি গ্রামবাসীর নিকটে যাইবে, পত্রগুলির প্রতিটি পংক্তির অর্থ শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে প্রত্যেককে বুঝাইয়া দিবে এবং এই পত্রগুলিতে যে সকল উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা পালন করিবার জন্য প্রতিজনের মনে যেমন আলোড়ন উপস্থিত করিবে, তেমন আবার দেশব্যাপী আন্দোলনও সৃষ্টি করিবে। কোন্ সুদূর অতীতে তোমরা উন্নতির যে নিম্নস্তরে ছিলে, আজও তোমাদিগকে সেই অবনত অবস্থায় আমি থাকিতে দিব না। তোমাদের সর্ব্বতোমুখ অভ্যুদয় আমি চাহি।

কাল প্রাতে কলিকাতা পৌঁছিয়াছি, কালই ভোরের বিমানে খোয়াই

যাইব। অফুরন্ত দর্শনার্থীর ভিড় চলিয়াছে। ইহারই ফাঁকে ফাঁকে আজ খান পঞ্চাশেক চিঠি লিখিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করি। তোমার নামীয় খামের মধ্যে যে সব পত্র দিব সেই পত্রগুলি যথাস্থানে দিয়া দিও। ডাকঘর হইতে দশ বিশ পঁচিশ এমন কি পঞ্চাশ মাইল দূরের লোককে পত্র লিখিলে সেই পত্রের সময়-মত পৌঁছান এক কঠিন কথা। কিন্তু তোমাদের সকলকে মিলিয়া সেই কঠিন কাজটাই নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিতে হইবে। তোমাদের ভিতরে কত সদ্‌গুণ আছে, তাহার আমি প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াছি কিন্তু অনুশীলন ব্যতীত গুণের উৎকর্ষ হয় না। তোমাদিগকে এক্ষণে কেবল ব্যক্তিগতভাবে একা একা নহে, সমষ্টিগতভাবে সমগ্র রিয়াং জাতিটাকে সঙ্গে লইয়া সেই সকল সদ্‌গুণের অনুশীলন করিতে হইবে। স্ত্রী-পুরুষ বিচার না করিয়া প্রতিজনের নিকটে সত্যের বাণী পৌঁছাইতে হইবে, জীবে জীবে যে স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা পরমেশ্বরের প্রিয়, তাহার চর্চ্চা এবং পূর্ণ বিকাশ তোমাদের জীবনে আমি দেখিতে চাই। আবার হয়ত আমি ১লা বা ২২শে অগ্রহায়ণ তোমাদের অঞ্চলে দামছড়া যাইতেছি। যাইয়া দেখিতে চাহি যে, তোমরা দূরদূরান্তের প্রত্যেক স্ব-জাতিকে আমার চিন্তা ও আদর্শের সহিত পরিচিত করিয়া রাখিয়াছ। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে ভগবান বাস করিতেছেন, সাধনের অভাবে সেই ভগবান নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছেন, তমোগুণের প্রভাব হইতে অন্তরের সেই ভগবানকে মুক্ত করিয়া তোমাদের প্রতি জনের জীবনে অভাবনীয় এক জাগরণ সম্পাদন করিতে হইবে। তোমরা এমন ভাবে জাগিবে যেন তোমাদের দেখিয়া নিখিল জগৎ বিস্ময় মানে। চিরকালের অজ্ঞাত চিরকালের অবজ্ঞাত, চিরকালের অনাদৃত একটা জাতি নিজের শক্তিতে কতবড় হইতে পারে,তাহার দৃষ্টান্ত তোমাদিগকে দেখাইতে হইবে। সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, সততা ও শ্রমশীলতা দ্বারা তোমরা তোমাদের অভ্যুদয় ঘটাইবে। কাহারও অনুগ্রহে নহে, নিজেদের ভুজবীর্য্যেই তোমরা উন্নত হইবে। তোমাদিগকে নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া নিজেদের মঙ্গল সাধন করিবার রুচি, বিশ্বাস ও বল আমি জোগাইব। তোমরা কখনও নিজেদের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারময় দেখিও না। তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে আমি দিব্য চক্ষে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি।

তবে, কেবল আকাঙ্ক্ষা করিলেই উন্নতি হয় না। উন্নত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। সেই চেষ্টায় তোমরা নামো এবং সেই চেষ্টায় প্রত্যেকটী বন-পর্ব্বত-বাসীকে নামাও। প্রত্যেকের মনে আশা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগাও। ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরিওঁ

কলিকাতা
৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীকুশীচন্দ্র রিয়াং
কৈলাফাবাড়ী
কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা কুশীচন্দ্র, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। শুধু রিয়াংগণই নহে, তোমাদের অঞ্চলের চতুর্দ্দিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে যে সকল হালাম, চাকমা এবং লুসাই আছে, তাহাদের সকলকে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানাইবে। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক বর্ণ, প্রত্যেক ধর্ম্মকে স্বাভাবিক বিকাশ মনে করিয়া সকলের প্রতি সমদর্শী হইও এবং প্রত্যেককে বলিও যে, তাহাদের প্রতিজনের চরম কুশল ও পরম কল্যাণ তাহাদের নিজেদের হাতে। যাহারা সৎকর্ম্ম করিবে, সৎকর্ম্মফল তাহারা পাইবে। যাহারা অন্যরূপ কর্ম্ম করিবে, তাহাদিগকে অন্যরূপ কর্ম্মফল ভুগিতে হইবে। প্রত্যেকে সৎ হউক, সাধু হউক, সত্যশীল হউক, সংযমী হউক, সর্ব্বজীবের প্রতি প্রেমভাব-সম্পন্ন ও হিতবুদ্ধিপরায়ণ হউক। ইহা দ্বারাই অশান্ত জগতে প্রকৃত শান্তির সৃষ্টি হইবে।

তোমরা যাহারা প্রাণের অকপট আবেগে সন্তান রূপে আমার বক্ষে ঝাঁপাইয়া আসিয়া পড়িয়াছ, তাহারা প্রতি জনে নিজ নিজ গুরুদত্ত সাধনে একাগ্র ও নিষ্ঠাশীল হও। নিজ নিজ পরিবারে এবং নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে প্রীতি, একতা এবং সাধনপরায়ণতা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা

কর। যাহারা সাধন করে, তাহারা যখন সৎকর্ম্মে সংঘবদ্ধ হয়, তখন তাহাদের চেষ্টা জগতে অভাবনীয় কল্যাণ আনয়ন করে। ইতি–

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরিওঁ

কলিকাতা
৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমান্ নহচন্দ্র রিয়াং
সিদুলা চৌধুরীপাড়া, লুসাই হিল্।
পরমকল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা নহচন্দ্র, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দীক্ষাকালে যাহাদিগকে উপাসনার বহি দিতে পারি নাই, ধীরে ধীরে তাহাদের প্রতিজনের নামেই উপাসনা-প্রণালী যাইতেছে। সকলে ইহা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া প্রাণপণ যত্ন সহকারে নিজ নিজ দৈনিক উপাসনা ও সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা করিতে থাকুক। কেবল দীক্ষা একটা নিলেই মস্ত বড় একটা কাজ হইয়া যায় না। সাধনও করিতে হয়।

তোমরা তোমাদের প্রতিটি গুরুভাই ও গুরুভগিনীকে সততা, একতা এবং সংযম এই তিনটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগী করিবার চেষ্টা করিও। সততা, একতা এবং সংযম এই তিনটী জিনিষেরই প্রয়োজন প্রায় সমান। একটী বাদ দিয়া অপরটীর অনুশীলন করা যে যায় না, তাহা নহে কিন্তু তাহাতে পূর্ণ মানুষ এবং সুস্থ সমাজের সৃষ্টি হয় না। আমি তোমাদের প্রতিজনকে পূর্ণ মানুষ এবং তোমাদের সমাজকে সুস্থ, সবল, প্রাণবান্ সমাজে পরিণত হইতে দেখিতে চাহি।

তোমাদের প্রত্যেকের মনে এই আগ্রহ জাগুক যে, তোমরা ছোট হইয়া থাকিবে না, প্রত্যেকে বড় হইবার চেষ্টা করিবে। যে সকল সদ্‌গুণ থাকিলে ছোট মানুষ বড় হয়, তাহার অনেকগুলিই অঙ্কুর অবস্থায় তোমাদের

মধ্যে আছে। এই গুণগুলির অনুশীলন করিলে নিশ্চিত তোমরা মহৎ হইবে, সর্ব্বজনের পূজনীয় হইবে। তোমরা সর্ব্বদা আত্ম বিশ্বাস রাখিও এবং মনকে পরিষ্কার রাখিও। হতাশ কখনো হইও না, নিজদিগকে দুর্ভাগা বলিয়া কখনো মনে করিও না।

শারীরিক পরিচ্ছন্নতা এবং দৈহিক পবিত্রতাকে তোমরা কখনও অনাবশ্যক জ্ঞান করিও না। শরীর পরিষ্কার না থাকিলে দেহ, বস্ত্র, শয্যা, ব্যবহৃত মাচা, মোড়া, চাটাই, মাদুর সবই নানা রোগের আকর হয়। দেহকে পবিত্র রাখিবার চেষ্টা না করিলে দেহের অপবিত্রতা হইতে মনেও অপবিত্রতার সঞ্চার হয়। স্নান তোমরা প্রতি জনে প্রত্যহ করিও। সর্দ্দি বা জ্বর কিম্বা এই জাতীয় অন্য কোনও অসুখ বিসুখ না থাকিলে স্নান তোমরা একদিনের জন্যও বাদ দিও না। স্নান করিবার কালে শরীরের প্রত্যেকটী অংশকে পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন করিবার দিকে দৃষ্টি দিবে। কেবল শরীরটীকে শীতল করাই স্নানের উদ্দেশ্যে নহে, শরীরের প্রতিটী অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ হইতে অপরিচ্ছন্নতা দূর করাই স্নানের উদ্দেশ্য। তোমাদের পরিধেয় বস্ত্র এবং মেয়েদের গলার অলঙ্কারগুলি এবার আমি বড়ই অপরিচ্ছন্ন দেখিয়াছি। অপরিচ্ছন্নতার ফলে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়, দুর্গন্ধে রোগ জন্মে। শরীর, বস্ত্র, অলঙ্কার, গৃহের আসবাব-পত্র সব-কিছু সর্ম্পকেই তোমাদিগকে পরিচ্ছন্নতা অভ্যাস করিতে হইবে। আগামীবার আমি যখন তোমাদের মধ্যে আসিব, তখন তোমাদিগকে দেহে, মনে, প্রাণে সকল রকমে উজ্জ্বলতর ও সুন্দরতর দেখিতে চাহি। তোমরা এখন হইতেই প্রতিজনে উজ্জ্বলতর ও সুন্দরতর হইবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ কর।

তোমরা যেই অবস্থায় এখন পড়িয়া আছ, সেই অবস্থায় আর তোমাদিগকে আমি পড়িয়া থাকিতে দিব না। তোমাদের আমি উন্নতি দেখিতে চাহি। সেই উন্নতি সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি। যত দিক দিয়া মানুষ উন্নত হইতে পারে, প্রত্যেক দিকেই তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকটিত হইতে দেখিতে চাই। এইজন্যই আমি চাহি না যে তোমরা একজনেও আর আলস্যে, ঔদাস্যে এবং অবসাদে দিন কাটাও। ইতি–

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরিওঁ

কলিকাতা
৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমান্ রামচন্দ্র রিয়াং চৌধুরী
বমসুখ

কল্যাণীয়েষু

স্নেহের বাবা রামচন্দ্র, প্রাণ ভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের বাড়ীর * এবং অন্যান্য সকল স্থানের তোমাদের নবদীক্ষিত সহস্র সহস্র ভ্রাতা ও ভগিনীদের প্রত্যেককে জানাইয়া দিও যে, আমি তাহাদের প্রতিজনের প্রতিই আমার স্নেহদৃষ্টি রাখিয়াছি। সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে আমি কোনও কালেই ইহাদের কাহাকেও ভুলিব না। ইহারা যেন নিজ নিজ সাধনে বিশ্বাসী থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করে। ইহারা যেন নিজ নিজ জীবনের পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা তোমাদের সমগ্র জাতিটার উন্নতি সাধনে যত্নবান্ হয়। ইহারা যেন নিমেষের তরেও মনে না করে যে, একা নিজের মুক্তিই ইহাদের লক্ষ্য।

তোমরা গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়। প্রতিজনকে ডাকিয়া আনিয়া বল যে, মনুষ্য জন্ম অতীব দুর্ল্লভ জন্ম। বল, এই জন্মকে সার্থক করিতে হইবে। বল, এই জন্মকে সার্থক করিবার উপায় ভগবৎ-সাধন, পরোপকার এবং সর্ব্বজীবে প্রেম। আমি তাহারই শিক্ষা তোমাদের দিতে আসিয়াছি। তোমাদের উন্নতি এবং জীবনের সার্থকতা ব্যতীত আমার নিজের আর কোনও কাম্য নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

---

* বাড়ী মানে গ্রাম

(৩৪)

হরিওঁ

কলিকাতা
৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমান সরতাহা রিয়াং

কস্তুরায় পাড়া, লুসাই হিল্

কল্যাণীয়েষু,

স্নেহের বাবা সরতাহা, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। কল্যাণীয়া মা রণাতিকে আলাদা পত্র দিলাম। সেই পত্রখানা পাঠ করিও এবং উহার অর্থ তথা মর্ম্ম কল্যাণীয়া মাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিও। আমি তোমাদিগকে ভাল ভাল কথা লিখিলেই তোমাদের উপকার হইয়া যাইবে না। সেই কথাগুলির অর্থ তোমাদিগকে বুঝিতে হইবে এবং তদনুযায়ী চলিতে হইবে। তোমরা স্বভাবতঃ নিরীহ এবং পরের অনিষ্টে অরুচি সম্পন্ন। তোমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে যেন পরের অনিষ্টে তোমাদের অরুচি আরও বাড়ে। কিন্তু ততটুকুই যথেষ্ট নহে। তোমাদের পরের উপকারে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

কেবল নিজের উপকারের চিন্তাই করে, পরের মঙ্গলের জন্য কিছু করে না, তাহাদের আকৃতি মানুষের মতন হইলেও তাহাদিগকে মনুষ্য পদ-বাচ্য মনে করা যাইতে পারে না। নিজের কল্যাণকে ব্যাহত না করিয়া যাহারা পরের উপকার করিতে সমর্থ, তাহাদিগকে আমি বিচক্ষণ মানুষ বলিয়া স্বীকার করি। তোমরা প্রত্যেকে বিচক্ষণ হও।

তোমরা কত দরিদ্র। তবু আমি তোমাদের ভালবাসি। তোমরা শিক্ষাহীন, জ্ঞানহীন নিতান্ত আদিম অবস্থায় পতিত মানুষ, তবু আমি তোমাদের ভালবাসি। তোমাদের মধ্যে অধিকাংশেরই এখনও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে কোনও জ্ঞান নাই, তবু আমি তোমাদের ভালবাসি। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আমার পরমারাধ্য পরমেশ্বর আছেন। তোমাদের ভিতরের দেবতা জাগ্রত হইলে তোমরাও দেবতা হইবে। তোমাদের প্রতি আমার অপার ভালবাসার কারণ ইহা।

তোমরা সকলে সর্ব্বশক্তি নিয়া নিজেদের উন্নতি-সাধনে ব্রতী হও। শরীরে, মনে, শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে সকল দিকে সকল রকমে তোমাদিগকে আত্মোন্নতি করিতে হইবে। চিরকাল যে ভাবে চলিয়া আসিয়াছ, আর সে ভাবে চলিতে পারিবে না। তোমাদের অভ্যাস ও আচরণে যাহা কিছু মন্দ, যাহা কিছু কদর্য্য, যাহা কিছু পাপ, যাহা কিছু অমঙ্গল-জনক, সবই তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। তোমরা সুন্দর হও, নির্ম্মল হও, নিষ্পাপ হও, নিষ্কলুষ হও, ইহাই আমি চাই। তোমাদের দেহে মনে প্রাণে সর্ব্বসুন্দরের বিকাশ ঘটুক।

নারী ও পুরুষের যে সম্পর্ক, তাহার মধ্যে তোমরা কখনও কোনও পাপকে প্রবেশ করিতে দিও না। পতি ও পত্নীর মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহার মধ্যে তোমরা কোনও সন্দেহ, সংশয়, মিথ্যা, প্রতারণা বা অনুচিত ব্যাপারকে প্রবেশ করিতে দিও না। যাহারা বিবাহিত, তাহারা সদ্‌গৃহী হউক। যাহারা অবিবাহিত, তাহারা নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র হউক। কুমার যুবকেরা সংযতেন্দ্রিয় হউক, কুমারী যুবতীরা অক্ষতযোনি হউক। তোমাদের প্রতি জনের আচরণে দিব্য মাধুর্য্যের বিকাশ ঘটুক। ইতি–

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরিওঁ

কলিকাতা
৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমান্ উসম্‌রায় রিয়াং
কস্তুরায় পাড়া, লুসাই হিল

কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা উসম্‌রায়, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পাহাড়ের প্রান্তে প্রান্তে আমি প্রাচীন ঋষিদের উচ্চারিত মহামন্ত্র গাহিয়া আসিয়াছি। এখনো সেই গানের সুর ও প্রতিধ্বনি আকাশে মিলাইয়া যায়

নাই। আর, তোমরা রহিয়াছ আমার জীবন্ত প্রতিনিধি রূপে আমার কণ্ঠের বাণী নিজেদের কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া হাজার হাজার পিপাসিত কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিবার জন্য।

তোমাদিগকে ছাড়িয়া আসিয়া নিয়ত আমি এই কথাই ভাবিতেছি।

তোমরা আমার নিকটে যাহা পাইয়াছ বাবা, তাহার সদ্ব্যবহার কর। ইতি–

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরিওঁ

কলিকাতা
৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

শ্রীমহিমল্লাহা রিয়াং
কস্তুরায়পাড়া, লুসাই হিল্
কল্যাণীয়েষু ঃ–

স্নেহের বাবা মহিমল্লাহা, তোমরা সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। একটী দিনের কয়েক ঘণ্টার একত্র অবস্থিতি এবং পরিচয় তোমাদিগকে এমন আপনার করিয়াছে যে, তোমাদের কাহারও কথা এক দিনের জন্যও ভুলিতে পারি না। যাহাকে দেখি, তাহাকেই তোমাদের কথা বলি, –তোমাদের মধ্যে যে সকল সদ্গুণ দেখিয়াছি, তাহার কথা বলি। তোমাদের সমাজে ব্যাপক ভাবে কি করিয়া উন্নতি আনয়ন করা যায়, তাহা আমার এক ধ্যানের বস্তু হইয়াছে। আমি তোমাদের সামগ্রিক উন্নতি চাহি।

তোমরাও যখন নিজেরা নিজেদের ব্যক্তিগত উন্নতিতে সন্তুষ্ট থাকিবে না, চাহিবে সামগ্রিক উন্নতি, তখনই তোমাদের প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হইবে।

তোমাদের মতন অনুন্নত সমাজগুলিতে ব্যক্তিগত উন্নতির আকাঙ্ক্ষাই অতি অল্প লোকের আছে। অধিকাংশই প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করিয়াই নিশ্চিন্ত। প্রচলিত মতে যে সকল কাজ ভাল বা প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়, তাহার ঊর্দ্ধে তোমাদের দৃষ্টি সঞ্চালিত হয় না। কিন্তু আমি চাহি যে, তোমরা

প্রচলিত অবস্থার উর্দ্ধে উঠিয়া যাও। তোমরা নিজ নিজ জীবনে নূতন নূতন মহত্ত্বের পরিচয় দিতে সুরু কর। তোমরা পুরাতন জগৎকে নূতন করিয়া গড়িবার সঙ্কল্প কর। তোমরা পুরাতন সমাজকে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিবার জন্য আগ্রহী হও। ভালবাসার বলে তোমরা তোমাদের সকল দুঃখকে জয় কর, সকল পরকে আপন কর, সকল শত্রুকে বন্ধুতে পরিণত কর।

তোমরা যাহারা বৃদ্ধ হইয়াছ, তাহারা তরুণ বালক ও বালিকাদিগকে উপদেশ দাও যে, নূতন আদর্শে জীবন পরিচালনা করিতে হইবে. যুবক ও যুবতীদিগকে উৎসাহ দাও যে, প্রত্যেকের জীবনে শ্রেষ্ঠ আদর্শের দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে। এতকাল তোমরা অশিক্ষায় ডুবিয়াছিলে, অজ্ঞানতায় ঘুমাইয়াছিলে,–সেই অশিক্ষা ও অজ্ঞানতাকে দূর করিতে হইবে। প্রত্যেকটী মানুষকে মানুষের যোগ্য জীবন যাপন করিতে হইবে।

চিরকাল তোমরা নিজেদিগকে বন-পাহাড়ের একট নগণ্য সমাজ বলিয়া জানিয়া আসিয়াছ, নিজেকে প্রতি জনে অতি তুচ্ছ একটা মানুষ বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছ। আমি তোমাদের সেই ভ্রম ভাঙ্গিয়া দিতে চাই। তোমরা নিজেদের পৌরুষে জগতে গণনীয় মাননীয় হইতে পার। সৎকার্য্যের অনুশীলন দ্বারা তোমরা মানুষের মতন মানুষ হইতে পার।

চতুর্দ্দিকে নির্দ্দেশ ছড়াও পুরুষেরা যেন পরনারীতে লুব্ধ না হয়, নারীরা যেন কখনও পরপুরুষে আসক্ত না হয়। মদ্যপান, ব্যভিচার, অসত্যাচার যেন তোমাদের জীবনকে কলঙ্কিত না করে। ভগবানের নামকে সত্য জানিয়া, ভগবানের দেওয়া এই মানব-জীবনকে সত্য জানিয়া নামের সেবায় এবং মানব-জীবনকে সার্থক করিবার চেষ্টায় প্রতি জনে আত্মনিয়োগ কর। ইতি–

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরিওঁ কলিকাতা

৬ই ফাল্গুন, ১৩৬৯

শ্রীমান্ শিসারায় রিয়াং

শ্রীমতী ফাইপাইতি রিয়াং

কস্তুরায়পাড়া, লুসাই হিল্

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা শিষারায় এবং স্নেহের মা ফাইপাইতি, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমাদের অঞ্চলে নানাজনকে যে সকল পত্র দিয়াছি ও দিতেছি, সেইগুলি তোমরা পাঠ করিও এবং তাহার মর্ম্ম চতুর্দ্দিকে প্রচার করিও। ব্যাপক ভাবে সমগ্র রিয়াং জাতির মধ্যে এবং সাধ্যমত হালাম, চাকমা ও লুসাইদের মধ্যে প্রকৃত উন্নতি লাভের জন্য ব্যগ্রতার সৃষ্টি করিতে তোমরা যত্নবান্ ও যত্নবতী হইও। একটী স্ত্রীলোক বা একটী পুরুষকেও এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইতে দিও না যে, সমাজের কল্যাণের জন্য তাহার কিছুই করণীয় নাই। কাহারও মনে এই জাতীয় হীন ভাব থাকিতে দিও না যে, মহৎ কাজ করিবার তাহার শক্তি নাই, সামর্থ্য নাই। প্রত্যেকেরই স্বসমাজের উন্নতি এবং পরের উপকার করিবার প্রয়োজন আছে, যোগ্যতাও আছে। তবে, প্রথমে যাহাদের যোগ্যতা কম থাকে, তাহাদের পক্ষে চেষ্টা দ্বারা যোগ্যতা বাড়াইয়া নিতে হয় এবং যোগ্যতা বাড়ান কোনও অসাধ্য কাজও নহে।

তোমরা প্রতি জনকে নিজ নিজ যোগ্যতা বর্দ্ধনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতে উৎসাহ দাও। সামগ্রিক ভাবে তোমাদের মত প্রত্যেকটী অনবত জাতির উন্নতি আমি আকাঙ্ক্ষা করি। তোমরা যদি পরিশ্রমে কাতর না হও, তাহা হইলে তোমাদের জীবৎ-কালেই এই সকল সমাজের অসাধারণ উন্নতি তোমরা দেখিয়া যাইবে, এই ভবিষ্যদ্-বাণী আমি করিতে পারি।

সমাজ শক্তিশালী হয়, সংযমে ও সাধনে। সমাজ বলবীর্য্যবান্ হয়, চরিত্রবলে ও একতায়। সমাজের স্থায়ী উন্নতি সাধিত হয়, একনিষ্ঠ যত্নে এবং আলস্যহীন শ্রমে।

তোমরা সকলকে শক্তিশালী হইবার জন্য প্রেরণা দাও। তোমাদের সকল অভাব তোমরা নিজেদের শক্তিতে দূর করিবে, প্রতি জনে এই পণ কর। তোমাদের যাবতীয় দুর্ভাগ্য এবং সকল দরিদ্রতা তোমরা নিজেদেরই বলে বিনাশ করিবে। তোমাদের অশিক্ষা ও অজ্ঞানতা তোমরা নিজেদেরই চেষ্টায় নির্ব্বাসিত করিবে। তোমরা প্রত্যেকে মানুষের মত মানুষ হইবার জন্য পণ কর।

অতি অল্প সময় তোমাদের মধ্যে রহিয়াছি। ইহাতেই আমি তোমাদের অনেক সদ্‌গুণের পরিচয় পাইয়াছি। তোমাদের সেই সকল সদ্‌গুণ দিনের পর দিন বর্দ্ধিত হউক। তোমাদের মধ্যে যে সকল দোষ কুলাচার অনুসারে প্রচলিত আছে, সেইগুলির তোমরা সংশোধনে ব্রতী হও। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, তাহা বুঝিবার মত শক্তি তোমাদের আছে। যাহাকে মন্দ বলিয়া বুঝিবে, তাহাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাহাকে পাপ বলিয়া জানিবে, তাহাকে বিনা তর্কে, বিনা দ্বিধায় বিনা ওজরে পরিত্যাগ করিবে।

ভগবদুপাসনার কথা কখনো ভুলিও না। দৈনিক উপাসনা নিয়মিত করিবে, সমবেত উপাসনা সপ্তাহে একদিন গ্রামের সকলে মিলিয়া করিবে। ইহার ভিতর দিয়া অশেষ কুশল লাভ করিবে। ইতি–

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

–ঃ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ঃ–

পতিত, অধম,
অনাথের লাগি'
পরাণ যাহার কাঁদে,
অমল-প্রীতির
প্রসূন-মালায়
সে-ই ত আমারে বাঁধে।
–শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

অমূল্য গ্রন্থাবলী

১ সরল ব্রহ্মচর্য্য
২ অসংযমের মূলোচ্ছেদ
৩ জীবনের প্রথম প্রভাত
৪ আদর্শ ছাত্র-জীবন
৫ আত্ম-গঠন
৬ সংযম-সাধনা
৭ দিনলিপি
৮ স্ত্রী-জাতিতে মাতৃভাব
৯ প্রবুদ্ধ যৌবন
১০ কুমারীর পবিত্রতা (১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড)
১১ নবযুগের নারী
১২ গুরু
১৩ অখণ্ড-সংহিতা (১ম-২৪শ খণ্ড)
১৪ মন্দির (গানের বই)
১৫ মূর্চ্ছনা (গানের বই)
১৬ মঙ্গল মুরলী (গানের বই)
১৭ মধুমল্লার (গানের বই)
১৮ সমবেত উপাসনা
১৯ His Holy Words
২০ নববর্ষের বাণী
২১ বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য
২২ বিবাহিতের জীবন-সাধনা
২৩ সধবার সংযম
২৪ বিধবার জীবন-যজ্ঞ
২৫ কর্ম্মের পথে
২৬ কর্ম্মভেরী
২৭ আপনার জন
২৮ পথের সাথী
২৯ পথের সন্ধান
৩০ পথের সঞ্চয়
৩১ ধৃতং প্রেম্না (১ম-৩৮শ খণ্ড)
৩২ বন-পাহাড়ের চিঠি (১ম-২য় খণ্ড)
৩৩ শান্তির বারতা (১ম-৩য় খণ্ড)
৩৪ সাধন পথে
৩৫ সর্পাঘাতের চিকিৎসা
৩৬ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা
৩৭ সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ

ইংরেজী বাণী সংকলন- The Message of Love

স্বরূপানন্দ সাহিত্য পাঠ করুন - আদর্শ জীবন গঠনের প্রেরণা নিন।